# বাউল ধ্বংস ফৎওয়া

অর্থাৎ

# বাউল মতধ্বংস বা রদকারী ফৎওয়া।

( পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত )


সাং বাঙ্গালীপুর, পোঃ সৈয়দপুর,
জিলা রংপুর নিবাসী হাজী মৌলভী
রেয়াজউদ্দিন আহ্‌মদ
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।



দ্বিতীয় সংস্করণ

সন ১৩৩২ সাল।

এছলাম প্রচারের সাহায্যকল্পে চাঁদা——১৲

# বাউল ধ্বংস ফৎওয়া

অর্থাৎ

# বাউল মতধ্বংস বা রদকারী ফৎওয়া।

( পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত )


সাং বাঙ্গালীপুর, পোঃ সৈয়দপুর,
জিলা রংপুর নিবাসী হাজী মৌলভী
রেয়াজউদ্দিন আহ্‌মদ
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।



দ্বিতীয় সংস্করণ

সন ১৩৩২ সাল।

এছলাম প্রচারের সাহায্যকল্পে চাঁদা—১৲

# প্রাপ্তিস্থান

মোহাম্মদ জকরিয়া, বাঙ্গালীপুর মৌলভীবাড়ী,
পোঃ সৈয়দপুর, রঙ্গপুর।

ছোলতান বুক এজেন্সী, ৪৭।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ২৯ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা।

ম্যানেজার হানাফি ও শরিয়ত, ৫নং কলিন লেন,
কলিকাতা।

ম্যানেজার—মোসলেম দর্পণ, ৫০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ম্যানেজার—সত্যাগ্রহী, ১০।৩ মোছলমানপাড়া লেন,
কলিকাতা।

মুন্সী মোবারক হোছাইন বিশ্বাস, পোঃ ভেড়ামারা,
নদীয়া।

কলিকাতা, ২৯ নং আপার সার্কুলার রোড, মোহাম্মদী প্রেসে মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ কর্তৃক মুদ্রিত।

ছোলতান সম্পাদক মওলভী আলী আহ্মদ ওলী এছলামাবাদী ছাহেবের অভিমত ;—

"এছলাম ধর্ম্মের প্রতি বিভিন্ন দিক হইতে যেরূপ অন্যায় আক্রমণ হইতে চলিয়াছে—তাহাতে এছলাম রক্ষা ও ঈমান ঠিক রাখিবার জন্য এবং ভ্রান্ত লোকদিগকে উদ্ধার হেতু এরূপ ফৎওয়ার বহুল প্রয়োজন। কতগুলি মোছলমানকে এছলামের গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচিত নহে—বরং ভ্রান্ত মত রদ করিয়া শরআর খেলাফ কার্য্য হইতে তাহাদিগকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করাই ফৎওয়ার উদ্দেশ্য। এছলামের মূল ভিত্তি কোরআন হাদিছ সম্বলিত কেতাব প্রত্যেক ঘরে রক্ষা করা ফরজ হইয়া পড়িয়াছে। সক্ষম ব্যক্তিরা আপন তহবিল বা ছদকা, ফেৎরা ও কোরবাণীর চামড়ার অর্থদ্বারা এই কেতাব ক্রয় করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া মহা-পুণ্যের ভাগী হইবেন—আশা করি। ধর্ম্মতঃ ও ইহা জায়েজ। ধর্ম্ম প্রচারার্থ দান আল্লাহ্ তাআলার নিকট শ্রেষ্ঠদানরূপে পরিগণিত হয়। বাঙ্গালার মোছলমান সমাজ এই ছওয়াবের কার্য্যে মুক্ত হস্তে অগ্রসর হইবেন—ইহাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

## মোকদ্দমা বিবরণী পুস্তিকা

সুদীর্ঘকাল অবধি বাউল ধ্বংস ফৎওয়ার মোকদ্দমা লইয়া সারাটা বাঙ্গালায়—এমন কি সারাটা ভারতবর্ষে যেরূপ হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই মোকদ্দমার বিষয় জানিবার জন্য সকল স্থানের লোকেরা উদ্‌গ্রীব হইয়াই আছেন। বিশেষতঃ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অনেকে মোকদ্দমার ফলাফল ও বিবরণী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এছলাম ধ্বংস মানসে আর্য্য প্রমুখ সম্প্রদায়গুলি যেরূপ ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি করিতেছে, তাহার সম্যক পরিচয় লাভ করিয়া প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করিতে এই রিপোর্ট সহায়তা করিবে। ৴৹ ডাক টিকিট পাঠাইলে বিনা মূল্যে ও মাশুলে পুস্তক প্রেরিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান:—হাজী মৌলবী রেয়াজউদ্দীন আহ্‌মদ গ্রাং বাঙ্গালীপুর পোঃ সৈয়দপুর; রঙ্গপুর।

## মওলানা এছলামাবাদী

ছাহেবের তিনখানা অমূল্য গ্রন্থ—মাত্র বার আনায়,

(১) এছলাম জগতের অভ্যুত্থান (২) সুদ সমস্যা (৩) বঙ্গীয় মোছলেম সমাজের জাতীয় উন্নতির উপায়।

ছোলতান সম্পাদক মৌলবী ওলী এছলামাবাদী ছাহেব প্রণীত **শুদ্ধি বিপ্লব** মূল্য ।৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান—ছোলতান বুক এজেন্সি ৪৭।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## পবিত্র শরঈয়তের আলেম-গণ সমীপে আরজ এই যে—

মোছলমানের মধ্য হইতে একদল লোক বাহির হইয়াছে, যাহারা "বাতেনী দোরবেশ ফকীর" বলিয়া দাবী করে। উহাদের প্রকাশ্য নাম "বাউল" বা "ন্যাড়ার ফকীর"। তাহারা বলে, "কোরআন চল্লিশ পারা, তন্মধ্য হইতে দশ পারা আমরা ছিনায় ছিনায় পাইয়াছি। ইহার নাম "দেল কোরআন" এবং ইহাই খাঁটি। শরীয়তের আলেমগণ তাহার খবর রাখেন না। এই দশ পারায় মারফৎ ভরা রহিয়াছে। বাকী ত্রিশ পারায় কেবল জাহেরী এলেমের বিষয় আছে, সুতরাং আমরা ত্রিশ পারা কোরআনকে মানিতে পারি না। আমরা নিজ চক্ষে খোদাকে দেখিয়া, নিশ্বাস প্রশ্বাসে, ছিনায় ছিনায় বাতেনী নামাজ, রোজা করিয়া থাকি, অতএব না-দেখা-খোদার জাহেরী নামাজ, রোজা ( আমরা ) মৌলবীগণের কথায় করিতে পারি না। খোদা মেয়রাজের রাত্রে রছুলের সহিত যে সকল কথা বলিয়াছেন, রছুল তন্মধ্য হইতে কতকগুলি জাহের করিয়া বলিয়াছেন ও কতক গোপন রাখিয়াছেন। যেটা গোপন করিয়াছেন সেইটাকেই আমরা ছিনায় ছিনায় পাইয়াছি।"

তাহারা হায়েজ নেফাছের রক্ত, বীর্য্য, মল, মূত্র, গর্ভপাত

ভক্ষণে রিপু দমন করে। স্ত্রী-যোনী ও অগ্নিকে ছেজদা করে। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ একত্র উলঙ্গ হইয়া নাচিয়া গাহিয়া কাম-রিপু দমন হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা করে এবং তাহাতে যে বীর্য্যপাত হয়, তাহা ময়দার সহিত মিশাইয়া রুটি প্রস্তুত করতঃ "প্রেমভাজা" নামক উপাদেয় (?) মারফতী খানা খায়। তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্ত্রীকে ব্যবহার করিয়া হিংসা রিপু দমন করে ও স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হইয়া খমক খঞ্জরী, জুড়ি বাজাইয়া দেহ-তত্ত্ব ফকীরি গান করতঃ ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহারা বলে জবেহ করিয়া মাংস খাওয়া ও মাছ, মাংস খাওয়া, ঈদে কোরবানী করা, পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়া, শরীয়তের আলেমগণের কথা শুনা, শরীয়তের মতে চলা, ত্রিশ পারা কোরআনকে মানা, মোছলমানের কোর-আনে নাই। শরীয়তের আলেমগণ এই সকল কথা মিছা মিছা বলিয়া বেড়ায়। পবিত্র কোরআন, হাদিছ, আলেমগণ, রোজা, নামাজ ইত্যাদি শরীয়তের যাবতীয় কার্য্যকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেয় ও দেহ-তত্ত্ব গান, গাঁজা, ভাঙ্গ ও স্ত্রীলোকের প্রলোভন ইত্যাদি দেখাইয়া অনেক মূর্খ মোছলমানকে ধর্ম্মহারা করিতেছে ও পবিত্র শরীয়তের আলেমগণের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইতেছে।

তাহারা মোছলমানের দোরবেশ, অলি, শাহ্, ফকিরের

কন্যা ও ভগ্নিকে বিবাহ করতঃ গুপ্ত শত্রুভাবে পর্দ্দায় থাকিয়া নানারূপে ছলে, বলে ও কৌশলপূর্ব্বক পবিত্র কোরআন ও এছলামকে ধ্বংস করার মানসে, বিষম ধোকার জাল ফেলিয়া, মোছলমান সমাজকে জর্জ্জরিত ও মূর্খ মোছল-মানকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতেছে। আবার হিন্দুজাতির বৈরাগী সাজিয়া, কামাখ্যা, নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন, কান্তজী প্রভৃতি হিন্দু তীর্থ স্থানে তীর্থ ও দেব দেবীর পূজা করিয়াও থাকে। "তৈল সেবা" ও "ধন-সেবা" বলিয়া তাহাদের মধ্যে দুই প্রকার ফকীরি সেবা আছে। শিষ্য-স্ত্রী নির্জ্জন স্থানে গুরুজীর সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন ইত্যাদি করে। ইহারই নাম তৈল সেবা ও ধন সেবা। বাউলগণের মারফতী ধোকায় পড়িয়া মল, মূত্র ও হায়েজাদী ভক্ষণে স্বাস্থ্যহীন হইয়া বহুলোক প্রাণ হারাইয়াছে। তাহারা বলে 'যত কাল্লা তত আল্লাহ্'। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ভিতর আল্লা আছে সুতরাং প্রত্যেক মানুষই আল্লাহ। অতএব তাহারা একে অপরকে ছেজদা করিয়া থাকে।

বাউল বা ন্যাড়ার ফকিরগণ বলিয়া থাকে যে "নেশা (শরাব, মদ, গাঁজা, ভাঙ্গ ইত্যাদি) সেবন না করিলে মন ঠিক থাকে না। মন ঠিক না হইলে জেকের বন্দেগী ও ভজন সাধনে কোন ফল হয় না। মানবগণ সেই রাস্তায় গমনে ফলভোগী হইতে না পারে একারণ শরীয়তের লোক শয়তানী ফেরেবে পড়িয়া নেশাকে হারাম করিয়া

রাখিয়াছে। কিন্তু হারাম কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না। নেশা খাইলে মন নির্ম্মল ( সাদা ) হয়, কোন প্রকার চিন্তা থাকে না। মন কাঁটার ন্যায় ঠিক থাকে, এদিক ওদিক যায় না। সেই সময় ভজন সাধন জেকের বন্দেগী করিলে নিশ্চয় ফল পাওয়া যাইবে।"

বাউলগণ আরও বলিয়া থাকে —সাধারণ লোকে যে সকল বস্তুকে হারাম বলে, আর যে সকল বস্তুকে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া দূরে ত্যাগ করে, সেই সকল বস্তু পরম পবিত্র বলিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। কারণ মানুষের দেহ হারাম। হারামে হারাম না মিশাইলে ফকীর হয় না। তাহারা কহে লোকে শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র এই চারিটী-দেহ-নির্গত পদার্থকে পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় শরীর মধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহারা আরও বলে "শরাবন তহুরা তনে আছে পুরা"—অর্থাৎ মল, মূত্র, হায়েজ, বীর্য্য ইহারই নাম "শারাবন তহুরা"। মৌলবীগণ শারাবন্ তহুরা বেহেশ্‌তে পাইবে বলিয়া অর্থ করিয়া মানুষকে বুঝায়, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

হায়েজ পান করা।—বাউল বলে, যখন তুমি মাতৃগর্ভে ছিলে, হায়েজের রক্ত পান করিতে, ইহা তোমার পবিত্র আহারীয় ছিল। আরও খোদা বলিয়াছেন, "ইন্না আতায়না [illegible]" হে নবি। আমি তোমাকে কওছর

দিয়াছি। অতএব খোদাতাআলা নির্দ্দিষ্ট-উক্ত "কওছর" হায়েজের রক্ত ( নউজু বিল্লাহ ) অবশ্য পান করা কর্ত্তব্য। তাহারা বলে হাওজ কওছর অর্থে হায়েজ কওছর।

গর্ভ-পতিত শিশুর মাংস ভক্ষণ অতীব পবিত্র। নিষ্পাপীর কচি মাংস ভক্ষণ করিলে নিষ্পাপ গর্ভ গোঁসাই হয়!

স্ত্রী-যোনীকে ছেজদা করা।—শয়তান স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সর্ব্বস্থানে ছেজদা করিয়া অপবিত্র করিয়াছে। কিন্তু এই একস্থানে করে নাই, সুতরাং আমরা স্ত্রীযোনীকে ছেজদা করিয়া থাকি।

অগ্নি ছেজদা।—ব্রহ্মা সর্ব্বজীবের সৃষ্টি কর্ত্তা, সর্ব্বপ্রধান দেবতা। অতএব তাহাকে ছেজদা করা উচিত।

বীর্য্যভক্ষণ।—বাউলেরা বলে, বিছমিল্লা বা "বীজমিল্লা" আল্লার প্রদত্ত বীর্য্য। যাহা সমস্ত সৃষ্টির উপাদান ( জড় ) অবশ্য তাহ ভক্ষণীয়।

পরস্পর স্ত্রী ব্যবহার।—"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" অর্থে একে অন্যের ধনে অধিকারী হইতে পারে অতএব একে অপরের স্ত্রী-সম্ভোগ করিয়া হিংসা দূর করে।

পরস্পর খোদা।—"কুলুবুল মোমিনীনা আরশোল্লাহে তাআলা" অর্থে মোমেনের দেল খোদার সিংহাসন বা বসিবার স্থান। পবিত্র আয়েত "নাফাখ্‌তো ফিহে মেররুহি" অর্থে আল্লা বলিয়াছেন আমি আদমের ( আঃ ) ভিতরে

বংশই খোদা মাত্র। আরও ফেরেশ্‌তাগণ আদমকে ছেজ্‌দা করিয়াছে সেজন্য ও আদম খোদা—তাই মানুষকে ছেজ্‌দা করিয়া থাকি।

"ফানাফিশ্বেখ্" অর্থে গুরু খোদাতে লীন হইয়াছে। অতএব গুরু ও খোদা। তাই গুরুকে ছেজ্‌দা করি। স্ত্রী-পুত্রকে তাহার পদে সমর্পণ করিয়া থাকি। তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, তাহার কার্য্যে বাধা দেওয়া মহা পাপ। মাতা পুত্রে কোন পাপ নাই। ব্যাভিচারে কোন পাপ নাই।

জবেহ করিয়া না খাওয়া।—'যাহা স্বাভাবিক মৃত অর্থাৎ খোদা যে পশুকে মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহা ভক্ষণ না করিয়া নিজ হস্তে প্রাণ বধ বা জবেহ করিয়া হিংসা করা অন্যায়।

তৈল সেবা ও ধন সেবা। শিষ্য গুরুজীকে কতদূর ভক্তি ও আত্ম সমর্পণ করে, তাহার নিদর্শন স্বরূপ স্বীয় স্ত্রীর দ্বারা নির্জ্জন স্থানে গুরু-অঙ্গে তৈল মর্দ্দন ইত্যাদি করিতে হয়।

কোরবাণী না করা। মোহাম্মদ রছুল ( দঃ ) হইতে কোরবাণীর প্রথা হয় নাই; এব্রাহিম পয়গম্বর ( আঃ ) হইতে কোরবাণী প্রচলিত হইয়াছে, অতএব মোছলমানের কোরবাণীর আবশ্যক নাই। ইহাও জীব-হিংসা মাত্র।

আলেম না হওয়া বা তাহাদের কথা না শুনা। শয়তান বড় আলেম ছিল। সেই হেতুই সে শয়তান হইয়া গিয়াছে।

তাই আমরা আলেম হইতে বা আলেমগণের কথা শুনিতে চাই না।

শরীয়ত মত না চলা। আসলজিনিব বা মজ্জা মারফৎ শরীয়ত হাড় বা ছাল মাত্র, উহা লইয়া আমরা কি করিব? তাই মানি না।

ত্রিশ-পারা কোরআনকে না মানা। বাউল বলে, কোরআণের প্রথমেই লিখিত আছে "জালে-কাল-কেতাব," অর্থে এই কোরআণ জাল (নকল) আমরা বাতেনী যে দশ পারা কোরআন পাইয়াছি তাহা ছিনায় ছিনায় চলিয়া আসিতেছে। অতএব ত্রিশ পারা জাহেরা নকল কোরআনকে মানিতে পারি না।

হজ্জ না করা বা কাবা গৃহকে না মানা।—হজ্জ মানুষের ভিতরে রহিয়াছে। মক্কায় হজ্জ করিবার আবশ্যক নাই। মক্কাগৃহ মানুষেই (এব্রাহিম পয়গম্বর দঃ) গড়িয়াছে। খোদার নির্ম্মিত ঘর মানব-দেহ। তাই মানুষকে ছাড়িয়া কাবা গৃহের জেয়ারত (সম্মান) করিবার প্রয়োজন নাই।

বাউল তাহাদের ভাষায় বলে—ক্লীং কৃষ্ণ হ্রীং রাধা। অর্থাৎ পুরুষের পুরুষাঙ্গ হইতে নির্গত প্রস্রাব, বীর্য্যাদি ভক্ষণ দ্বারা কৃষ্ণ সাধন ও স্ত্রী যোনী হইতে বহির্গত রজঃ (হায়েজ) ইত্যাদি পান করতঃ রাধা সাধন করিতে হয়। তাই আমরা উক্ত প্রকারে কৃষ্ণ-রাধা সাধন করিয়া থাকি।

তাহারা বলে, গাছ রোপণ করিয়া ফল [illegible]ইতে হয় —

অর্থে কন্যা, ভাতিজী, নাতিনী ইত্যাদিকে নিজ স্ত্রীর মত ব্যবহার করিতে দোষ নাই।

ন দেখা অবস্থায় সকলি একাকার।—অর্থাৎ গৃহের বাতি নিভাইয়া দিলে, অন্ধকার গৃহে মা, ভগ্নী, দাদী, নানী, কন্যা, নাতনীর বিচার নাই—একাকার। কারণ স্ত্রীলোক মাত্রেরই অধঃদেশের সহিত সম্বন্ধ নাই।

বাউল বলে,—এক কুঁণ্ডার জল সকলেই পান করিতে পারে। এইরূপ একজন স্ত্রীকে সকলেই ব্যবহার কবিতে পারে। তাহাতে কোন দোষ নাই। কারণ স্ত্রীজাতি গঙ্গাস্বরূপা। তাহারা আরও বলে—বিবাহ বন্ধনরে আবশ্যকতা নাই।

বাউল ফকিরগণ বিপদ-গ্রস্থ হইলে মঙ্গল কামনার জন্য—"মা খাকি, বাবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, মা ভগবতী, মা, কালী, মা বরকত, বাবা পয়গম্বর কৃপা কর" বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

বাউলদিগের এইরূপ কুৎসিত জঘন্য আচরণ আরও বহুল পরিমাণে আছে। এস্থানে মোটামুটি কয়েকটী মাত্র উল্লেখিত হইল।

আজকাল এই বাউল মত ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেরূপ দ্রুতগতিতে বিশেষতঃ বঙ্গের নানাস্থানে যথা:—নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, মুর্শিদাবাদ, পাবনা দিনাজপুর, রংপুর, কুচবিহার, আসাম প্রভৃতি জেলা সমূহে

মোছলমানের মধ্যে দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে মোছলেম সমাজে যে বিষময় ফল ফলিবে—তাহা ভাবিয়া দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত ও প্রাণ আকুলিত হইয়া উঠে।

পবিত্র শরীয়তের আদেশ অনুসারে ইহাদের প্রতি কি হুকুম ও মোছলমান সমাজ ইহাদের সহিত কিরূপ ভাবে চলিবেন তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে মরজী হয়। আরজ ইতি—

## প্রশ্নকর্ত্তাগণের নাম ;—

### নদীয়া, মীরপুর পোঃ ;—(১)

মৌলবী আনীছর রহমান হেড মৌলবী বহুলবাড়ী এছলামীয়া মাদ্রাছা (২) মোহাম্মদ মোবারেক হোছেন, জুট মার্চ্চেণ্ট, ভেড়ামারা, (৩) কাজী মোফাজ্জেল হোছেন, সেকেণ্ড মৌলভী, বহুলবাড়ী জুঃ মাদ্রাছা (৪) খবিরুদ্দীন আহ্মদ, মির্জ্জানগর (৫) মুনসী রমজান আলী, মির্জ্জানগর (৬) খোন্দকার আবদুল হামিদ, মির্জ্জানগর (৭) এম, মোহাম্মদ আলাউদ্দীন (আই, এ), ছত্রগাছি (৮) মৌং মোঃ শমছোজ্জোহা বি, এ, মির্জ্জানগর (৯) রজব আলী মোল্লা, মির্জ্জানগর (১০) ছৈয়দ আলী মিঞা, (১১)

আব্দুল করিম মিঞা (১২) নিয়ামত উল্লা বিশ্বাস সাকিনানে গোদাগাড়ী মির্জ্জানগর (১৩) মোঃ মহীউদ্দীন, সাহেব নগর (১৪) মোঃ রজব আলী বিশ্বাস, সাহেব নগর (১৫) গোলাম হোছেন বিশ্বাস ঐ (১৬) মোঃ আবদুল গণি খাঁ, ঐ (১৭) পাঞ্জু রহমান প্রামাণিক ঐ (১৮) মোঃ চইনুদ্দীন বিশ্বাস, লক্ষীকুণ্ডাগাড়া থানা (১৯) মোঃ আবদুল মজিদ মোল্লা, চাড়ুলিয়া। **চণ্ডিপুর পোঃ**;—(২০) ছেফাতুল্লা মোল্লা, খাদিমপুর (২১) দবিরুদ্দীন মণ্ডল, নওদা বহুলবাড়িয়া (২২) মোঃ তফজ্জুল হোছেন ঐ, (২৩) চিথলিয়া;—মোঃ হোছেন আলী (২৪) ফরমান আলী মণ্ডল, হরিণগাছি (২৫) দৌলতপুর,—মির বেলায়েত হোছেন, সোল্লুয়া (২৬) ভেড়ামারা;—বেলায়েত হোছেন মণ্ডল (২৭) আবদুল জব্বার মণ্ডল (২৮) মহব্বত আলী মিঞা, নরখাড়া (২৯) মোজহার আলী জোয়াদ্দার, চণ্ডিপুর (৩০) পোঃ, আমলা সদরপুর;—মোহাম্মদ মোরশেদ আলী বিশ্বাস, নওয়াদা আজমপুর (৩১) ছরাত আলী খালিতা, ঐ (৩২) আজিজউদ্দীন বিশ্বাস ঐ (৩৩) মোহাম্মদ নমাজ আলী খালিতা (৩৪) আইলহাম লক্ষীপুর, মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস, তালুককররা।

## পাবনা,—

[illegible] হোছেন, হেড মৌলবী

পাক্‌শি হাই [৩৬] পাবনা জজ আদালত ;—শেখ ওছমান গনি, আরিফপুর [৩৭] ময়েজউদ্দীন মিঞা, জজকোর্ট [৩৮] নূর মোহাম্মদ খাঁ, জোড় বাঙ্গলা [৩৯] এমামউদ্দীন মিঞা, দীলালপুর [৪০] মোঃ আবদুল লতিফ, বীমাঘাটা [৪১] মোহাম্মদ আবদুস্ ছমদ প্রামাণিক, কৃষ্ণপুর [৪২] আক্কেলউদ্দীন বিশ্বাস, নঙ্গিপুর।

## যশোহর ;—

পোড়াহাটী পোঃ ;—[৪৩] মুন্সী রহিম বখ্‌শ্ তালতলা হরিপুর [৪৪] মোহাম্মদ এছমাইল ঐ [৪৫] আকবর হোছেন বিশ্বাস ঐ [৪৬] হাফেজ মোহাম্মদ হারুণ, মহিষাডাঙ্গা [৪৭] মুন্সী মোহাম্মদ আলী, কলামন খালী [৪৮] আবদুল লতিফ বিশ্বাস, তালতলা হরিপুর [৪৯] খোরশেদ আলী বিশ্বাস, বাকুয়া [৫০] মহর আলী বিশ্বাস ঐ [৫১] মোঃ বজলুর রহমান ঐ [৫২] মোঃ জালালুদ্দীন বিশ্বাস, নিজপুটিয়া [৫৩] লুৎফর রহমান, তালতলা হরিপুর [৫৪] মুন্সী মোহাম্মদ খয়রউদ্দীন, দোগাছি [৫৫] হরিশঙ্কর ;—এম, মোহাম্মদ জোনাব আলী বি, এ, হুদাপুটীয়া [৫৬] নলডাঙ্গা পোঃ ; আলাইপুর,— আকিলুদ্দীন বিশ্বাস, [৫৭] জোনাব আলী বিশ্বাস ঐ [৫৮] মোহাম্মদ হোছেন বিশ্বাস ঐ [৫৯] মোবারক আলী বিশ্বাস [৬০] মহামায়া পোঃ, কলসহাটী :—

কফিলুদ্দীন শিকদার [৬১] মোঃ খেলাফৎ হোছেন মল্লিক ঐ [৬২] মোহাং ছইতুর রহমান ঐ [৬৩] ছুফি বদরউদ্দীন আহ্‌মদ। বাগডাঙ্গা পোঃ; খড়িখালী [৬৪] মোঃ কোবদ্দীন চাঁদপুর। পোঃ নগর পাথান [৬৫] মোঃ আজিজুদ্দীন, মনোহরপুর। পোঃ বেথুলী [৬৬] মীর মোহাম্মদ কাছেম আলী ঐ [৬৭] মোঃ মোজহার মোল্লা, গোয়াল পাড়া পুটিয়া, হরিশঙ্করপুর। [৬৮] মোল্লা মোঃ দেছারতুল্লা, জালাপোল, টাকড়িয়া [৬৯] পণ্ডিত কছিমুদ্দীন আহমদ, সংগ্রামপুর, মগরাহাট [৭০] মোঃ আবদুল হাকিম মোল্লা, গোয়াল পাড়া পুটিয়া, হরিশঙ্করপুর।

## রংপুর, পোঃ সৈয়দপুর ;—

[৭১] শাশকান্দর ;—ছাদুড়া মোহাম্মদ শাহ্ [৭২] কিনা মোহাম্মদ শাহ্ [৭৩] বরাতুল্লাহ্ শাহ্ [৭৪] বলে মোহাম্মদ শাহ্ [৭৫] জেয়মতুল্লাহ্ সরকার [৭৬] মুন্সী তোজম্মল হোছেন [৭৭] চেতনা মোহাম্মদ শাহ্ [৭৮] আনরউল্লা শাহ্ [৭৯] বাহারুদ্দীন প্রামাণিক [৮০] মুন্সী নেছেরু মোহাম্মদ [৮১] মজরউদ্দীন আহ্‌মদ [৮২] ধাড়া মোহাম্মদ বসুনিয়া [৮৩] নেহমু মোহাম্মদ বসুনিয়া [৮৪] গরিবুল্লা পণ্ডিত ও শাশকান্দর গ্রামের মোছলমান বৃন্দ। [৮৫] ফতেহ্ জয়পুর ;—হাজী মনিরুদ্দীন চৌং ও অন্যান্য মোছলমানবৃন্দ [৮৬] বাঙ্গালীপুর ;—মজ্‌হরুল্লা

মণ্ডল [৮৭] জমিদার হাজী মোহাম্মদ এনায়তুল্লাহ্ চৌধুরী [৮৮] জোতদার ছাহেবান—পানাউল্লাহ্ প্রামাণিক [৮৯] চয়ণউল্লা প্রামাণিক [৯০] হাজী দরিবুল্লা মণ্ডল [৯১] হাজী মীরবখশ্ মণ্ডল [৯২] নিয়ামতুল্লা সরদার [৯৩] আফানউদ্দীন মণ্ডল [৯৪] কুমিরউদ্দীন মণ্ডল [৯৫] চেতনা মোহাম্মদ সরকার [৯৬] মোছেতুল্লাহ্ সরকার [৯৭] রাহরু মোহাম্মদ সরদার [৯৮] শয়েনুল্লা প্রামাণিক [৯৯] মুন্সী শহরউল্লা প্রভৃতি বাঙ্গালীপুরের মোছলমানবৃন্দ। সৈয়দপুর ;—[১০০] কাজেতুল্লা কাজী [১০১] আছানউদ্দীন প্রামাণিক ও সৈয়দপূরের মোছলমানবৃন্দ [১০২] ইমানউল্লা সরকার [১০৩] করমতুল্লা সরকার ও নিয়ামতপুর গ্রামের মোছলমানবৃন্দ [১০৪] কাজেতুল্লা প্রামাণিক [১০৫] শাহির মণ্ডল ও বেলাইচণ্ডি গ্রামের মোছলমানবৃন্দ [১০৬] গোলামউল্লা শাহ্ ফকির [১০৭] হাজী জামালউদ্দীন ও বোতলাগাড়ীর মোছলমান বৃন্দ [১০৮] হাজী আবদুর রহমান খাঁ [১০৯] জহুর মোহাম্মদ প্রামাণিক ও লক্ষণপুরের মোছলমানবৃন্দ [১১০] নেহস্থ মোহাম্মদ সরকার [১১১] নিয়ামতুল্লা সরকার ও ব্রহ্মত্তর গ্রামের মোছলমানবৃন্দ [১১২] বদরউদ্দীন প্রামাণিক ও সোনাপুকুর গ্রামের মোছলমানবৃন্দ [১১৩] জোতদার ;—মুন্সী আজিমুল্লা [১১৪] ছোলায়মান

মোহাম্মদ এবং ধলগাছ গ্রামের মোছলমানবৃন্দ [১১৭] কুদ্রেতুল্লা সরকার জোতদার ও কামারপুকুরের মোছলমান বৃন্দ [১১৮] হাজী পাগলান মোহাম্মদ জোতদার ও কুন্দল গ্রামের মোছলমানবৃন্দ।

## নদীয়া, আলমডাঙ্গা পোঃ—

১১৯। মীর মফজ্জল আলী, মুন্ডাইল, ১২৫। শেখ আছাদ আলী ১২১। আজহার মোল্লা, মালিহাদ ১২২। আব্বাছ রাজ সাং ঐ ১২৩। ইয়াদ আলী মোল্লা সাং ঐ ১২৪। আব্বাছ আলী বিশ্বাস ঐ ১২৫। এছমাইল খাঁ, পাগলা ১২৬। ওছমান আলী বিশ্বাস, কামানপুর। ভোলাডাঙ্গা পোঃ, —১২৭। এম্ নুরুদ্দীন আহ্মদ, ঝুটিয়াডাঙ্গা ১২৮। মোহাম্মদ এরশাদ আলী, ঐ। **চুয়াডাঙ্গা**;—১৩০। মোহামদ মজহার আলী হেড মৌলভী হাই স্কুল, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার ও কাজী ১৩১। মোহাম্মদ আলী, জমিদার ও মার্চ্চেন্ট ১৩২। রজব আলী বিশ্বাস, হাগরা হাটী ১৩৩। বরিয়ল মল্লিক, ১৩৪। আদ মালিতা, দেয়ার পুর ১৩৫। ইউছফ আলী বিশ্বাস, উথালি ১৩৬। গোলাম রব্বাণি, দৌলত দেয়াড় ১৩৭। তাজদ্দীন ঐ মণ্ডল ঐ ১৩৮। আবদুল কাদের সর্দ্দার ঐ ১৩৯। আতাওর রহমান ঐ ১৪০। ভিকু মোহাম্মদ মোল্লা ঐ ১৪১। মোহাম্মদ চাঁদ মণ্ডল ঐ ১৪২। মোহাম্মদ নয়ান মণ্ডল ঐ ১৪৩। মোহাম্মদ রশিদুমজ্জান ১৪৪। ছাজেত

আলী জমিদার ১৪৫। আমির উদ্দীন ১৪৬। জোবেদ আলী জোয়াদ্দার ১৪৭। এবাদ আলী জোয়াদ্দার (জমিদার ও মার্চেন্ট)। **আব্দুল বাড়িয়া** ;—১৪৮। আব্দুল আহাদ বিশ্বাস, পাঁক। **মুন্সীগঞ্জ**—১৪৯। ছদরউদ্দীন, কৃষ্ণপুর। **নাইকহ**—১৫০। মোহাম্মদ রমজান আলী, ছুটীপুর ১৫১। জোকিমদ্দীন আহ্‌মদ, পোতার পাড় ১৫২। এজাহার আলী বিশ্বাস, পীরপুর, পোঃ দামুর হুদা ১৫৩। মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, গ্রামকুমারী ১৫৪। মোহাম্মদ এরশাদ আলী ঐ। **আমলা সদর পুর** :—১৫৫। তমিজদ্দীন আহমদ (অবসর প্রাপ্ত পুলিশ সাবইনস্পেক্টর) আবুরি, ১৫৬। চৌধুরী আহ্‌মদ হোছেন (পেন্‌শন প্রাপ্ত—জজকোর্ট) ঐ ১৫৭। চৌধুরী আবদুর রব হোসেন, মতওয়াল্লী ও জমিদার ঐ ১৫৮। সেখ তৈয়ব উদ্দীন, পোড়াদহ, ১৫৯। কফিলদ্দীন মুনশী, চর সরকার পাড়া পোঃ খাস মথুরা পুর ১৬০। খলিফা রফিক উদ্দীন আহ্‌মদ নায়েব জমিদার ষ্টেট, পাগলা কাটা পোঃ **বরিশাল** ১৬১। মুনশী তোফেল উদ্দীন মোল্লা, মোহরের মুনসেফ কোর্ট, কুষ্টিয়া ১৬২। মোহাম্মদ ইদ্রিছ আল-কোরায়শী, আটগ্রাম, পোড়াদহ। **হালসা** ;—১৬৩ শেখ অশরফ আলী হালসা আড়ং ১৬৪। মোহাম্মদ আলী বিশ্বাস, পুটীমারী ১৬৫। ফর্জ্জন আলী

আলী প্রোঃ স্বদেশীষ্টোর্স, কুষ্টিয়া ১৬৮। ছিদ্দিক আলী খাঁ মিউনিসিপ্যাল টেক্স কলেক্টর, ১৬৯। মোহাম্মদ জহিরুহল হক, দৌলত খারী, দৌলত পুর ১৭০। মঈনুদ্দীন আহ্মদ কোর্শা পোঃ হালসা ১৭১ ফকির মোহাম্মদ কারিকর, এমাম মছজেদ ঐ। **পাবনা**:—১৭২। এছকান্দর আলী চৌং মধুপুর পোঃ পাবনা রঘুনাথ পুর।

**মোরসেদাবাদ**:—১৭৩। মুন্‌শী আব্দল কাদের, শিক্ষক মধ্যচর প্রাঃ স্কুল, পোঃ জলঙ্গি ১৭৪। মুনশী আকরম আলী বড়ইতলা মক্তব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ঐ।

---

পবিত্র কোরআণ, হাদিছ, তফ্ছির, ও ফেকাহর কেতাবের হাওয়ালা দিয়া ও উদ্ধৃত করিয়া, অর্থ ও ভাবার্থ সংক্ষেপে সরল বঙ্গানুবাদ দ্বারা নিম্নে কতকগুলি দফায় ছওয়ালকারী-গণের অনুরোধক্রমে বাউলগণের দাবী ও কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে শরআর আদেশ ও তদ্সম্বন্ধে মোছলমানগণের কর্ত্তব্য বর্ণিত হইল।

কোন মোছলমান পবিত্র এছলাম পরিত্যাগ করিলে (অর্থাৎ এছলাম হইতে বিমুখ হইলে) পবিত্র শরীয়তে তাহাকে "মোরতেদ, কাফের" বলে। অতএব বাউল বা ন্যাড়া ফকিরগণের আকিদা, বিশ্বাস, উক্তি ও কার্য্য-কলা

হইয়াছে যে, তাহারা পবিত্র এছলামকে ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তাহারা মোরতেদ কাফের।

দুর্‌রা তওবা, বহর ও ফৎওয়া আলমগীরি, শাম প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে ;—

قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا
باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله –
من اعتقد الحرام حلالا او على القلب يكفر
و يكفر بانكار اصل الوتر و الاضحية و باستحلال
وطء الحائض و غيره و يكفر اذا انكر آية من القران
او سخر باية و يكفر استحلال المعصية صغيرة او
كبيرة اذ ثبت كونها بدليل قطعي و استهانتها
كفر و الاستهزاء على الشريعة كفر لان ذلك
امارة التكذيب اگر گويد نماز را بطاق نهادم و
شريعت را چه كنم يكفر فان طولب فلم يقربه
اى كفه عن الاقرار كفر عنده – رجل عرض عليه
خصمه فتوى الائمة فردها و قال چه بار نامه
فتوى آوردة قيل يكفر لانه رد حكم الشرع ولو لم
يقل شيأ لكن القى الفتوى على الارض و
قال اين چه شرع ست كفر . رجل استفتى
عالما في طلاق امراته فافتاه على الوقوع فقال
المستفتي من طلاق ملاق چه دانم مرادر بچگان

باید که بخانهٔ من باید برد فکفر من بغض عالما
من غیر سبب ظاهر خیف علیه الکفر - و اذا
شتم عالما او فقیها من غیر سبب و کسیکه
اهانت دین و علماء نماید. بجهت آنکه این
علم و علما موجب اختیار باطل و اهانت حق
اند این علم برای محض حق تلغی موضوع
ست پس آن کافر ست - و من اطلق لسانه
فی العلماء ابتلاه الله فی موته مرض القلب
ان الکافرون ینکرون کونها نزل الاملئکة من السماء
او کثیرا مما علم بالضرورة مجئ الانبیاء وحشر
الاجساد والجنة والنار - الحاصل انهم ثبتوالرسول
لکن لا علی وجه الذی یشتبه اهل الاسلام -

খোদা বলিয়াছেন—যাহারা আল্লাহ্ ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং আল্লাহ্ ও রছুলের (দঃ) হারামকে হারাম জানে না, তাহাদের সহিত তোমরা যুদ্ধ কর। আর যাহারা হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম জ্ঞান করে ও বেত্রের দলিল ও কোর-বাণীকে ও ত্রিশপারা কোরআণ শরিফকে ও কোরআণের কোন একটী আয়েতকে ও পবিত্র শরীয়াতের কোন একটী হুকুমকে অমান্য, ঠাট্টা, হেকারত্ করে এবং যদি বলে, আমার

আলেম ও এলেম, ফৎওয়া ও ছগিরা কবিরা গোণাহ্‌কে তুচ্ছ বলিয়া জানে, হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী-সহবাসকে হালাল বলিয়া জানে, কোন আলেমের ফৎওয়াকে অমান্য করিয়া ফেলিয়া দেয়, আলেমকে বিনা কারণে গালি দেয় ও তাহার সহিত শত্রুতা রাখে, ফেরেশ্‌তা, কেয়ামত, বেহেশ্‌ত দোজখ্ ও পয়গম্বরকে (দঃ) ও তাঁহাদের খোদার নিকট হইতে আনীত বস্তুকে অবিশ্বাস করে এবং যদিও বা বিশ্বাস করে তাহা মোছলমানগণের অনুরূপ নহে।

এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে প্রশ্নের বর্ণিত মত আচরণকারী বাউলগণ মোরতেদ, কাফের।

হেদায়া, রদ্দে মোখতার, আলমগিরী, ফতহল কদির কেতাবে লিখিত আছে ;—

يحبس ثلثه ايام فان اسلم و الا قتل و في الجامع الصغير المرتد يعرض عليه الاسلام حوا كان اوعبدا فان ابا قتل - وكذ اقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولا كدا كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل الحال من غير ستمهل - ولكن تحبس حتى اتسلم لا تها امتنعت عن ايغاء حق الله تعلى بعد الا قرار تجبر على ايغائه بالحبس كما في حقوق العباد واما مرتدة فلا تقتل ولكن تحبس ابدا حتى تسلم او تموت و لو قتلها تاتل لاشيء عليه و يروى عن ابى حنيفة رض انها تضرب في

كل ايام و قدرها بعضهم بثلثة و عن الحسن رض تقرب
كل يوم تسعة و ثلثون سوطا الى ان تموت او تسلم *

অর্থাৎ কোন মোছলমান যদি মোরতেদ হয় তবে পুরুষ হইলে তাহাকে তিন দিন পর্য্যন্ত কয়েদ রাখিয়া পুনরায় মোছলমান করিবার চেষ্টা করা সত্বেও যদি সে এছলাম গ্রহণ না করে তাহা হইলে অনতিবিলম্বে শরীয়ত তাহার প্রতি প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। হজরত রছুল (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন দীনকে অর্থাৎ (এছলামকে) পরিত্যাগ করে, তোমরা তাহার প্রাণদণ্ড কর। কারণ সে কাফের এছলামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। আর যদি স্ত্রীলোক হয়, এছলাম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তাহাকে কারাবদ্ধ রাখিতে শরীয়ত আদেশ করিতেছে। বান্দার হক বা দাবীকে আদায় করিবার যেমন চেষ্টা করিতে হয়, তেমনি খোদাতালার হক বা দাবীকে আদায় করিবার জন্য চেষ্টা করা দরকার। যাহারা এছলাম স্বীকার করিয়া, ত্যাগ করতঃ খোদাতালার এবাদতের হককে আদায় করিতে বিরত হইয়াছে, তজ্জন্য পবিত্র শরীয়ত তাহার প্রতি এরূপ শাস্তির বিধান করিয়াছেন। হজরত আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, এছলাম ত্যাগি স্ত্রীলোককে প্রত্যেক দিন মারিতে হইবে। কেহ কেহ দৈনিক তিন কোড়া মারিতে বলিয়াছেন। আর হজরত হাছান (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যহ ৩৯ কোড়া এছলাম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত মারিতে হইবে। এইরূপ

ব্যবস্থা পবিত্র শরীয়তে কেবল মোছলমান বাদসাহ বা কাজিকেই করিতে আদেশ দিয়াছেন। অতএব বাউল বা ন্যাড়া ফকিরগণ যাহারা পবিত্র এছলামকে ত্যাগ করতঃ মোরতেদ্ কাফের হইয়াছে, তাহারা মোছলমান বাদশাহ বা কাজীর অধীনে থাকিলে তাহাদিগকে উপরোক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। অ-মোছলমান রাজ্যে পবিত্র শরীয়তের এই বিধানগুলি কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব।

শামী, বাহারোর্ রায়েক প্রভৃতি কেতাবে লিখিত আছে ;—

من ارتدا اخدهما فسخ فی الحال ۔ انه له
موجبة اخر فسخ النكاح رحبط العمل و غير ذالك
ان ما يكرن كفرا اتفاقيا يبطل العمل والنكاح و
اولاده اولاد الزنا و كذا فی فصول العمادي لكن
ذكر في نور العين و تجديد بينما النكاح ان
رضية زوجة و الا فلا تجبر و مولود بينهما قبل
تجديد بالوطء بعدالردة يثبت نسبه لكن يكون زنا

"কোন মোছলমান মোরতেদ (অর্থাৎ উপরোক্ত মতের বাউল ন্যাড়ার ফকির) হইলে তাহার স্ত্রী তালাক হইবে অর্থাৎ বিবাহ ছিন্ন হইবেক ও তাহার জীবনের সঞ্চিত যাবতীয় নেকি (পুণ্য) বরবাদ হইয়া সে চির দোজখী হইবে। তিন মাস দশ দিন এদ্দতের পর—তাহার সেই মোছলমান স্ত্রী নিজ ইচ্ছায় অপরের সহিত নেকাহ্ করিতে পারিবে।

মোরতেদ ( বাউল ) অবস্থায় সে উক্ত স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে উহা জেনা হইবে ও তাহাতে সন্তান জন্মিলে হারাম-জাদা হইবে। পুনরায় ঐ ব্যক্তি এছলাম গ্রহণ করিলে তাহার পূর্ব্ব স্ত্রী যদি নিজ ইচ্ছায় পুনরায় তাহার সহিত নেকাহ্ করিতে চাহে তাহা হইলে নেকাহ করিতে পারিবে নচেৎ তাহাকে জোর করিয়া নেকাহ্ করিতে পারিবেনা। সুতরাং এ স্থানে যে মোছলমান উপরোক্ত প্রকার আচরণকারী বাউলের সহিত কন্যা, ভগ্নী, নাতনী, ভাতিজী ইত্যাদির বিবাহ দিয়া থাকে, তাহারা কি ভাবিয়া দেখিবে যে নিজ ধর্ম্ম ও কন্যাগণের ধর্ম্ম ও জীবনকে কিরূপ জাহান্নামের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে ?

পবিত্র কোরআনের ছুরা বকর, কছছ, মোমতেহেনা, নেছা, ও ছেহা ছেত্তা, হেদায়া, শরেহ বেকায়া, আলমগীরি, শামী, প্রভৃতিতে আছে ;—

قوله تعالى تعا و نوا على البر والتقوى ولا تعاونو و على الاثم و العدوان- يا ايهـــا النبي جا هد الكفـــار و المنا فقين و اغلظ عليهم - فلا تكونن ظهيرا لا كافرين- قال صلى الله عليه وسلـم من راى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ذلك اضعف الايمان - من و قار صاحب بدعة ففد

فعليه لعنة الله و الملئكة والناس اجمعين لايقبل الله منه شر فا و عن لارواه طبراني عن ابن عباس رض - لا يجوز الاستيجار على الغناء والنوح وكذاسائر الملاهي الا الاستعانة على المعصية حرام - لاتحل منا كحاتهم و بائحهم - و قال الله تعلى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلونكم فى الدين ان تبرو هم و تقسطو اليهم ان الله يحب المقسطين * انما ينهكم الله عن الذين قاتلو في الدين و اخرجوا كم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاولئك هم الظلمون •

খোদাতাআলা পবিত্র কোরআণে বলিয়াছেন "নেক কার্য্যে সাহায্য কর, বদ কার্য্যে করিওনা।"

"হে মোমেনগণ! যে জাতির প্রতি খোদা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিওনা।"

"হে মোমেনগণ! আমার ও তোমার শত্রু (যাহারা কোরআন ও এছলামকে অমান্য করিয়াছে) তাহাদের সহিত কোন প্রকার বন্ধুত্ব স্থাপন করিও না।"

("গান, বাদ্য, তামাসা প্রভৃতি কার্য্যে—যে কোন প্রকারের সাহায্য করা জায়েজ নহে—উহা হারাম।")

"হে নবি! জেহাদ কর কাফের ও মোনাফেকদিগের সহিত এবং তাহাদের সহিত কঠিন ব্যবহার কর। কাফেরের সাহায্য করিওনা।"

হজরত রছুল (দঃ) শক্তি অনুসারে বদ কার্য্যকে দূর করিতে আদেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বদ কার্য্য করে, তাহার যে সহায়তা করে সে এছলামের ধ্বংস কারক। পবিত্র শরীয়ত যাহা করিতে আদেশ করে নাই যে ব্যক্তি তাহা করে বা যে তাহার সহায়তা করে, তাহার প্রতি আল্লাহ্ ও ফেরেশ্তা ও সকল মোছলমানের অভিসম্পাত পতিত হয় ও তাহার ফরজ ও নফল কোনই এবাদাত কবুল হয় না।

"যে কাফের দল তোমার দীনের শত্রুতা করে, তাহাদের সহিত যাহারা বন্ধুত্ব করিবে তাহারা অত্যাচারী (জালেম)।"

"যে বিধর্ম্মী দল তোমার দীনের শত্রুতা করে না, তাহাদিগকে তোমরা সাহায্য করিতে পার।"

মোরতেদ কাফের গণের সহিত নেকাহ, বিবাহ ও তাহাদের জবেহ্ করা খাওয়া, তাহাদের শবদেহ (মৃতদেহ) মোছলমানের কবরস্থানে দফন করা জায়েজ নহে।"

সুতরাং এই উক্তিগুলিতে প্রমাণিত হইল যে উপরোক্ত প্রকার আচরণ কারী বাউলগণ মোরতেদ, কাফের ও খোদা রছুলের ও এছলামের শত্রু। যাহারা খমক, খঞ্জরী, জুড়ি বাজাইয়া দেহতত্ত্ব মারেফতি গান, গাঁজা, ভাঙ্গ ও মদের নেশায় বিভোর হয়, স্ত্রীলোকের প্রলোভন দেখাইয়া গান ও

ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং নানাপ্রকার রং, ঢং, ছলনা, প্রবঞ্চনা দ্বারা প্রকারান্তরে এছলামের সহিত শক্রতা করতঃ মূর্খমোছলমানকে কাফের বানাইতেছে, তাহাদিগকে ভিক্ষাদ্বারা সাহায্য করা ও তাহাদের সহিত সন্তুষ্ট চিত্তে, হাস্য মুখে বাক্যালাপ করা, নিজ বাড়ীতে আসিতে দেওয়া বা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেওয়া, আবাদ করিবার জন্য জমি আধি ( বর্গা ) দেওয়া ইত্যাদি যত প্রকারের সাহায্য হইতে পারে এবং তাহাদিগকে "মারফতী ফকির" "দরবেশ," "ওলি," "শাহ্" বলিয়া অভ্যর্থনা করা, কিম্বা তাহাদের নিকট হইতে দোওয়া, তাবিজ গ্রহণ করা ও তাহাদের বোজর্গি, কেরামতি আছে বলিয়া বিশ্বাস করা, তাহাদের নামে মান্নত করা, তাহাদিগকে সেবা দেওয়া বা জেয়াফতে নিমন্ত্রণ করা ও তাহাদের শাদী, বিবাহ প্রভৃতি যে কোন প্রকারের সামাজিকতা রক্ষা করা ও তাহাদের শব্দ ও গান, দেহতত্ব, মারফতী ভেদের কথা বলিয়া শুনা বা বিশ্বাস করা মোছলমানের প্রতি হারাম ! হারাম !! হারাম !!!

"যে অমোছলমান এছলামের ও কোরআনের শক্রতা করে না তাহাদিগকে সাহায্য করিতে কোরআণ আদেশ করিয়াছেন। অনেক শিথিলধর্ম্মি মোছলমান বলিয়া থাকেন, সকলি ত খোদার বান্দা—সকলকেই সমভাবে সাহায্য

সাহায্য না করার কারণ কি? তাহারা একটু মনোযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করিলে উপরোক্ত কোর্‌আণের আয়াত ও হাদিছ গুলির মর্ম্মানুসারে সাহায্যের শ্রেণী বিভাগ বুঝিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তির শত্রু থাকিলে সে আপন বৈরিকে সাহায্য করা দূরে থাকুক বরং তাহার বল ও শক্তি যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে কিন্তু এছলামের কোরআণের ও ধর্ম্মেরশত্রু দিগকে সাহায্য করা যে এছলামের, মূল উৎপাটনের সাহায্য করা হয়, তাহা কি তাহাদের বুঝা উচিত নহে? এরূপ উদারতা ও ছখিগিরীর চিহ্ন দেখান পাপী হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব উপরোক্ত জঘন্য আচরণ কারী বাউল-ন্যাড়া ফকিরগণ যে মোছলমান সমাজের নিকট হইতে কোন মতেই সাহায্য পাইবার হকদার নহে—তাহা বেশ প্রতীয়মান হইল।

**পবিত্র কোরআণ—ছুরা তওবা, ছুরা মোনাফেকুন—**

قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا انما المشركون
نجس الخ استغفر لهم اولا تستغفر لهم سبعين
مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفرو بالله و
رسوله و الله لا يهدي القوم الفاسقين -
ولا تصل على احد منهم مات ابدا

و رسولہ و ما تو وھم فاسقون ما کان
للنبی والذین آمنو ان یستغفرو للمشرکین
ولو کانو اولی قربی من بعد ماتبین لھم انھم ھم
اصحاب الجحیم و ما کان استغفار ابراھیم لابیہ الا
عن موعدۃ وعدھا ایاہ فما تبین لہ انہ عدو اللہ
تبر منہ ان ابراھیم لا واہ حلیم - ان الذین کفرو
ما تو وھم کفار اولئک علیھم لعنۃ اللہ و الملئکۃ
و الناس اجمعین - سواء علیھم استغفرت
لھم ام لم تستغفر لھم لن یغفر اللہ لھم

খোদাতাআলা বলিয়াছেন—"হে মোমেনগণ, মোশারেক গণ নাপাক। হে নবি! তুমি যদি তাহাদের (কাফেরদের) জন্ম ৭০ (অসংখ্য) বার ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহাতে ও আমি তাহাদিগকে মাফ করিব না। কোন কাফের মরিয়া গেলে তাহার লাশের উপর জানাজা করিওনা এবং তাহার কবরের উপর দাঁড়াইওনা (দোওয়া করিওনা) তুমি কাফেরদিগের জন্ম ক্ষমা চাহ বা না চাহ নিশ্চয়ই খোদাতায়ালা তাহা দিগকে মাফ করিবেন না। কারণ তাহারা খোদা ও রছুলকে (দঃ) অগ্রাহ্য (ঘৃণা, এনকার) করিয়াছে, তাহারা বদ লোক।"

"পয়গম্বর (দঃ) ও মোছলমানগণ মোশরেকগণের

তাহাদের আত্মীয় হয়। হজরত এবরাহিম (আঃ) তদীয় কাফের পিতার জন্ত (করারে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া) দোওয়া করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন প্রকাশ পাইল যে খোদার দুশ্‌মণ, তখন তিনি তাহার প্রতি বেজার (বিমুখ) হইলেন। কাফেরগণ মরিয়া গেলে, তাহাদের প্রতি খোদার ফেরেশ্‌তা ও মানুষের লানত (অভিসম্পাত) হইয়া থাকে।

এই উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যে বাউলগণ মোরতেদ, কাফের তাহারা মরিয়া গেলে, তাহাদের মৃত দেহের উপরে জানাজা পড়া, মোছলমানের মত গোছল, কাফন (সমাহিত) করা ও তাহার রুহে ছওয়াব পৌঁছাইবার জন্ত দোওয়া, দরুদ, কলমা-খানি, কোরআণ শরিফ, মৌলুদ শরিফ ও তছবিহ পড়া, গোর জেয়ারত ও রুহ্‌ সাক্ষাত করা, আমদারী, ফাতেহা খানি, ফকির বিদায় ও দান খয়রাৎ করা, হজ্জ বদলা দেওয়া, তাহাদের মৃত্যুতে মোছলমানের পক্ষে আত্মীয়তার খাতিরে হউক কিম্বা অর্থ লোভে হউক, সম্পূর্ণ হারাম! হারাম!! হারাম!!!

قال الله تعالى اذا جاء المنافقون قالو نشهد
انك لرسول الله و الله يعلم انك لرسوله و الله
يشهد ان المنافقين لكذبون • اتخذو ايمانهم
جنة فصدو عن سبيل الله انهم ساء ما كانو

يعلمـــون ذلک بانهم آمنوا ثم کفرو فطبع على
قلوبهم لا يفقهون- و اذ رآيتهم تعجبک اجسامهم
و ان يقول تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة
يحسبون كل صيحـــة عليهم هم عدو فاحذرهم
قاتلهم انى يؤفكون- لا يصير الكافر ببناء المسجد
مسلما ان بعض القبط فى الديار الرومية من
ظهور الا سلام رايتهم يصلون و يقيمون كصلوة
المخلصين و صيامهم ثم انهم يدخلون كناس
النصـــارى في مراسمهم فهم مرتدون بذالك
و لاتقم الصلواة على موتهم ان ماتو على تلك
الحالة لانه لاشك في تعظيمهـم الكنـائس و
موافقتهـــم النصارى في افعالهم في ايامهم
و ليالهم المعهودة فلا تتوقف في كفرهم و
اما تلفظهم بالشهـادة فهـو بحسب العـادة ولا
يغنى عنهم ذلك شيأ في اعتقـــادهم -

ছুরা মোনাফেকুন ও তফিছল মোন্‌কেরিণে আছে ;—

খোদাতাআলা বলিয়াছেন—"মোনাফেকগণ রছুল (আঃ) কে বলিত, নিশ্চয়ই আপনি খোদার রছুল, একথা তাহারা মন হইতে বলে নাই, খোদা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। কাফেরগণ মিথ্যার-চাল দ্বারা সত্যকে

হইয়াছিল ) এজন্য খোদাতাআলা তাহাদের দেলে ( অন্তরে ) মোহর ( ছাবযুক্ত ) করিয়াছিলেন, তাহারা সত্যকে বুঝিতে পারিতেছিল না”—ইত্যাদি—

“ভান করিয়া মছজেদ, রোজা, নামাজ ইত্যাদির দ্বারা কাফেরগণ মোছলমান হইতে পারে না। রুম দেশে কবতিগণ মোছলমানগণের মত নামাজ রোজা ও মছজেদ গঠন • করিয়া থাকে। আবার খৃষ্টানদের গির্জ্জাতে ও উপাসনা করে ও তাহাদের পর্ব্ব দিনে উৎসব করে। সে হেতু তাহারা মোছলমান নহে, তাহারা মোরতেদ। তাহারা ঐ অবস্থায় মরিয়া গেলে তাহাদের মৃত দেহের উপরে জানাজা নামাজ পড়া নিষেধ। খৃষ্টান গির্জ্জায় সম্মান ও তাহাদের কার্য্যের অনুকরণ করাতে ( তাহারা ) কব্তিগণ নিঃসন্দেহ কাফের। তাহারা যে কলেমা শাহাদাৎ পড়িয়া থাকে, “তাহা তাহাদের অভ্যাস, এরূপ কলেমা পড়ার জন্য তাহারা মোছলমান নহে”।

এতদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, উপরোক্ত বাউলগণও মোরতেদ, কাফের। তাহারা নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অথবা মোছলমান সমাজের শাসনে পড়িয়া বা কখন কখন মোছলমানগণকে ধোকা দিবার জন্য নামাজ, রোজা, কলেমা পাঠ করিয়া নকল মোছলমান সাজিলেও বা এইরূপ নকল মোছলমান সাজিয়া মছজেদ বানাইয়া ও মাঝে মাঝে

তাহারা কখনই মোছলমান বা মোছলমানের সমাজভুক্ত হইতে পারে না। এইরূপ দাগাবাজ লোক হজরত রছুল (দঃ) করিমের সময়েও বিস্তর ছিল।

পবিত্র কোরানের ছুরা লোকমান, আল-এমরান ও ছুরা কাছাছ এবং নেছাতে আছে ;—

قال الله تعالى لا تشرك بالله ان الشرك
لظلم عظيم - ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب
و الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى
من دون الله و لكن كونوا ربانيين بما كنتم
تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون ولا يأمركم
ان تتخذوا الملئكة والنبيين اربابا - ايأمركم
بالكفر بعد اذ انتم مسلمون -

لا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء
هالك الا وجهه له الحكم و اليه ترجعون - ان
الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر مادون ذلك
لمن يشاء و من يشرك بالله فقد افترى
اثما عظيما -

"খোদার শরীক করিও না। শেরেক সর্ব্বপ্রধান গোণাহ ( পাপ )। কোন পয়গম্বর, অলি, দরবেশ, ফেরেশ্‌তা, খোদা হইতে পারে না। খোদা প্রত্যেক বস্তুর সংহার কর্তা। সকল প্রকার গোনাহ

করিবেন, কিন্তু শেরেকের গোনাহ কখনই মাফ করিবেন না। যাহারা খোদার সঙ্গে শরিক করে তাহারা ভয়ানক মিথ্যাবাদী। খোদাতাআলার সহিত শরীকি দাবী করিয়া নমরুদ, সাদ্দাদ, ফেরাউন প্রভৃতি কাফেরগণ মহা সাম্রট হইলেও চির দোজখী হইয়া গিয়াছে। তবে উপরোক্ত বাউল-গণ কোন্ সাহসে নিজকে ও তাহাদের গুরুকে খোদা বলিয়া মানে?

"এই উক্তিতে প্রমাণিতে হইল যে এই অন্ধ বিশ্বাসে মহাপাপী উপরোক্ত বাউলগণ জবরদস্ত কাফের।'

পবিত্র কোরআনের ছুরা বকর, আলএমরান, আন আম, কাফ, আলমালেকে আছে —

قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب - و ربنا
اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان آمنو بربكم
فامنا - اذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى
نرى الله جهرة فاخذ تكم الصعقة - و لن تراني -
ولا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو لطيف
الخبير من خشي الرحمن بالغيب ان الذين
يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير

"এই কোরাণে কোনই সন্দেহ নাই, গায়েবের (অদৃশ্য) বিশ্বাসীকে কোরআণ সত্য পথ দেখাইবে। হে খোদা

আমরা শুনিয়াছি, রছুল (দঃ) ঈমান আনিবার জন্ম লোককে ডাকিতেছিলেন। ঈমান আন তোম্যাদের খোদার উপরে— আমরা ঈমান আনিয়াছি। যখন তোমরা ( বনিএহ্রা ) বলিয়াছিলে "হে মুছা ( আঃ ) নিশ্চয়ই যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশ্ত খোদাকে দেখিব না—তাবৎ তোমার উপরে ঈমান আনিব না।"—( অতঃপর তাহাদিগকে বিদ্যুত ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল )।

"হে মুছা! কখনই দেখিতে পাইবে না ( আমাকে ) খোদাকে কেহ দেখিতে পায় না—তিনি সকলকেই দেখিতে পান।"

এস্থানে খোদাতায়ালা—কোরআণের উপরে বিশ্বাস স্থাপন এবং রছুলের (দঃ) কথা শুনিয়া, খোদাতাআলাকে না দেখিয়া ও তাঁহার অসীম কোদরত দৃষ্টে ( তাঁহার উপরে ) ঈমান আনিতে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। কোন পয়গম্বর, পীর, অলি, দরবেশ ছুনিয়াতে খোদাকে দেখিতে পাইবে না। এমন কি হজরত মুছা ( আঃ ) এত বড় জবরদস্ত পয়গম্বর হইয়াও দেখিবার প্রার্থনা করা সত্বেও দেখিতে পান নাই এবং তাঁহার উম্মতগণ দেখিবার ইচ্ছা করায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। মওজেহল কোরআন, ছুরা আরাফ, হাদিছ শরিফ, এহ্য়াউল ওলুম, মছনবী শরিফ, মওলানা রুমে আছে—

ربه - قال رب ارني انظر اليک قال لن تراني ولکن انظر
الی الجبال فان ترانی فلما تجلی ربه للجبال جعله
دکا و خر موسی صعقا - فلما افاق قال سبحنک تبت
اليک و انا اول المؤمنين - روی موسی بارقی انگیخته
پیش روار تو بره اویخته * نور رویش انچنان بردی
بصر الخ در هوای عشق ان نور رشاد * خود صفورا هر
در دیده باد داد * انکم لن تروا ربکم حتی تموت
حجاب النور لو کشفة لا حترقت سبحان وجهه - ما
انتهی اليه بصره من خلقه موسی بالا عين والابصار فی
الدار الاخرة ولا يری فی الدنيا مختصر -

অর্থাৎ যখন মুছা ( আঃ ) কোহেতুর পাহাড়ে খোদার সহিত কথোপকথন করিতে গিয়াছিলেন তখন পাহাড়ের চতুষ্পার্শে ২৫ ক্রোশ ব্যাপিয়া অন্ধকার হইয়াছিল। মুছা ( আঃ ) খোদাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করায়, খোদাতাআলা বলিয়াছিলেন "হে মুছা তুমি, আমাকে কখনই দেখিতে পাইবে না। কেননা যে দুনিয়াতে আমাকে দেখিতে পায় সে মরিয়া যায়। মাদাইনের সর্ব্বোচ্চ পাহাড় জোবরের দিকে তুমি দেখ, তাহার সহস্রগুণ তোমার চেয়ে বেশী আছে। সে যদ্যপি আমার তজল্লিতে (বিদ্যুতে) স্থির থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাকে দেখিতে পাও, নতুর

আগুনের তজল্লি যাহা পাহাড়ের উপর পতিত হইয়াছিল। তাহাতে হজরত মুছা (আঃ) চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন ও পাহাড় সাত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া তিনখানা মদিনাতে ও তিনখানা মক্কাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। হজরত মুছা (আঃ) এই চৈতন্যহীন অবস্থায় ২৪ চব্বিশ ঘণ্টা ছিলেন, চৈতন্য লাভের পর তিনি বলিয়াছিলেন— হে খোদা তোমাকে দুনিয়াতে দেখিবার বাসনা করা আমার উচিত হয় নাই। আমি তাহা হইতে তওবা করিলাম। তোমাকে দেখিবার শক্তি দুনিয়াতে যে কাহারও নাই, আমি তার সর্ব্বপ্রথম বিশ্বাসী। খোদার সহিত কথোপকথনের পর হজরত মুছা (আঃ) তাঁহার মুখমণ্ডলিতে যে 'নুর' (আলো) পাইয়াছিলেন তাহা কম্বলের আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া বেড়াইতে খোদা তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি যদ্যপি বিনা আবরণে বেড়াইতেন তাহা হইলে তাঁর নুরের তজল্লিতে সমস্ত দুনিয়া জলিয়া যাইত হজরত মুছার স্ত্রী হজরত ছফুরা (রাঃ) হজরত মুছা (আঃ) র মুখ মণ্ডলের নুর দেখিবার ইচ্ছা করায় তিনি তাঁহাকে দেখান কিন্তু দেখিবা মাত্র তাঁহার দুই চক্ষু উড়িয়া গিয়াছিল।

খোদার নুরের তজল্লিতে চক্ষু উড়িয়া যায়, জগত জলিয়া যায় কিন্তু হস্তে লৌহ বা বগলে চিমটা থায়?

ষের ন্যায় লম্বা লম্বা জটাজুট, সুদীর্ঘ গোঁপ ও বত্রিশ রঙ্গের কাঁথাখানি জলিয়া যায় না এ রহস্য কে ভেদ করিতে পারে ?

হজরত রছুল ( আঃ ) বলিয়াছেন "মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমরা কখনই খোদাকে দেখিতে পাইবে না। খোদাতাআলার খাছ নূরের পর্দ্দা ( আবরণ ) উড়িয়া গেলে সমস্ত জগত জলিয়া যাইবে। খোদাকে আখেরাত ভিন্ন দুনিয়াতে কেহ দেখিতে পাইবে না।" তবে কোন্ মুখে উক্ত বাউল ফকিরগণ বলে যে আমরা না-দেখা খোদায় জাহেরা এবাদত করিতে পারি না। আমরা ছিনার এলেমের জোরে খোদাকে প্রকাশ্যে দেখিতে পাই। এই মিথ্যা প্রলাপে তাহারা মহাপাপী কাফের বনিয়া যায় সন্দেহ নাই।

পবিত্র কোরআনে, ছুরা নেছা ও জাছিয়াতে খোদা বলিয়াছেন :—

قوله تعلى اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولى
الامر منكم - ثم جعلناك على شريعت من الامر
فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون

"তাবেদারী কর খোদা ও রছুলের এবং তোমাদের মধ্যস্থ কোন পরিচালক বা ছর্দ্দারের ; ( আলেমগণের ), হে রছুল ( দঃ ) তুমি আমার কোরাণের নির্দ্দিষ্ট শরীয়তের উপর চল, মূর্খ কাফেরগণের মন গড়া রাস্তায় যাইও

তাঁহার রছুলের ও তাঁহার আলেমগণের তাবেদারী করিতে হুকুম দিয়াছেন। হজরত সর্ব্বশ্রেষ্ট নবী হওয়া সত্বেও খোদাতাআলা তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট শরীয়ত মত চলিবার হুকুম ও পবিত্র কোরআনের মত আমল করিতে বলিয়াছেন। তবে পূর্ব্বোক্ত বাউলগণ যে বলে—কোরআনে শরীয়তের উল্লেখ নাই এবং আমরা শরঈয়ত মানি না।”

তাহা উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইল।

পবিত্র কোরআনে ছুরা আল-এমরান, মায়দা, জোমর ও তফছির কবিরে আছে :—

قال الله تعالى ان ارسلنك رحمة للعلمين
يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من الربك و
ان لم تفعل فما بلغت رسلته و الله يعصمك
من النـاس ان الله لا يهدي القوم الكافرين -
و اذا اخذ الله ميثاق الذين او تو الكتاب لتبينه
للناس ولا تكتمونه فنبذوه و راء ظهـورهم- و لواراد
ادخال الزيادة و النقصـــان في القرآن لم يقدر
عليه - نحن له حافظون- اليوم اكملت لكم دينكم
و اتممت عليكم نعمتي و لقـد خبرنا اللنـاس
في هذالقرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون *

অর্থাৎ খোদাতাআলা পবিত্র

হে রছুল (দঃ) তোমাকে জগতের রহমত করিয়া পাঠাইয়াছি, আমার কোরআণের যখন যাহা কিছু তোমার নিকট অবতীর্ণ হয়, তখনই তাহা মানবের নিকট সম্পূর্ণ ভাবে পৌছাইয়া দাও। আমার কোরআনের কোন অংশ যত্মপি আমার বান্দার নিকট পৌছাইতে ত্রুটি কর, তাহা হইলে তোমার দ্বারা পয়গম্বরী কার্য্যের কিঞ্চিৎ মাত্র আদায় হইল না। সম্পূর্ণ কোরআণ পৌছাইতে তুমি কাহারও ভয়ে ভীত হইও না। কেন না সম্পূর্ণ কোরআন পৌছাইতে তোমার যে সকল শত্রু পয়দা হইবে তাহাদের হস্ত হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। সম্পূর্ণ কোরআণ পৌছাইতে যে সমস্ত কাফেরগণ তোমার প্রতি বাধা জন্মাইবে তাহারা কুপথগামী। আমার কোরআণের আমি রক্ষক। আমার জাহেরা বাতেনা যাবতীয় ভেদের কথা কোরআণ দ্বারা তোমাকে জানাইলাম।" পবিত্র কোরআণের কোন একটা জের-জবর ও বেশ কম করিবার কাহার শক্তি নাই। কোরাণও রছুল ( দঃ ) যখন পৃথিবীর জন্ত খোদার দয়া ও রহমত—তবে কোরআণ যদ্যপি সমভাবে সম্পূর্ণরূপে সকল বান্দার নিকট না পৌছে ও কোন বিষয়ের কোন কথা কাহারও নিকট হইতে গোপন থাকে, তাহা হইলে রছুলের ( দঃ ) ও কোরআণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। এবং সকল বান্দাগণ খোদার রহমত ও দয়ায় কখনই সামিল হইতে পারে না।

অতএব উপরোক্ত বাউলগণ যে বলে, "রছুল (দঃ) কতক কথা গোপন করিয়াছেন ও কতক প্রকাশ করিয়াছেন—এরূপ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। "চল্লিশ পারা কোরাণের দশপারা ও রছুলের এবং গোপনীয় কথাগুলি আমরা ছিনায় ছিনায় পাইয়াছি,"—উপরোক্ত আয়েত দ্বারা এদাবী ও তাহাদের কোন মতেই টিকিতে পারে না। কোরআণ ত্রিশ ছেপারার চেয়ে কিছুমাত্র কম বেশী নহে, ও রছুল (দঃ) কোন কথা গোপন রাখেন নাই। যাহারা কোরআণের ও রছুলের (দঃ) কথার কোন অংশ গোপন আছে বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারা খোদা ও রছুলকে এই রূপ দোষারোপ করিয়া থাকে যে খোদা ও রছুল (দঃ) যেন কাহারও প্রতি সদয় ও কাহারও প্রতি নির্দয় হইয়া কতক কথা গোপন ও কতক প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ বিশ্বাসকারীগণকে উপরোক্ত আয়েতে আল্লাহ কাফের বলিয়াছেন। দীন দুনিয়ার যাবতীয় কার্য্যের মিমাংসা ও শরীয়ত, হকিকত, তরিকত, মারফত বিষয় পবিত্র কোরআণে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। আবশ্যক কেবল বুঝিবার জ্ঞান ও এলম। সুতরাং কেবল ছিনার বাতেনি এলেমের জাহাজগুলির আমদানি ছিনায় ছিনায় করিয়া জাহান্নামী হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। মেয়ারাজ রাত্রে হজরত রছুল (দঃ) এমন স্থানে গমন করিয়াছিলেন—যেখানে হজরত জিব্রিল (আঃ) এর ও যাইবার শক্তি ছিল না।

হজরত জিব্রিল (আঃ) বলিয়াছিলেন—হে নবি (দঃ) আমি আমার সীমার বাহিরে একচুল পরিমাণ যদ্যপি আপনার সহিত অগ্রসর হই তাহা হইলে খোদার তজল্লি (প্রভা) আমাকে পুড়াইয়া ফেলিবে। তিনি আল্লার সহিত কথোপকথন কালে কোন ফেরেশ্‌তার ও জানিবার শক্তি ছিলনা ও হজরত রছুল (দঃ) আল্লার সহিত কত কথা বলিয়াছিলেন তাহা তিনি কাহারও নিকট কখনও প্রকাশ করেন নাই। হজরত আলি (রাঃ) কে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হজরত (দঃ) আপনাকে কি কোন খাছ গুপ্ত কথা বলিয়াছিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—কোরআণ পড়িয়া বুঝা ব্যতীত হজরত রছুল (দঃ) আমাকে কোনই গুপ্ত কথা বলেন নাই। তবে বল দেখি ভাই, উপরোক্ত বাউল ফকিরদের ফকীরির হাজার হাজার কথা ছিনায় ছিনায় প্রচারিত দশ ছেপারা কোরআণ মেঃরাজ রাত্রে তাহাদের কে কোথায় দাড়াইয়া শুনিয়াছিল?

হজরত রছুল (দঃ)র প্রতি কোরআনের যখনই যে আয়েত অবতীর্ণ হইত, সেই মুহূর্ত্তেই হজরত স্বয়ং ও ছাহাবাগণ তাহা মুখস্ত ও লিপিবদ্ধ দ্বারা হেফাজতের সহিত রক্ষা করিতেন। "আল ইয়াওমা আকমাল্‌তো লাকুম দীনাকুম" অর্থাৎ খোদা বলিয়াছেন, হে নবি (দঃ) তোমার

( মহামূল্য রত্ন ) পূর্ণ মাত্রায় তোমার উপর অর্পণ করিলাম। এই শেষ আয়েতটী হজরত রছুলের (দঃ) প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পরে তিনি ৮১ একাশি দিন জীবিত ছিলেন। ইতি মধ্যে তাঁহার প্রতি আর কোন আয়েত অবতীর্ণ হয় নাই। হজরত ( দঃ )র জীবিত কালে প্রত্যেক বৎসর একবার করিয়া কোরআণ হেফাজতের তাকিদ আল্লাহ তায়ালা হজরত জিব্রীল দ্বারা করিতেন ও হজরতের (আঃ)র পরলোক গমন-বৎসরে ঐরূপ তাগিদ দুইবার করিয়াছেন। কোরআণ যাহা ত্রিশ পারায় সীমাবদ্ধ তাহাই তিনি ছাড়িয়া গিয়াছেন এবং সেই ত্রিশ পারা কোরআণই মোছলমানগণ প্রথমাবধি প্রাণাধিক জানিয়া মুখস্ত ও লিপিবদ্ধ দ্বারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইল যে খোদাতাআলা দীন এছলামের কোন বিষয় বিন্দুমাত্র হজরত (আঃ)কে দিতে বাকী রাখেন নাই। তবে উক্ত বাউল ফকির ছিনার দশ পারা কোরআণ কোথা হইতে পাইল? সুতরাং এই ফকিরগণের ছিনার দশপারা কোরআণ মোছলমানের কোরআণ নহে। বোধহয়, শয়তান তাহাদিগকে ছিনার দশপারা কোরআণের দোহাই দিয়া জাহান্নামের পথের পথিক করিয়াছে। বাউল ফকিরগণের ছিনার এলেমের দ্বারা কার্য্য চালাইলে জগত বিশৃঙ্খল ভাব ধারণ করিবে। যেমন :—( ছফিনা ) জাহেরা এলেমে হাতেম তাইকে অত্যন্ত ছখি বলিয়া সকলেই জানে কিন্তু বাউল

ফকির যদি বলে "আমরা ছিনার এলেমের জোরে জানিতে পারিয়াছি হাতেমতাই অত্যন্ত বখিল ছিল। কিন্তু জাহেরা আলেমগণ শুনিলে আমাদিগকে মিথ্যুক বলিবে এজন্য একথা সকলের নিকট প্রকাশ করা চলে না।" এরূপ যে বস্তুই হউক ছিনায় ছিনায় আনিতে থাকিলে, জগতে কোনই বস্তুর বিশ্বাস থাকিবে কি?

পবিত্র কোরআণে ছুরা আন-আম, হজ, বকর, মায়েদা, তফছির কবির, খাজেন ও বোখারি শরিফে আছে;—

قوله تعالى فكلو مما ذكر اسم عليه و قد
فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه و
ان كثيرا يضلون • باهواء هم بغير علم ان ربك
اعلم بالمعتدين * ولا تأكلو مما لم يذكر
اسم الله عليه و انه لفسق و ان الشيطان ليوحون
الى اولياء هم ليجدلوكم و ان اطعتموهم انكم
لمشركون - و انما حرم عليكم الميتة الخ و من
الانعام حمولة و فرشا كلو مما رزقكم الله ولا تتبعو
خطوة الشيطان انه لكم عدو مبين - و لكل جعلنا
منسكا ليذكرو اسم الله على بهيمة الانعام - و
فصل لربك و انحر • قالة عائشه رضي الله عنها
فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر فقلت ما

ثمنية ازواج من الضان اثنين و من المعز اثنين
و من ابل اثنين ان يكون تقدير هذه الاية كلوا
مما رزقكم الله ثمانيه ازواج ان الله يامركم
تذبحو بقرة احل لكم صيد البحر و طعامه متاعالكم
و للسيارة و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم و
اتقوا الله الذي اليه تحشرون • يا ايها الذين
امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم -

অর্থাৎ পবিত্র শরীয়তে যে সকল পশুপক্ষী হালাল করিয়াছেন, যথা :—গরু, বক্‌রি, উট, ভেড়া, দুম্বা, মহিষ ইত্যাদি প্রাণী, উহাদিগকে সকল সময় জবেহ করিয়া তাহার মাংস খাইতে ও মাছ খাইতে খোদা আমাদিগকে হুকুম দিয়াছেন। যাহারা উপরোল্লিখিত হালাল পশুপক্ষীকে জবেহ করিয়া খাইতে ও মাছ খাইতে নিষেধ করে, তাহাদিগকে উপরোক্ত আয়েতে মোশরেক, শয়তান, ফাছাদি বলিয়াছেন ও তাহাদের কথামত চলিয়া তাহাদের ন্যায় কুপথ-গামী হইতে আমাদিগকে খোদা নিষেধ করিয়াছেন। আমাদের হজরত রছুল (দঃ) নিজ হস্তে হালাল জানওয়ার জবেহ করিয়া তাহার মাংস খাইয়াছেন। খোদা বলিয়াছেন— "হে ইমানদারগণ তোমাদের জন্য যে হালাল খাদ্য—রেজেক নিরুপিত করিয়াছি তাহা ভক্ষণ কর—যাহা খোদা তোমাদের উপরে হালাল করিয়াছেন। এইরূপ পাক বস্তু

সকলকে হারাম করিও না।" এই আয়াত সমূহ দ্বারা প্রত্যেক হালাল খাদ্যকে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করা ও তাহার কোন একটার উপরে ঠাট্টা বিদ্রূপ না করা মোছলমানের প্রতি ফরজ। ইহার খেলাফ করিলে ঈমান নষ্ট হইয়া কাফের হইতে হয়। যাবতীয় পয়গম্বর, ওলি, দরবেশ, মাছ, মাংস ও উত্তম উপাদেয় খাদ্য (নিয়ামত) বলিয়া ভক্ষণ করিয়াছেন। তবে উক্ত বাউল ফকিরগণ কি দলিলে মাছ, মাংস খাওয়া ও হালাল পশুপক্ষি জবেহ করা ও কোরবাণী করায় প্রতি এনকার ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করতঃ নিজ ইচ্ছায় নিরামিশ ভোজী ও অহিংসুক নাম ধরিয়া মোছলমানের দরবেশ ফকিরের দাবী করিতে পারে? তাহারা ত আল্লার আদেশ অমান্য করায় মোছলমান সমাজ হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে। খোদা ও রছুল (দঃ) যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহাই করার নাম ধর্ম্ম বা এনছাফ। যেমন খোদা আমাদিগকে হালাল পশুপক্ষী জবেহ করিয়া তাহার মাংস খাইতে ও কোরবাণী ইত্যাদি করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাহা যদ্যপি আমরা প্রতি-পালন করি তাহা হইলে ধর্ম্ম কার্য্য করিলাম আর যদ্যপি তাহা অমান্য করি ও উহা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া বিশ্বাস করি তাহা হইলে খোদাকে ও কোরআণকেই আমরা অমান্য, অবিশ্বাস করিলাম ও খোদার সহিত জেদ ও ঝগড়া করিলাম বলিয়া প্রকাশ পাইবে।

পবিত্র কোরআনের বারো ও একুশ পারাতে আছে যথা ;—

قوله تعالى فسبحان الذين حين تمسون
و حين تصبحون و له الحمد في السموة والارض
عشيا و حين تظهرون * و فسبح بحمد ربك
قبل طلوع الشمس و قبل غروبها - و من اناء
اليل فسبح اطراف النهار و قوله تعالى اقم الصلوة
لدلوك الشمس الى غسق اليل و قرآن الفجر
و قوله تعالى اقم الصلوة طرفين النهار و زلفا
من اليل *

"পবিত্র কোরআণে খোদাতাআলা প্রকাশ্যভাবে ফজর, জোহর, আছর, মগরেব, এশা নাম উল্লেখ ও সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই পাঁচ ওয়াক্ত নমাজকে ওয়াক্ত মত দিবারাত্রির মধ্যে প্রত্যহ পাঁচ বার করিয়া পড়ার নামই দায়েমী নমাজ। তবে উক্ত বাউল, ন্যাড়ার ফকিরগণ যে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পরিত্যাগ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসে দায়েমী নমাজ পড়ার দাবী করে ও বলে যে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ার কথা কোরআণেতে নাই, ইহা বাউলগণের দাগাবাজী ও ভণ্ডামী মাত্র। কারণ নমাজ পড়া বলিলেই বুঝিতে হইবে যে তাহাতে রুকু, ছেজদা, কওমা,

সে সব নিয়ম শারিরীক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা সম্পূর্ণ করতঃ নামাজ পড়িতে হয়। নামাজ পড়া শারিরীক কছরৎ ব্যতীত হইতে পারে না। যেমন খাদ্য সামগ্রী শারিরীক, মানসিক পরিশ্রমের দ্বারা সংগ্রহ করিয়া উদরস্থ করিতে হয়; শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া উদরস্থ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারা যায় না। এইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসে নামাজ পড়িয়া মোছলমানী, দরবেশী দাবী করা ভণ্ডামী মাত্র"।

পবিত্র কোরআণ ছুরা ফাতের, ছুরা জোমর, আলএমরান ও ছেহাছেত্তাতে আছে;—

قال الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملئكة و اولى العلم بالقسط الخ - كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر الخ و الراسخون فى العلم الخ انما يخشى من عباده العلماء و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملئكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صدقين * قالو سبحنك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - و لقد كرمنا بني آدم - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد - و قوله تعالى هذا الذى كرمت

قال عليه السلام العلماء ورثة الانبياء ـ علی

* من اراد الله خيرا تفقه فى الدين

"খোদাতাআলা বলিতেছেন, আলেমগণ আমাকে বিশেষরূপে জানে, আলেমগণেই কোরআণের গভীরত্ব বুঝিতে পারে। আলেমগণই আমাকে ভয় করে ও আলেমগণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হজরত রছুল (দঃ) বলিয়াছেন, আমার পরে আলেমগণই শরঈয়ত, তরিকত, মারেফত, হকিকতের সমস্ত পথ দেখাইবেন। খোদা যাঁহার মঙ্গল করিতে চান তাঁহাকে দীন এছলামের আলেম করেন। অতএব বাউলগণ যে বলে কোরআণে আলেম ও আলেমের প্রশংসা ও আমাদের আলেমের দরকার নাই, এরূপ বলাতে তাহারা গোমরাহ্ জাহান্নামী। আদম (দঃ)কে খোদাতাআলা এত উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন যে কোন ফেরেশ্তার অদৃষ্টে তাহা ঘটে নাই। খোদা বলিয়াছেন যে—আমি মানুষকে সর্ব্বপ্রকার এলেম ও জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়াছি ও ইবলিছ আদম (আঃ)র বোজর্গী ও শ্রেষ্ঠতার বিষয় নিজেই স্বীকার করিয়াছে ও হজরত রছুল (দঃ) বলিয়াছেন, একজন অলেম শয়তানের শয়তানীকে ধ্বংস করিবার জন্ম হাজার মূর্খ আবেদের চেয়েও শক্তি-শালী। এমতাবস্থায় বাউলগণ যে বলে, ইবলিছ আলেম হওয়ার দোষেই শয়তান মরদুদ

হইলেই শয়তান হইতে হইবে। যে ব্যক্তি যতই জ্যাহেল মূর্খ হইবে ততই তাহার ছিনার মারফতি বাতেনি এলেম বেশী পরিমাণ হাছেল হইবে। সুতরাং পড়িয়া শুনিয়া আলেম হইতে বা আলেমগণের কথা শুনিতে চাইনা। মহাপাপী উক্ত বাউলের দল জানেনা যে, উপরোক্ত আয়েত ও হাদিছ প্রমাণ দিতেছে যে আদম্ (আঃ) ও আদম বংশের আলেমগণের এলেম ইবলিছের এল্‌ম্ অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অধিক। যেহেতু আদমের (আঃ) জন্মের পূর্ব্বে শয়তান যে এলেমের আলেম ছিল আদমের (আঃ) জন্মের পরে আদম (আঃ) কে ও তাঁহার সন্তান সন্ততিগণকে যে এলেমের আলেম খোদা করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র যদি শয়তানের অদৃষ্টে ঘটিত তাহা হইলে ইবলিছ কখনই শয়তান মরদুদ হইত না"।

পবিত্র কোরআন ও বোখারি শরিফে আছে ;—

قال الله تعالى ارسلنـــا فيكم رسول منكم
يتلو عليكم آياتنـــا و يزكيكم و يعلمكم الكتـاب
و الحكمـة و يعلم كم مالم تكون تعلمـون * قال
عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم
و مسلمه اطلبوالعلم و لو كان فى الصين *

"খোদা বলিতেছেন আমার রছুলকে (দঃ) আমার কোরআনের দ্বারা তোমাদিগকে দিন দুনিয়ার যাবতীয় লোকের কথা ও জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য

তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি। হজরত রছুল (দঃ) বলিয়াছেন যে প্রত্যেক মোছলমান নরনারীর উপর এলেম শিক্ষা করা ফরজ। আরও তিনি বলিয়াছেন, যদ্যপি এলেম চীন দেশে থাকে, তথাপিও তোমরা তাহাকে খুঁজিয়া লও। তবে উক্ত বাউলগণ যে বলে "আমাদের ছিনায় এলেম আছে, ছফিনার এলেমের (কোরআন, হাদিছ ইত্যাদি) আমাদের দরকার নাই।" একথার মূল্য কি? উপরোক্ত আয়েত ও হাদিছ দ্বারা প্রমাণ হইল যে আল্লাহতায়ালা মানবগণকে শিক্ষা দিবার জন্য কোরআণ হাদিছের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া হজরত রছুল (দঃ) কে মানবগণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। মানব-শিক্ষার জন্য যাবতীয় পয়গম্বর খোদা প্রদত্ত কেতাব সহ জগতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। লেখা পড়া ও কেতাব অর্থাৎ ছফিনার এলেম ব্যতীত দীন দুনিয়ার কোনই কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। তবে আল্লাহ ও রছুল (দঃ) জগতের শিক্ষা প্রণালী ছাড়া উক্ত বাউলগণের বক্ষের ভিতরে কোন্ পথ দিয়া ছিনার (মারফত) এলেমের জাহাজ গুলি ঢুকিল? সুতরাং কোরআণ হাদিছের শিক্ষা প্রণালী পরিত্যাগে যাহারা "ছিনার এলেমের" দাবী করে—তাহারা গোমরাহ্।

পবিত্র কোরআণে ১৫।২৭।৩০ পারা ও হাদিছ এবং হাশিয়া দালায়েল খয়রাতে আছে,—

قوله تعلى اقرأ باسم ربك - والذى علم بالقلم

سبحـــان الذي اسرى بعبده الخ ‌ و ما ينطق
عن الهوى ان هو الا وحى يوحى * علمه شديد
القوى فاوحى الى عبده ما اوحى - و علمك
مالم تكن تعلم - الم نشرح لك صدرك - قال
صلى الله عليـــه وسلـم ادبني ابي فا حسن
تاديبي *

"হে রছুল ( দঃ ) পড় তুমি তোমার আল্লার নামে যে আল্লাহ শিখাইয়াছেন কলম দ্বারা, এক রাত্রে খোদাতায়ালা হজরত মোহাম্মদ ( দঃ ) কে তাঁর নিজ কোদরত দেখাইবার জন্য মক্কা হইতে বয়তুল মোকদ্দছ ও তথা হইতে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। হজরত রছুল ( আঃ ) খোদার হুকুম ব্যতীত নিজ ইচ্ছায় কোনই কথা বলেন নাই। খোদাতাআলা হজরত রছুল ( আঃ ) কে একজন সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর জবরদস্ত ফেরেশ্‌তা ( জিবরাইল ) দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। আল্লাহতাআলা শিক্ষা দিয়াছেন তোমাকে যাহা তুমি জানিতে না। হে মোহাম্মদ ( দঃ ) তোমার ছিনাকে কি আমি প্রশস্থ করিয়া দেই নাই ? হজরত রছুল ( আঃ ) বলিয়াছিলেন, আমার খোদা আমাকে দীন দুনিয়ার অতি উচ্চ শিক্ষা দান করিয়াছেন"। সুতরাং উক্ত আয়েত ও হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে হজরত রছুল ( আঃ ) কে দীন দুনিয়ার জাহেরী ও বাতেনী যাবতীয়

এলেম শিক্ষা দিয়াছেন। হজরত জিবরাইল হজরত রছুল (আঃ) শিক্ষা দিবার জন্য পৃথিবীতে চারিলক্ষ বিশ বার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে হজরতকে খোদা বহু বৎসর কাল ধরিয়া স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছিলেন। হজরতের ছিনাকে খোদাতাআলা এত বড় প্রশস্ত করিয়া ছিলেন যে তাহাতে খোদার খোদাই্র মধ্যে যত প্রকারের জ্ঞান, এলেম আছে তাহা তিনি হজরতের (আঃ) ছিনাতে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় দিন দুনিয়ায় কোন কার্য্যই চালনা করেন নাই। যখন যাহা দরকার হইয়াছিল তখনই তাহা খোদাতায়ালা তাঁহাকে করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। খোদাতাআলার যাবতীয় কুদরত দেখাইবার জন্য মেরাজ রাত্রে হজরতকে জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করাইয়াছিলেন। যে রছুলের এলেম, জ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষায় সমস্ত পয়গম্বর ও ফেরেশ্‌তা পশ্চাৎপদ, যে রছুলের জ্ঞান মধ্যে খোদার খোদাইত্ব ভাসমান সেই রছুলের নামে যে উম্মি, সেই উম্মি শব্দের অর্থ বুঝিবার শক্তি বিচক্ষণ আলেমের নিকট শিক্ষা করা চাই। তবে সেই নবীর উম্মি শব্দের অর্থ উক্ত বাউলগণ বুঝিতে না পারিয়া বলে, কেবল আমাদের (যাহা আমরা ছিনায় ছিনায় পাই-য়াছি) ছিনার এলেম ব্যতীত আর কোন এলেম জানিতেন না। বাউলগণ মূর্খ ও সরল মোছলমানদিগকে এই ধোকায় ফেলিয়া তাহাদের দলভুক্ত কাফের ও জাহান্নামী বানাইতেছে।

ছুরা কাফ, তফছির কবির ও খাজেনে আছে,—

قال الله تعالى و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب اليه من حبل الوريد - و نعلم ماتوسوس به نفسه كان ذالك اشارة الى انه لا يخفى عليه خافية و يعلم ذات صدورهم و قوله نحن اقرب اليه من حبل الوريد * بيان بكمال علمه الوريد عرق الذي هو مجري الدم فيه و يصل الي كل جزء من اجزاء البدن والله اقرب من ذلك لان العرق تحجبه اجزاء للحم و يخفي عنه و علم الله تعلى لا يحجبه عنه شيء -

অর্থাৎ খোদা বলিয়াছেন, আমি সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে এবং আমি জানি তাহার মনে যখন যাহা উদয় হয়। আর আমি মানুষের ঘাড়ের বা প্রাণের এমন কি শীরা অপেক্ষাও অতি নিকটবর্ত্তী। মানুষের মনের সমস্ত ভাব তিনি জানেন, তাঁহার নিকট কোন বিষয়ই গোপন নাই। ঘাড় বা প্রাণের রগের অপেক্ষাও অতি নিকটবর্ত্তী অর্থে খোদার এলেমের অসীমতা প্রকাশ করিতেছে। ঘাড় বা প্রাণের রগের ভিতর দিয়া রক্ত চলাচল হইয়া মস্তক সহ সমস্ত শরীরের মাংস পেশীতে চলাচল করে। খোদা এই শীরা হইতেও নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ খোদার এলেম এই শীরা হইতে মানুষের

নিকটবর্ত্তী কারণ রগ, মাংস ইত্যাদি দ্বারা আবরিত কিন্তু খোদার এলেম কোন জিনিষ হইতে গুপ্ত নহে। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইয়াছে যে ঘাড় বা প্রাণের শীরা হইতেও নিকট বর্ত্তী অর্থে খোদার এলেম (জ্ঞান) সমস্ত বস্তুকে ছাইয়া ফেলিয়া আছে। সুতরাং খোদাতাআলা এলেম বা অবনতির দিক দিয়া প্রত্যেক বস্তুরই অতি নিকট। অতএব তিনি ঘাড় বা প্রাণের রগ ও মোমেনের দেল অপেক্ষাও এলেম বা জ্ঞানের প্রভাবে অতি নিকটবর্ত্তী। তবে উক্ত বাউলগণ যে বলে, কোরআনে খোদা বলিয়াছেন "আমি বান্দার ঘাড়ের রগ হইতে অতি নিকট ও মোমেনের দেল আল্লার আরশ সুতরাং প্রত্যেক মানুষের ভিতরে আল্লাহ্ আছে। অতএব প্রত্যেক মানুষই আল্লাহ। সেহেতু মানুষ পরস্পরকে ছেজদা করার আবশ্যক"। তাহার ভিত্তি কি? জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য চৌদ্দ লক্ষগুণ বড়। সূর্য্য যদ্যপি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় তাহা হইলে এই পৃথিবী সূর্য্য গর্ভে এরূপ ভাবে বিলীন হইয়া যাইবে যেমন সমুদ্র মধ্যে বালু-কণা। সূর্য্য পৃথিবীতে নামিয়া আসিলেই যখন জমিনের অস্তিত্বের কোন নাম গন্ধ বাকি থাকিবে না তবে যে অনাদি অনন্ত খোদা যাহার শ্রেষ্ঠতার ইয়ত্তা নাই সেই খোদা মানুষের ও ঘাড়ের রগের ভিতরে পৃথিবীর বাদসাগণের ন্যায় সিংহাসন পাতিয়া

জ্ঞান করায় ও বলায় উক্ত বাউলগণ সম্পূর্ণ কাফের হইয়া গিয়াছে। ছওয়ালের বর্ণনা মতে বাউলগণ স্ত্রীলোকের যোনীকে ছেজদা করে ও বলে যে ইবলিছ স্বর্গ মর্ত্ত্য সকল স্থানের কোথাও ছেজদা করিবার বাকি রাখে নাই সুতরাং কেবল মাত্র ছেজদা করিবার বাকি আছে একটি স্থান, তাহা স্ত্রীলোকের যোনী, সুতরাং আমাদের নামাজ পড়িবার স্থান কোথায় ? কাজেই স্ত্রীযোনীকে ছেজদা করি। উহা প্রকৃত হইলে ধন্য বাউলের দলকে ! স্ত্রীযোনীকে ছেজদা করিয়া দরবেশ বনিতে বোধ হয় শয়তানও তাহাদিগকে শিখায় নাই। তাহারা স্ত্রীযোনীকে ছেজদা করিয়া শয়তানের চেয়েও অধম হইয়া গিয়াছে। ইহা তাহাদের ছিনার এলেমের দরবেশীর ছলে মূর্খ সরল মতি স্ত্রীলোকের সহিত নাপাক পাপ মনের শওক মিটাইবার বেশ ফাঁদ। তাহাদের মত পশু জাহান্নামী কি জগতে আর কেহ আছে ? তাহাদের অলিক দাবি ও তর্ক মুলে যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, ইবলিছ সকল স্থানেই ছেজদা করিয়া উহা নাপাক করিয়াছে—সে জন্য জমিনে তাহারা নামাজ পড়িবার স্থান পায়না। কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিৎ যে ইবলিছ "শয়তান" মরদুদ হইবার পুর্ব্বে যখন সে ফেরেশ্‌তার পদে ছিল সেই সময় সে ছেজদা ও এবাদত করিয়াছিল। সে ফেরেশ্‌তা নেককার থাকিবার সময় যে ছেজদা করিয়াছিল তাহাতে

নামাজ পড়িবার স্থান ও নাপাক হয় কিসে ? যদ্যপি ইবলিছ আদমকে ( আঃ ) ছেজদা করিত তাহা হইলে কথনই শয়তান হইত না। সুতরাং সে শয়তান হইবার পরে আর কথনই ছেজদা করে নাই যে তাহার ছেজদার জমি নাপাক হইয়া তাহাদের নামাজের ছেজদার স্থান থাকিল না। অতএব বাউলগণ জেনাকার। মোছলমান বাদশাহ্র আমল হইলে তাহাদের এই কার্য্যের শাস্তি পবিত্র শরীয়ত অনুসারে যাহা ( দোর্রা ) ভোগ করিতে হইত, সে চিন্তা করিবার তাহাদের যদি শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের এই জেনার আমোদ প্রমোদের রগ টিলা হইত ও দরবেশীর শওক মিটিয়া যাইত।

হাদিছে আছে—

ان الله خلق ادم على صورته

ভাবার্থ, "নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁর ছুরতের ন্যায়। ইহার অর্থ এই, আল্লাহতায়ালার এলেমে বা জ্ঞানে যে রূপ বা আকারে (ছুরতে) আদমকে (আঃ) সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়াছিলেন বা আদমের (আঃ) যে ছুরত "লওহো মহফুজে" অঙ্কিত ছিল—সেই ছুরত (আকার) অনুসারে খোদাতায়ালা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন বা আল্লাহতায়ালা আদমকে (আঃ) নিজ ছুরতে সৃষ্টি করার অর্থ আল্লাহতায়ালা আপন শক্তি ও কুদরতে আদমকে

(আঃ) সৃষ্টি করিয়াছেন নাক, কান, চক্ষু, মুখ ইত্যাদি দিয়া এমন সুন্দর ছবির আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করিবার শক্তি ও কুদরত একমাত্র খোদাতায়ালারই আছে। ছুরত শব্দের মানি অনেক প্রকার হইয়া থাকে, কেবল আকার নহে। যেমন লোকে বলিয়া থাকে, আমি যে ছুরতে হউক অমুক কার্য্য করিব বা আমি যে ছুরতেই হউক সেখানে যাইব, যে ছুরতেই হউক আপনি আমার এই কার্য্যটী করিয়া দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সৃষ্টির দিক দিয়া যদি খোদাতায়ালা আদমকে (আঃ) নিজ ছুরতে (আকারে) সৃষ্টি করেন তাহা হইলে অপর সৃষ্ট বস্তু গুলি ও খোদাতায়ালার ছুরতে সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক ছিল। যথা:— গরু, ছাগল, মেষ, ভেড়া ইত্যাদি। তবে বাউলগণ যে এই আরবীর মানি করিয়া থাকে যে আল্লাহ আদমকে (আঃ) নিজ ছুরতে সৃষ্টি করিয়াছেন সুতরাং আদমের (আঃ) বংশধরগণ পরস্পর পরস্পরের আল্লাহ। এখানে দেখ বাউল! আল্লাহতায়ালা আদমের সৃষ্টি কর্ত্তা ও আদম আল্লাহতায়ালার সৃজিত জীব মাত্র। সুতরাং যে আদম সেই খোদা হইলে যে গরু সেই খোদা, যে ভেড়া সেই খোদা, যে ছাগল সেই খোদা, যে মেষ সেই খোদা ইত্যাদি (নাউজ বিল্লাহ)। কারণ ইহারাও ত খোদার ছুরতে সৃষ্টির সৃজিত জীব বলিয়া তোমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ ভ্রম বিশ্বাসে তোমরা কাফের।

ছুরা মেআরাজ, তফছির কবির ও থাজেনে আছে ;—

قال تعالى الذين هم على صلوتهم دائمون*
فان قيل قال صلوتهم دائمون ثم على صلوتهم
يحافظون قلنا معنى دوامهم عليها ان لا يتركو
ها في شيء من الاوقات و محافظتهم عليها
ترجع الى الاهتمام بحالها حتى يؤتى بها على
اكمل الوجوه و هذا الاهتمام انما يحصل تارة
بامور سابقة على الصلوة و تارة بامور لاحقة بها
و تارة بامور متراخية عنها اما الامور السابقة
فهو ان يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب
بدخول اوقاتها و متعلق القلب با لوضوء و ستر
العورة و طلب القبلة و وجدان الثوب و مكان
الطاهرين و الاتيان بالصلوة فى الجماعة و في
المساجد المباركة و ان يجتهدوا قبل الدخول
فى الصلوة فى تفريغ القلب عن وساوس و
الالتفات الى ماسوى الله تعالى و ان يبلغ
فى الاحتراز عن الريا والسمعة و اما الامور المقارنة
فهو ان لا يلتفت يمينا وشمالا و ان يكون حاضر
القلب عند القرأة فهما لا الذكار مطلعا على

يشتغل بعد اقامة الصلوة بالغو واللهو واللعب وان يحترز كل احتراز عن الاتيان بعدها بشي من معاصي - روى البغوى بسنده عن ابى الخير قال سئلنا عقبة بن عامر عن قوله عزوجل الذين هم على صلوتهم دائمون اهم الذي يصلون ابدا قال لا ولكنه اذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه *

—"যাহারা হামেশা (বরাবর) নমাজ পড়ে ও নমাজের হেফাজত করে, হামেশা অর্থে নামাজের নির্দ্দিষ্ট সময় অনুসারে নাগাহ্ না করিয়া বরাবর নামাজ পড়ার নাম হামেসা নমাজ। ইহা তিন অবস্থায় বিভক্ত, যথা ;—পূর্ব্ববর্ত্তী, নিকটবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী। পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা এই যে নমাজের ওয়াক্ত আসিবার পূর্ব্বেই ওয়াক্তের জন্য এন্তেজারী করা, ছতর ঢাকা, ওজু করা, কাপড় সংগ্রহ করা ও পাক-স্থান নির্ণয় করা, জমাতে বা মছজেদে নমাজের জন্য উপস্থিত হওয়া, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত সকল প্রকার চিন্তা মন হইতে দূরীভূত করা। মানুষ যাহাতে নমাজী বলিয়া জানে (রেয়াকারী) এমতাবস্থায় মানুষকে দেখাইয়া শুনাইয়া নমাজ পাঠ হইতে পরহেজ করা। নিকটবর্ত্তী অবস্থা ;— নমাজ পড়িবার সময় ডাইনে বামে বা এদিক ওদিক না

পরবর্ত্তী অবস্থা ;—নমাজ পড়ার পরে ফজুল ( মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় ) কথা না বলা, খেলা তামাশা প্রভৃতি গুণাহ্‌র কার্য্য হইতে পরহেজ্‌ থাকা। অর্থাৎ নমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত উপরিউক্ত কার্য্য সমূহ শারিরীক ও মানসিক শ্রম ও একাগ্রতা সহকারে করিতে হয়। যথা জোহরের নমাজ পড়িতে হইলে তাহার প্রথম ওয়াক্ত হইতে শেষ ওয়াক্ত পর্য্যন্ত জোহরের নমাজের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন নমাজ পাঠকারীকে সে সকল করিতে হয়। এরূপ আছর, মগরেব, এশা, ফজর। এইভাবে যে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ে—সে যেন দিন রাত ২৪ ঘণ্টা নমাজের জন্য নিজকে প্রস্তুত করিয়াছে। অতএব ইহারই নাম দায়েমী ও হামেশা নমাজ।

এই পবিত্র আয়েতের দ্বারা উক্ত বাউলগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে দায়েমী অর্থে হামেশা। তবে জাহেরী নামাজ দিবা রাত্রে কেবল পাঁচবার পড়িলেই কেমন করিয়া দায়েমী নমাজ হইল ? বিশেষতঃ উক্ত আয়েতেরই উদ্দেশ্য বাতেনি নামাজ অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসে নামাজ পড়া কারণ প্রশ্বাস হামেসা চলিতেছে।

এ ধারণা তাহাদের সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রত্যেক কার্য্যকে তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় অনুসারে নাগা না করিয়া বরাবর করার নাম "দায়েমী" বা "হামেসা"—যেমন অমুক ব্যক্তি আমার নিকট হামেসা আসিয়া থাকে

মাঠে ঈদের নামাজ হামেসা পড়ি, আমরা অমুক হাট, মেলা হামেসা করিয়া থাকি ইত্যাদি। ইহা দ্বারা কি এই বুঝা যাইবে যে সে ব্যক্তি প্রত্যেক সময়েই শ্বাসপ্রশ্বাসে আমার নিকট আসিতে মসগুল আছে ও আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রত্যেক সময় ঈদের নামাজ পড়িতেছি ও হাট মেলা করিতেছি। আচ্ছা তর্কস্থলে যদি মানিয়া লওয়া যায় যে দায়েমী নামাজ অর্থে বাতেনি নামাজ তাহা হইলে জাহেরী পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ যে অনাবশ্যক তাহা কোন্ দলিলে বাউলগণ বুঝিতে পারিয়াছে? তাহার উত্তর দিতে কি তাহাদের শক্তি আছে?

من عرف نفسه فقد عرف ربه -
قال النبوى انه ليس ثبابت عن رسول
الله صلعم

از ملائک بهره داری واز بهائم نیزهم -
بگذراز خط بهائم کز ملائک بگذری -

অর্থাৎ যে চিনিয়াছে নিজ নফ্ছকে, সে চিনিয়াছে তাহার খোদাকে। হে মানুষ ফেরেশ্তা ও পশুর অংশ তুমি রাখ। পশুর অংশ যদি তুমি ত্যাগ কর তাহা হইলে ফেরেশ্তা অপেক্ষা তুমি উন্নত হইবে। এমাম নবাবী (রাঃ) বলিয়াছেন এই আরবী বাক্য রচনাটী হজরত রছুল (দঃ) হইতে

আরবী শব্দ, ইহার অর্থ স্থান বিশেষে অনেক প্রকার হইয়া থাকে। যথা :—শ্বাস, প্রশ্বাস, মানুষ, কুপ্রবৃত্তি ইত্যাদি। এমাম গজ্জালি (রাঃ) "কিমিয়ায়ে ছাআদত" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজকে চিনিয়াছে সে খোদাকে চিনিতে পারিয়াছে অর্থে মানুষ, তুমি দুনিয়াতে কোথা হইতে আসিয়া ছ, কোথায় যাইবে, কেন আসিয়াছ, খোদাতায়ালা তোমাকে কি কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন কোন্ কোন্ কার্য্যে তোমার মঙ্গল অমঙ্গল আছে। যে সকল দোষগুণ ও খোদাতায়ালার কারিগরী ও কুদরত তোমার ভিতরে আছে তন্মধ্য হইতে কতক পশুর মধ্যে, কতক শয়তানের মধ্যে আর কতক ফেরেশ্তাগণের মধ্যে আছে। তুমি শয়তানের কোন্ কার্য্য করিয়া দোজখী, ও ফেরেশ্তার কোন্ কার্য্য করিয়া বেহেশ্তী আর কোন্ কার্য্যে তুমি পশু তুল্য ও এক বিন্দু নাপাক পানিতে তোমার এত বড় দেহ কি প্রকারে প্রস্তুত হইল ইত্যাদি কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য ও দোষগুণ বিষয়ের পরিচয় যদি তুমি নিজের মধ্যে নিজেই করিতে সক্ষম হইয়া পশু ও শয়তানের অংশকে ত্যাগ কর তাহা হইলে তুমি নিজকে চিনিতে পারিয়া ফেরেশ্তা অপেক্ষা বেশী মর্ত্তবাতে পৌঁছিবে ও খোদাকে প্রকাশ্যভাবে না দেখিয়া দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা চিনিতে পারিবে—যেমন যে সন্তান মাতৃগর্ভে থাকা কালীন তাহার পিতার মৃত্যু হয়, না দেখিয়াও সে তাহার পিতাকে চিনিতে

পারে ইত্যাদি প্রকারের উদাহরণ ধর্ম্ম কেতাবে বিস্তৃত ভাবে আছে। খাঁটি আলেমগণের নিকট অবগত হওয়া আবশ্যক। ইহারই নাম নিজকে চিনিলে খোদাকে চিনা যায়। তবে উপরোক্ত আরবী এবারৎটীর অর্থ "প্রত্যেক মানুষই খোদা" তাহা বাউল ফকিরগণ কি দলিলে প্রমাণ করে? এরূপ বিশ্বাসে তাহারা কাফের।

قلوب المؤمنين عرش الله تعالى

অর্থাৎ মোমেনের দেল আল্লার আরশ। এই আরবি এবারতটীর অনেক প্রকার মানে আছে। সৃষ্টিমাত্রই খোদাতালার। যেমন খোদার জমি, খোদার আছমান, খোদার ঘর প্রভৃতি বলা হয় তেমনি মোমেনের দেল আল্লার আরশ বলা হয়। কোন একটী বস্তুর প্রশংসা করিতে হইলে অপর একটী বস্তুর সহিত তুলনা করিতে হয়। যেমন ছখি লোকের তুলনা হাতেমের সহিত, বল বিক্রম-শালী লোকের তুলনা বাঘ বা সিংহের সহিত করা হয়। ইহাতে ইহা বুঝা যায় না যে ছখি লোকটী সেই এমনের হাতেমতাই ও সাহসী লোকটী বনের বাঘ বা সিংহ। এইরূপ মোমেনের দেলের প্রশংসায় মোমেনের দেল আল্লার আরশ বলিলে সেই অনাদি অনন্ত খোদাতায়ালার প্রকৃত আরশ যে মোমেনের দেল ও তাহাতে তিনি স্বয়ং বসিয়া আছেন—কি প্রকারে বুঝা যায়?

মোমেনের দেল আল্লার আরশ অর্থাৎ খোদাতায়ালা আরশের যেমন মালিক ও আরশকে যেরূপ মরতবা এজ্জত দিয়াছেন এই প্রকার খোদাতায়ালা মোমেনের দেলের মালিক ও মোমেনের দেলকে বড় রকমের মরতবা ও এজ্জত দিয়াছেন ইত্যাদি প্রকারের বিস্তারিত কথা ধর্ম্ম কেতাবে বর্ণিত আছে। তবে বাউল ফকিরগণ বলিয়া থাকে যে মোমেনের দেল আল্লার আরশ অর্থে খোদাতায়ালা মোমেনের দেল-আরশে স্বয়ং বসিয়া আছেন, সুতরাং প্রত্যেক মানুষেই খোদা। তাহার প্রকৃত মর্ম্ম কি? মোমেনের দেলে বা প্রকৃত আরশে খোদাতায়ালা স্বয়ং স্থান লইয়াছেন বা বসিয়া আছেন তাহা উপরোক্ত আরবী বাক্যে কি প্রকারে প্রকাশ (মানে) পায়? এই ভিত্তিহীন বিশ্বাস দ্বারা বাউল ফকিরগণ কাফের।

তফছিরে কবির, খাজেন ও ফৎহুলকদির প্রভৃতিতে আছে,

واعلم ان تحريم الميتة لما فى العقول لان
الدم جوهر لطيف جدا فاذا مات الحيوان
حتف انفه احتبس الدم فى عروقه و تعفن و
فسد و حصل من اكله مضار عظيمة - و لان بها
ميز الدم الخبيس من اللحم الطاهر *

(পশু জবেহ্ করিলে স্রোতের মত (তেজে) যে রক্ত বাহির হইয়া যায় উহা নাপাক (অপবিত্র)।) (পশু মরিয়া

গেলে তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় সুতরাং উক্ত রক্ত প্রবাহিত না হইয়া সমস্ত শরীরে শিরায় শিরায় ও মাংসপেশিতে আবদ্ধ হইয়া দুর্গন্ধ, খারাব ও মাংস সকলকে বিষাক্ত ( দুষিত ) করিয়া ফেলে, উহা ভক্ষণ করিলে অবশ্য অনিষ্ট ঘটিবে। জবেহ্ দ্বারা পাক ( পবিত্র ) মাংস ও নাপাক অপবিত্র রক্তে পৃথক হইয়া যায়, ইত্যাদি কারণে স্বাভাবিক মৃত পশু পক্ষীর মাংস হারাম। তবে বাউল ও ন্যাড়ার ফকিরগণ যে বলিয়া থাকে খোদার জবেহ ( স্বাভাবিক মৃত ) পশু পাখীর মাংস না খাইয়া জবেহ্ করিয়া মাংস খাওয়া পশুপাখীর সঙ্গে হিংসা করা হয়। এরূপ তর্ক তাহাদের আজ নূতন নহে। প্রাচীন কালে কাফেরগণ পয়গম্বর ( আঃ ) গণের সহিত বরাবরই করিয়াছিল। অতএব বাউলগণের এই তর্ক ছিনার এলেমের মারফতি তর্ক নহে। এ কুফ্রী তর্ক।

বোখারী, তরমিজী, হেদায়া প্রভৃততে আছে,

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس رض
قال ضحی النبي صلی الله علیه وسلم بکبشین
املحین - و ضحی رسول الله صلی الله علیه
وسلم عن نسائه بالبقر - فان الاضحیة و اجبة
علی کل حر مسلم - قال صلی الله علیه وسلم
م وجد سعة فلم یضح فلا یقرب مصلانا *

(ভাবার্থ) "ওনছ (রা) বলিয়াছেন রছুল (আঃ) দুইটী মোটা তাজা দুম্বা কোরবাণী করিয়াছিলেন। হজরত রছুল (আঃ) আপন বিবির পক্ষ হইতে গরু কোরবাণী করিয়াছিলেন। কোরবাণী প্রত্যেক অবস্থা-পন্ন আজাদ মোছলমানের প্রতি ওয়াজেব। হজরত রছুল (আঃ) বলিয়াছেন, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি যদি কোর-বাণী না দেয় সে যেন আমার ঈদের মাঠে উপস্থিত না হয়। হজরত রছুল (আঃ) উঠ, দুম্বা, ছাগল, গরু কোরবাণী দিয়া কোরবাণী ব্রত পালন করিতেন ও আপন উম্মতকে ঐরূপ কোরবাণী করিবার জন্য কড়া হুকুম করিয়াছেন। এমন কি যাহাদের শক্তি থাকিতে কোরবাণী না করে তাহাদিগকে ঈদের মাঠে ঈদের নামাজ পড়িতে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন ও খোদা-তাআলা ছুরা-হজ্জে কোরবাণীর জন্য তাকিদ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় উক্ত বাউলগণ যে বলে, কোরবাণীর প্রথা এবরাহিম পয়গম্বর (আঃ) হইতে হইয়াছে, মোহাম্মদ রছুল (দঃ) হইতে হয় নাই। অতএব কোরবাণী দেওয়া উচিত নহে। এই উক্তি তাহাদের সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কোরবাণী শব্দটী কোরবান শব্দ হইতে উৎপন্ন। মানুষ যে বস্তুর দ্বারা খোদার নৈকট্য লাভ করিতে চায় সেই

অনুগ্রহ পাইবার জন্য অমুক বস্তুটীকে নজর মানিয়াছে। অতএব মানুষ কোরবাণী দ্বারা খোদার মহব্বতের নিকট হইতে চায়—এজন্য ইহার নাম কোরবাণী। দুনিয়ার সৃষ্টি কাল হইতে বরাবরই কোরবাণীর প্রথা আছে। ইতিহাস খুলিয়া দেখিলে জানা যায় যে একটী ছোট বস্তু আর একটী বড় বস্তুর বিনিময়ে কোরবানী হইয়া থাকে। যেমন একটী অঙ্গুলিতে সাপে কাটিলে বা ঘা জখম হইলে আঙ্গুলিটীকে কাটিয়া ফেলে, যেন তাহা হইতে বিষ সমস্ত শরীরে ছাইয়া না পড়ে। অতএব অঙ্গুলিটীকে ও জখমের স্থান সমস্ত শরীরের মঙ্গলের জন্য কোরবাণী করা হইল। চিকিৎসা শাস্ত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে শরীরে এরূপ অনেক প্রকার রোগ হইয়া থাকে যাহাতে কীট জন্মে; যথা ক্রিমি ইত্যাদি। ঐ সকল কীট চিকিৎসা দ্বারা মারিয়া ফেলিতে হয়। শরীরের মঙ্গল কামনার জন্য এই অসংখ্যক কীটকে কোরবান করা হইল। রাজা নিজ রাজ্য শত্রু হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ 'সৈন্যকে শত্রু'-রণে কোরবাণী করিয়া থাকে, ইত্যাদি প্রকারের বিস্তৃত বিবরণ কেতাবে আছে। তবে বাউলগণ যে বলিয়া থাকে কোরবাণী করিলে জীব হিংসা করা হয় একথা সম্পূর্ণ অমূলক।

পবিত্র কোরআন, তফছির কবির, মোদারেক, খাজেন,

জালালাইন প্রভৃতি কেতাবে আছে :—

انا اعطينك الكوثر فصل لربك والنحر ان شـانئك هو الابتر *

انـه عليـه السلام كان يخرج من المسجد والعاص بن وائل السهمى يدخل فالتقيا فحدثا و صنا ديد قريش فى المسجد فلما دخل قالو من ذالذي تحدث معه فقال ذلك الابتر - و عاص بن وائل كان يقول ان محمد ابتر لا ابن له يقـوم مقـامه بعده فاذا مات انقطع ذكـره و استرحتم منه و كان قد مات ابنه عبدالله بن خديجة رض - و ان شانئك يقـول مبغضك هو هو الابتر عن اهله و ولده و ما له و عن كل خيـر لايذكر بعـد موته بخيـر و هو عاص بن وائـل السهمى و انت تذكر بكل خير كمـا اذكرو ذلك انهم قالو محمد صلى الله عليـه وسلم هو الابتر بعد ما مات ابناه عبد الله و ابراهيم -

"খোদা বলিতেছেন হে রছুল তোমাকে কওছর (হওজ কওছর) দিয়াছি। তুমি আল্লার জন্ত নামাজ পড় ও কোরবাণী কর। নিশ্চয় তোমার শত্রু (আছ্‌বেন ওয়ায়েল) "আব্‌তর"। (যাহার পুত্র সন্তান নাই বা যাহার মৃত্যুর পর তাহার কোন কীর্ত্তি-গাথা থাকে

না তাহাকে "আব্‌তর" বলে ) এক সময় হজরত (আঃ) মছজেদ হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন ও আছ ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল, এ অবস্থায় দুইয়ের মধ্যে কথোপ-কথন হয়। আরবের কাফের ছর্দ্দারগণ তাহা মছজেদের ভিতর হইতে দেখিতেছিল। আছ্ মছজেদে প্রবেশ করিলে উক্ত সর্দ্দারগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কেমন লোকের সহিত গল্প করিলে? তদোত্তরে আছ্ বলিল, সেই আবতর (মোহাম্মদ আঃ) র সহিত। কথিত আছে যে আছ কাফের বলিত (মোহাম্মদ দঃ) "আবতর"—তাহার পুত্রসন্তান নাই যে তাহার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হইয়া তাহার কার্য্য ও ধর্ম্ম পরিচালনা করিবে। সুতরাং (মোহাম্মদ দঃ) মৃত্যুর পরই তাহার ধর্ম্ম ও সকল কার্য্য লোপ প্রাপ্ত হইবে। তোমরা হে আরববাসী, সে সময় সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে। এই ঘটনা খোদেজা বিবির (রাঃ) গর্ভ-জাত পুত্র আবদুল্লার (রঃ) মৃত্যুর পর ঘটিয়াছিল। আছ্ এবং তাহার দলস্থ কাফের গণের এই এই কথার জবাবে খোদা বলিয়াছেন, হে রছুল তোমার শত্রু আছ্ আবতর, তাহার ছেলে পেলে, মান ধন এবং সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ও তাহার মৃত্যুর পর তাহার কোনই স্মরণ চিহ্ন থাকিবে না—আর তোমার গুণ কীর্ত্তন ও কার্য্য সমূহ

জাত পুত্র সন্তান না থাকিলে ও তোমার উম্মতগণ তোমার পুত্র ও তুমি তাহাদের রুহাণী (আধ্যাত্মিক) পিতা। কাজেই কেয়ামত তক তোমার কার্য্য সমূহের লোপ ও ধ্বংস পাইবার ভয় নাই।

এই ছুরাতে তিনটী আয়াত আছে। ইহাতে কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা আছে যথা—প্রথমটী বেহেস্তের কওছর নামক নদী (নহর) হজরত রছুলকে তাহার পানি ও তাঁহার উম্মতকে বেহেস্তে পান করাইবার জন্ত খোদা দিয়াছেন। এই কওছরের বিস্তর বর্ণনা হাদিছ তফছিরে আছে। খোদা হজরত (আঃ) কে ও তাঁহার উম্মতকে যে অতি উচ্চ মরতবা দান করিয়াছেন তাহা এই আয়েতে প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়টীতে নামাজ পড়িতে ও কোরবাণী করিতে এই আয়েত দ্বারা মানুষকে তাকিদ করিয়াছেন। তৃতীয় আয়েতটীতে হজরত (আঃ) র সহিত আছ্‌ ও অন্যান্য আরবের কাফেরগণ কিরূপ শত্রুতা করিত ও এজন্ত খোদা তাহাদিগকে কত বড় শত্রু জানিতেন তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বাউলগণ বলে তোমার শত্রুকে কোরবাণী কর, তাহা না করিয়া—গরু ছাগল কেন জবেহ্‌ কর। তাহাদের এ তর্ক অমূলক।

মওজুয়াত মোল্লা আলি কারী কেতাবে আছে;—

موتوا قبل ان تموتوا قال العسقلانی انه
غير ثابت قلت هو من كلام الصوفية المعنے موتو

اختيـارا قبل ان تموتوا اصطرار او المراد بالموت الاختيـاري ترک الشهرة واللهوات  و ما يترتب عليها من الذلات والغفلات

তোমরা তোমাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে মরিয়া যাও। ইহা হাদিছ বা কোরআণ নহে, এ সুফি ওলি গণের কথা। মৃত্যু দুই প্রকার—এখ্‌তেয়ারী ও বে-এখ্‌তেয়ারী। যাবতীয় বদ্‌কার্য্য হইতে নিজ কুপ্রবৃত্তিকে ( নফ্‌ছ আম্মারা ) মারিয়া ফেলা এখতেয়ারী মৃত্যু ও সংসার হইতে দেহ ত্যাগ করার নাম বে-এখতেয়ারী মৃত্যু। মরিয়া যাও তোমরা মারিবার পূর্ব্বে, অর্থে—তোমরা তোমাদের দেহত্যাগ করার পূর্ব্বে নিজ কুপ্রবৃত্তিকে মারিয়া ফেল। এমতঅবস্থায় কেমন করিয়া বাউলগণ যাবতীয় কুৎসিত জঘন্য পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত থাকিয়া নিজেকে এই আরবী এবারতে মৃত্যু প্রমাণ করে। এবং বলে আমরা ছিনায় মারফতি এলেমের দ্বারা মরিয়া গিয়াছি। সুতরাং আমাদের নামাজ রোজা ইত্যাদির আবশ্যকতা ও হালাল হারাম বিচারের দরকার নাই। আমাদের দেল কোরআণ যাহা বলে তাহাই পূর্ণ করা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট

মেশকাতশরিফে আছে :—

اني اخشاكم لله و اتقاكم له لكـن اصوم

و افطروا صلی وار قد واتزوج النساء فمن رغب
غبا عن سنتی فلیس منی متفق علیه -

"হজরত (আঃ) বলিলেন আমি তোমাদের অপেক্ষা খোদাকে বেশী ভয় করি ও পরহেজগারী করি। কিন্তু আমি রোজা রাখি, এফতার করি, নামাজ পড়ি, শয়ন করি ও বিবাহ করি। আমার এই সকল কার্য্যকে যে ব্যক্তি এনকার করিবে সে আমার উম্মত নহে। (বোখারিও মোছলেম) তবে কি কারণে বাউলগণ প্রকাশ্যভাবে নামাজ, রোজা ইত্যাদি যাবতীয় শরিয়তের কার্য্য ত্যাগ করতঃ নিজকে মোছলমানের দরবেশ ফকির বলিয়া দাবী করে।?

পবিত্র কোরআণ ছুরা বনি এছরাইল, তফছির কবির, আব্বাছ, জালালায়েনে আছে—

قوله تعلی و من کان هذه اعمی فهو فی
الا خرة اعمی و اضل سبیلا * لاشک انه لیس
المراد من قوله تعلی و من کان هذه اعمی فی
الا خرة اعمی عمی البصر - بل المراد منه عمی
القلب قال عکرمة جاء نفر من اهل ایمن الی
ابن عباس رض فساله رجل عن هذه الایات فقال
اقرأ ما قبلها فقرأ ربکم الذي یزجی لکم الفلك
في البحر الی قوله تفضیلا - قال ابن عباس رض
من کان اعمی في هذه النعم التی قدرای و

عاين فهو فى الآخرة التى لم يرو لم يعاين اعمى
و اضل سبيلا - و عنـه قال من كان فى الدنيا
اعمى عمايرى قدرتي في خلق السموات والارض
والبحار والجبال و الناس والدواب فهو عن الاخرة
اعمى و اضل سبيلا - فمن كان في هذه الدنيا
اعمى القلب حشـر يوم القيامة اعمي العين
والبصر - كما قال نحشره يوم القيامة اعمى -
قال رب لم حشرتني اعمي و قد كنت بصيـرا
قال كذلك آتتك ياتنا فنسيتها وكذ لك
اليوم تنسى و من كان في الدنيا كافرا ضالا فهو
في الاخرة اعمـي - فهو في الاخرة اعمى عن
الطريق الجنة -

পবিত্র কোরআণে খোদাতাআলা বলিতেছেন "যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে অন্ধ থাকিল সে ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ থাকিবে এবং সে পথভ্রষ্ট। এই আয়েতে অন্ধ অর্থ বাহ্যিক চক্ষু অন্ধ হওয়া নহে, অন্তরের চক্ষু অন্ধ হওয়ার অর্থই বটে। এই আয়েত উপরের আয়েতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) কে দেশীয় এক ব্যক্তি এই আয়েত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহাকে এই আয়েতের উপরের আয়েত পড়িতে বলিলে সে তাহা

উপকারের নিমিত্ত সমুদ্র-উপরে নৌকা জাহাজ পরিচালনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সৃজিত বস্তু হইতে বিবেচনা জ্ঞানহীন অন্ধ, সে পরকালেও অন্ধ পথভ্রষ্ট। তিনি আরও বলিয়াছেন আছমান, জমিন, সমুদ্র, পর্ব্বত, মানুষ ও পশুর সৃষ্টি মধ্যে খোদাতায়ালার কুদরত, ক্ষমতা, নিপুণতা সম্বন্ধে যে ব্যক্তি অজ্ঞ ও অন্ধ সে আখেরেতে অন্ধও পথভ্রষ্ট। ইহকালে যে ব্যক্তির হৃদয়-অন্তর অন্ধ পরকালে ও তাহার হৃদয় ও চক্ষু উভয় অন্ধ হইবে। যথা খোদা বলিয়াছেন, কেয়ামতে তাহাকে অন্ধ করিয়া উঠাইব—সে বলিবে হে খোদা, দুনিয়াতে আমি চক্ষুওয়ালা ছিলাম এক্ষণ কেন অন্ধ হইলাম? তদুত্তরে খোদা বলিবেন, পৃথিবীতে তোমার নিকট আমার আদেশবাণী আসিয়াছিল কিন্তু তুমি তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে তজ্জন্ত আজকে তোমাকে ভুলিয়া যাওয়া হইবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কাফের—পথভ্রষ্ট সে ব্যক্তি আখেরাতে অন্ধ অর্থাৎ সে বেহেশতের পথ হইতে অন্ধ।"

অতএব জগতের সৃষ্ট বস্তু মধ্যে খোদাতায়ালার কুদরত কার্য্য-কৌশল দর্শন করতঃ খোদার অসীম ক্ষমতা বুঝিবার যাহার শক্তি নাই—সেই ব্যক্তিকে ইহকালের ও পরকালের অন্ধ বলিয়া খোদা এই পবিত্র আয়েতে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বাতেল ফকিরগণ যে বলে, এই চক্ষে প্রকাশ্যভাবে দুনিয়াতে যে ব্যক্তি খোদাকে দেখিতে পাইবে না, সে ব্যক্তি ইহকালে পরকালে অন্ধ। পরকালে খোদাকে দেখিতে

হইবে এই জগতেই নিজ চর্ম্ম চক্ষে খোদাকে দেখিয়া রাখিতে
হইবে। উহা নিতান্ত ভিত্তিহীন।

নিজ চর্ম্ম চক্ষে খোদাকে দেখিয়া রাখিতে হইবে
নতুবা পরকালে খোদাকে দেখিতে পাইবে না, অন্ধ হইবে
বাউলগণ এই কথা উল্লিখিত আয়াতে কোথায় পাইল?
এই আয়েতের মিথ্যা অর্থ পেশ করিয়া বাউলগণ যে দাবী
করিয়া থাকে, তাহা অমূলক ধোকা মাত্র।

শামী, আলমগিরী ও এহইয়াওল উলুম কেতাবে
আছে :—

لا صلوة الا بحضور القلب * يجب حضور
القلب عند التحريمة - فلو قلبه اشتغل بتفكر
مسئلة في اثناء الاركان فلا تستحب الا عادة
و قال تعالي لم ينقض اجره الا اذ قصره - قيل
يلزم فى كل ركن ولا يواخذ بالسهو لانه معفو
عنه والخزانة يستحق ثوابا كما في المنية - لم
يعتبر قول من قال لا قيمة الصلوة من لم يكن
قلبه فيها معه - وهو لزوم الا ستحضار عند
الشروع - و من عجز عن احضار القلب يكفيه
اللسان • فلا يمكن ان يشترط على الناس
احضار القلب فى جميع الصلوة فان ذلك يعجز

الاستيعاب الضرورة فلا مرن له الا ان يشترط منه
ما ينطلق عليه الاسم ولو فى اللحظة الواحدة
و اولى اللحظة به لحظة التكبير - حضور القلب
هو روح الصلوة و ان اقل مايبقى به رمق الروح
الحضور عند التكبير فالنقصان منه هلاك و يقدر
الزيادة عليه تنبسط الروح في اجزاء الصلوة

অর্থাৎ হুজুরী দেল (একাগ্রচিত্ত) না হইলে নামাজ হয় না অর্থাৎ তহরিমা বাঁধিবার সময় হুজুরী দেল হওয়া ওয়াজেব। সুতরাং নামাজ পড়িবার সময় নমাজীর মন যদি অন্য কোন রূপ চিন্তায় মগ্ন হয় তবে নামাজ দোহরানের আবশ্যক। বজলি (রঃ) বলেন, ইহাতে নামাজের কোন আর্কান যদি পরিত্যক্ত না হয় তবে ছওয়াব কমিবেনা। কেহ বলেন প্রত্যেক রোকনে হুজুরী দেল হওয়া আবশ্যক ভুলক্রমে কোন রোকনে হুজুরী দেল না হইলে তাহা মাফ। খাজনা ও মুনিয়া বলে ছওয়াব পাইবে। যে ব্যক্তি বলে হুজুরী দেল ব্যতীত নমাজের কোন মুল্য নাই, তাহার কথা প্রত্যয় করার যোগ্য নহে। নামাজ আরম্ভ করিবার সময় হুজুরী দেল হওয়া আবশ্যক। আলমগীরি বলে, যে ব্যক্তি হুজুরী দল করিতে অক্ষম তাহার নামাজ ছুরা ইত্যাদি পাঠ করিয়া আদায় করিলেই হইবে। নমাজের

অতি অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত বাকী যাবতীয় লোকেই এই সর্ত্ত পালন করিতে অক্ষম যেহেতু নমাজে আগাগোড়া হুজুরী দেল সম্ভবপর নহে। তজ্জন্ত তহরিমা বাঁধিবার সময় এক মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্ত হুজুরী দেলের সর্ত্ত করা হইয়াছে। হুজুরী দেল নমাজের প্রাণ। অতি সামান্য প্রাণ থাকিলে যেরূপ প্রাণী মরে না তহরিমা বাঁধিবার সময় মাত্র হুজুরী দেল হইলেও তদ্রূপ নমাজ নষ্ট হয় না। নমাজে হুজুরী দেল যতই কম হইবে, নমাজের ছওয়াব ও ততই কম হইবে এবং যে পরিমাণে হুজুরী দেল বেশী হইবে সেই পরিমাণ ছওয়াব ও বেশী হইবে। নামাজী যাহাতে আগাগোড়া হইতে হুজুরী দেল হইয়া নামাজ পড়িতে পারে সে জন্ত নমাজীকে আপ্রাণ চেষ্টা করা অতি আবশ্যক।

উপরি লিখিত দলিলে প্রমাণিত হইল যে তহরিমা বাঁধিবার সময় একটু মাত্র হুজুরী দেল হইলেই নমাজ হইবে। তবে যে বাউল ফকিরগণ সরল মোছলমানদিগকে এই বলিয়া ধোকা দিয়া থাকে যে মোছলমানের কেতাবে আছে নমাজে হুজুরী দেল না হইলে নামাজ পড়া বৃথা, যেহেতু নমাজে হুজুরী দেল হয় না সুতরাং নমাজ পড়ার দরকার কি? খোদাকে নিজ চক্ষে না দেখিয়া নামাজ পড়িলে নমাজ হইতে পারে না। আগে নিজ চক্ষে খোদাকে দেখ, হুজুরী দেল ও ইমান খাঁটি কর, তারপরে নমাজ পড়িতে

পায়। না পড়িলেও ক্ষতি নাই। এইরূপ নানা প্রকার ছলনা দ্বারা মূর্খ মোছলমানদিগকে ধোকায় ফেলিয়া শরীয়তের ফরজ কাজ নমাজ হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করার কারণে তাহারা কাফের—শয়তান।

ছুরা হদিদ তফছির খাজেন, মদারেক ও তফছির কবিরে আছে ;—

وهو معكم اينما كنتم * اى بالعلم والقدرة
فليس ينفك احد من تعليق علم الله تعلى
و قدرته - اينما كان من الارض او سماء براو بحرا
و قيل معكم بالحفظ و الحراسة

অর্থাৎ খোদাতায়ালা বলিতেছেন, তোমরা যেখানেই কেন থাক না খোদাতায়ালা তোমাদের সঙ্গে—খোদাতায়ালার শক্তি জ্ঞান ও কুদরতের বাহিরে কেহই নাই। স্বর্গে, মর্ত্তে, জঙ্গলে, সমুদ্রে, যেখানে যা আছে খোদাতায়ালা নিজ এলেম, জ্ঞান ও কুদরত দ্বারা রক্ষা ও নেগাহবানী করিতেছেন অর্থাৎ খোদাতায়ালার শক্তি জ্ঞান কুদরত তাঁহার স্বজিত বস্তু মাত্রেরই উপরে আছে। অতএব এই আয়েতের অর্থ করিয়া বাউলগণ যে বলে "মানুষের সহিত স্বয়ং খোদা আছেন সুতরাং প্রত্যেক মানুষেই খোদা" ইহা মূর্খতা ও এই বিশ্বাসে তাহারা কাফের—শয়তান।

পবিত্র কোরআন তফছির কবিরে আছে ;

قال الله تعلي و اذ قلنا للملئكة اسجدوا
لادم فسجدوا - نفخت فيه من روحى - معني
الروح و الراحة و الفرح

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন "আদমকে ছেজদা করিবার জন্য আমি ফেরেশতাগণকে হুকুম করিয়াছিলাম এবং তাহারা ছেজদা করিয়াছিল। ফুকিয়াছিলাম আদমের ভিতরে আমার রুহ্। রুহ্ অর্থে অনুগ্রহ, আরাম, সন্তুষ্টি।

অর্থাৎ খোদা বলিয়াছেন যে আদমের শরীরে আমার অনুগ্রহ দান করিয়াছি (ফুকিয়াছি) ও আদমকে সর্ব্ব উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছি। এজন্য আদমকে (হঃ) খোদাতায়ালা তাঁর অনুগ্রহ এলেমের সম্মানার্থে ফেরেশতা-গণকে ছেজদা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। স্থান-কাল ভেদে আদব সম্মানের বহু কায়দা কানুন আছে। আমরা যেমন শ্রেণী মত ছোট বড়কে ছালাম, কালাম, মোছাফা ইত্যাদি দ্বারা আদব, তাজিমের কায়দা, কানুন রক্ষা করিয়া থাকি এইরূপ ফেরেশতাগণের পক্ষে ও আদম (আঃ) বাদসাহ উচ্চ সম্মানি বলিয়া আমাদের ন্যায় আদাব ছালাম দ্বারা তাহার তাজিমের কার্য্য সম্পূর্ণ না করাইয়া ছেজদার দ্বারা তাঁহার তাজিম করিবার জন্য ফেরেশতাগণকে

(আঃ)কে ফেরেশতাগণকে খোদা জানিয়া ছেজদা করিবার জন্ত খোদাতায়ালা আদেশ করেন নাই। তবে যাউল ফকির উপরোক্ত আয়েত দ্বারা যে বলিয়া বেড়ায়, আদম (আঃ) এর ভিতরে খোদা ছিল বলিয়া ফেরেস্তাগণের প্রতি আদমকে ছেজদা করিবার হুকুম হইয়াছিল ও সেজন্ত তাহারা মানুষকে ছেজদা করে। এজন্ত তাহারা কাফের।

পবিত্র কোরআন তফছির কবির, খাজেন প্রভৃতিতে আছে ;—

قال الله تعلي يسئلـونك عن المحيض
قل هو اذى فا عتزلو النسـاء فى المحيض الخ
لان دم الحيض فاسديتولد من فضلـة تد فعهـا
طبيعت المـرأة من طريق الرحم و لواحتبسـت
تلك الفضلـة لمرضة المرأة فذلك الدم جاري
مجرى البول والغائط فكان اذى و قذرا

"খোদা বলিয়াছেন হে রছুল (আঃ) তোমাকে লোকে হায়েজের (রজঃ) বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও উহা খারাব (গান্দা); হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করিওনা।

হায়েজ স্ত্রীলোকের শরীরের অতিরিক্ত দূষিত রক্ত, প্রস্রাব পায়খানা তুল্য। তাহা বন্ধ করিয়া ফেলিলে ব্যারাম নিশ্চিত। তাহার গন্ধ অতি খারাব। অন্তান্ত

রক্তের মত নহে। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত ও অকর্ম্মা প্রস্রাব পায়খানা শরীর হইতে বহির্গত না হইলে শরীর যেমন অসুস্থ হইয়া যায় এইরূপ হায়েজের বিষাক্ত রক্ত শরীরে আবদ্ধ থাকিলে ব্যারাম অবশ্যম্ভাবী। সেই রক্ত এত অপবিত্র যে হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হইতে খোদা নিষেধ করিয়াছেন ও স্ত্রী লোকদিগকে হায়েজের নাপাকী অবস্থা হইতে গোছল দ্বারা পবিত্র হইতে হুকুম করিয়াছেন। তবে বাউল ফকিরগণ যে বলে, তুমি যখন মাতৃ গর্ভে ছিলে তখন তোমার মাতার হায়েজের রক্ত তোমার পবিত্র খাদ্য ছিল; এবং তোমার শরীর তাহাতে গঠিত অতএব এখন তাহা পান করা একান্ত আবশ্যক। যে হায়েজের রক্ত প্রস্রাব পায়খানা তুল্য, অত্যন্ত বিষাক্ত ও নাপাক তাহা দ্বারা মাতৃগর্ভে সন্তান প্রতি পালিত হওয়ার প্রমাণ করা অত্যন্ত জঘণ্য। মাতৃগর্ভে সন্তানের আহারী দ্রব্য অন্য প্রকারে পবিত্রতার সহিত খোদা যোগাইয়া থাকেন। মাতৃগর্ভে গর্ভস্থ সন্তান মাতার অংশ বিশেষ। সুতরাং যে সমস্ত ভক্ষিত এবং মাতার শরীরকে পরিপুষ্ট করে তদ্বারাই গর্ভস্থ গৃহিত আহারের সাহায্যে বাচিয়া থাকে ও বর্দ্ধিত হয়।

যে হাওজ কওছরের প্রশংসা খোদাতায়ালার পবিত্র ক্কোরআন ও রছুলের (দঃ) হাদিছ, শরিফে বিস্তৃত ভাবে

একবার পান করিলে বহু দিন যাবত পিপাসা হইবে না, যে হওজ কওছর খোদাতায়ালা বেহেস্তিগণের সন্মানার্থে তাঁহার প্রিয় নবিকে দান করিয়াছেন—বাউলগণ সেই হওজ কওছরকে হায়েজ কওছর নাম রাখিয়া স্ত্রীলোকের হায়েজের রক্ত প্রমাণ করিয়া পান করে। কারণ তাহারা নাপাক, কাফের। নাপাক নাপাকই ভালবাসে। খোদা কোরয়ান শরিফে বলিয়াছেন, "আল্ খবিছাতে লিল্ খবিছায়ন" নাপাক নাপাকের জন্যই।

তম্বিহুল মোন্‌কেরিন, ফৎহুল গায়েব প্রভৃতি কেতাবে আছে;—

مالنا طرق الى الله الا على وجه المشروع
الطريق كلها مسدود على الخلق الا من اقتضے
اثر الرسول صلعم ٭ ما اتخذ الله وليا جاهلا
من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه
ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد
تحقق الحقيقة لايشهد عليها الشرع فهى
زندقة - ومن لم يكن الشرع رفيقه في جميع
احواله فهو هالک مع الهالكين - ان طريقتنا
مشيدة بالكتاب والسنة - كل طريقة ردته
الشرع فهو زندقة - ليست الحقيقة خارجة عن

دینکم - فسئلو اهل الذکر- خلاف پیمبر کسے راہ گزید * کہ هرگز بمنزل نخواهد رسید * قال با یرید رح لو نظرتم الي رجل اعطی من الکراسة یرتقی فی الهواء فلا تغتروابه حتي تنظرونه کیف تجدونه عند الامروالنهي وحفظ الحدود واداء الشریعة فلما لا تصح الصلوة بدون الطهارة لایصح الارشاد بدون العلم *

"ফকিরি, দোরবেশী করিতে গেলে শরীয়তের পথে চলিতে হইবে ও হজরত রছুল (আঃ)র পদ অনুসরণ করিতেই হইবে। মূর্খকে খোদা অলি করেন না। জাহেরা এলেম ব্যতীত দোরবেশী করিতে গেলে কাফের হইবে। ওজু না হইলে যেমন নামাজ সিদ্ধ নহে ঐরূপ জাহেরা এলেম না হইলে দোরবেশী সিদ্ধ নহে। যে দোর-বেশের শরীয়ত সঙ্গি নহে সে ধ্বংস হইবে। তরিকত, মারফত, কোরআন, হাদিছ দ্বারা মজবুত করা হইয়াছে, যে তরিকত, মারেফতকে শরীয়ত রদ করে সে কোফরী। হকিকত, তরিকত, মারফত শরীয়ত ছাড়া নহে। এলমে জাহেরীকে দিন এছলাম বলে। যে কার্য্য করিবে, জাহেরা আলেমদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর। যে ব্যক্তি হজরত (আঃ)র খেলাফ করিবে তাহার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। হজরত বায়েজীদ (রঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি

যগুপি বোজর্গী কেরামতিতে শূন্যে বাতাসে ও উড়িয়া বেড়ায় তাহাতে তোমরা ধোকা খাইও না। দেখ তোমরা, সে কোরয়ান, হাদিছের হুকুমকে কিরূপ ভাবে রক্ষা করিতেছে ও শরীয়াতের উপরে কি ভাবে চলিতেছে। এই সকল উক্তিতে প্রমানিত হইল যে শরীয়াতের খেলাফ এক চুল পরিমান চলিলে সে কথনই মোছলমান দোরবেশ অলি] হইতে পারে না—যদি ও সে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে শয়তান, দেও, পরী, পাখী কম নহে। অর্থাৎ শরীয়াত বিরোধী দোরবেশ নামধারী যে প্রকারেই বোজর্গী, কেরামতি দেখায় না কেন, সে সব শয়তানের শক্তিতে করিয়া থাকে। অর্থাৎ বাউল ন্যাড়ার ফকির শরীয়াত বিরোধি কাফের সুতরাং তাহাদের দোরবেশ, অলি, শাহ, ফকীরের দাবী বৃথা ও জাহান্নামের পথ।

قال حضرت الشيخ نصيرآبادی رح ما دامت الا شباح باقيــة فان الامر والنهى باق و التحليل والتحريم مخاطب به *

অর্থাৎ হজরত শেখ নছিরাবাদী (র) বলিয়াছেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ-শরীর বাঁচিয়া থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোরয়ান, হাদিছের নিষেধ আজ্ঞা ও হালাল হারামের হুকুম তাহার উপর চলিতে থাকিবে। তবে বাউল যে

উপর চলা ও হালাল হারাম বিচারের আমাদের আর দরকার করে না—এ ধোকায় শয়তান তাহাদিগকে সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

ছুরা হদিদ তফছির কবির, খাজেন প্রভৃতিতে আছে ;—

قال الله تعلى هو الاول و الاخر و الظاهر
والباطن و هو على كل شيء عليم *

"খোদা বলিয়াছেন—তিনি সর্ব্ব প্রথম, তিনি সর্ব্ব শেষ, তিনিই জাহের, তিনিই বাতেন আর তিনিই সমস্ত বস্তুকে জানেন। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে খোদা ছিলেন ও সমস্ত ধ্বংসের পরে ও তিনি থাকিবেন। তাঁহার যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুগুলিই তাহার অস্থিত্বের প্রমাণ জাহেরা ভাবে করিতেছে। আর "তিনি বাতেন" অর্থে তিনি সর্ব্ব বস্তুর (বাতেন) ভেদের বিষয় জানেন। অতএব বাউলগণ উক্ত আয়েতের মানিতে জগতের সমস্ত বস্তুকেই খোদা বলিয়া প্রমাণ করে ইহা তাহাদের মূর্খতা ও কাফেরী বিশ্বাস মাত্র।

ছুরা ছেজদা তফছির কবির, খাজেন, জালালায়নে আছে ;—

قوله تعلى سنريهم ايتنا فى الافاق و فى
انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق او لم يكف
بربك انه على كل شيء شهيد * الا انهم ف

مرية من لقـاء ربهم الا انه بكل شيء محيط *
سنريهم يا محمد اهل مكة ايتنا علامة عجائبنا
و وجد انيتنا و قدرتنـا فى الافاق فى اطراف
الارض من مسـاكن الذين من قبلهم مثل عاد
و ثمود والذين من بعد هم و فى انفسهم و نريهم
فى انفسهم من الامراض و الا وجاع والمصائب
و غير ذلك حتى يتبين لهم انه الحق انمـا
يقول لهم النبى هوالحق اولم يكف ربك اولم
يكفهم ما بين لهم من اخبـار الامم الماضية
من غيران يريهم * انه على كل شيء من اعما
لهم شهيد الا انهم اهل مكة فى مرية فى شك
و ان يذابين لقـاء ربهم من البعث بعد الموت
الا انه بكل شيء من اعما لهم و عقوبتهم محيط
عالم - قلنـا قوله بكل شيء محيط يقتضى ان
يكون علمه محيطا بكل شيء من الاشياء *

অর্থাৎ খোদা বলিতেছেন, হে মোহাম্মদ (আঃ) অল্প দিন মধ্যে আমি মক্কাবাসীদিগকে আমার আশ্চর্য্যজনক আলামত, চিহ্ন, কুদরত ও আমার একত্ব দুনিয়ার আতরাফে তাহাদের পূর্ব্বের আদ, ছামুদ, প্রভৃতির ধ্বংসের ন্যায় ও মক্কাবাসীদের প্রাণের ভিতর আমি আমার

বিমুখ মছিবত প্রভৃতি তাহাদিগকে দেখাইব। বলিবেন নবি তাহাদিগকে যে দীন্ এছলাম সত্য। পূর্ব্বকালের লোকের সংখ্যা খোদাতায়ালা যাহা দিতেছেন ইহা কি তাহাদের পক্ষে যথেষ্ঠ নহে? তিনি তাহাদের কার্য্য সমুহ জানেন। মক্কাবাসী কাফেরগণ মৃত্যুর পরে খোদা-তায়ালার সাক্ষাৎ হওয়াতে কি সন্দেহ করিয়া থাকে? মক্কাবাসী কাফেরগণের মধ্যে যাহাদের শাস্তি হইবে খোদাতায়ালা তাহাদিগকে ঘিরিয়া আছেন। অর্থাৎ এই আয়েতে কাফেরগণের উপরে মোছলমানের আধিপত্য মক্কা এবং মক্কার আতরাফ সমূহ মোছলমানের অধীনস্থ হইবে ও পূর্ব্বের আদ, ছামুদ কাফেরগণের ন্যায় মক্কাবাসী কাফেরগণ ধনে প্রাণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অসুখ, বিসুখ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নানাপ্রকার প্রাণে কষ্ট পাইবে ও মোছলমান-দিগকে দীন দুনিয়ার শক্তিশালী ও এজ্জত সম্মানে ভূষিত করিয়া মক্কাবাসী কাফেরদিগকে এই খোদার একত্ব শক্তি, কুদরত, চিহ্ন, অসীম ক্ষমতা দেখাইবেন ইত্যাদি সংবাদ খোদাতায়ালা হজরত রছুল ( আঃ ) কে এই আয়েত দ্বারা দিয়াছেন। তবে বাউলগণ এই আয়েত দ্বারা সমস্ত বস্তুকে খোদা প্রমাণ করে কিরূপে? এই আয়েতের মানী বিপরীত করায় বাউলগণ কাফের।

পবিত্র কোরআণ ছুরা নজম, জাছিয়াতে আছে—

قال الله تعالی ان هي الاسميتموها انتم و
اباؤکم ما انزل الله من سلطان * ان يتبعون
الا الظن و ما تهو الا نفس و لقد جاء هم من
ربهم الهدی * و ما لهم به من علم ان يتبعون
الا الظن و ان الظن لا يغنی من الله شيا *
افرءيت من اتخذ الهه هوا * واضله الله علی
علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی
بصره غشوة *

অর্থাৎ খোদা বলিয়াছেন "এই সকল নাম তোমরা ও তোমার বাপ, দাদা রাখিয়াছে তাহার প্রমাণ ( দলিল ) খোদাতায়ালা তোমাদিগকে দেন নাই। তাহাদের নিকট খোদার পক্ষ হইতে হেদায়েত আসা সত্বেও তাহারা নিজের কুপ্রবৃত্তির দ্বারা নিজ অনুমানের উপরে চলিতেছে, তাহারা নিজে তাহা জানে না। সত্যের সম্মুখে অনুমান কোন বস্তুই নহে। হে নবি ( আঃ ) তুমি কি দেখিয়াছ যাহারা নিজ কুপ্রবৃত্তিকে খোদা বানাইয়াছে এজন্ম জ্ঞান থাকা সত্বেও খোদা তাহাদিগকে গোমরাহ্ করিয়াছেন ও তাহাদের কাণেতে, মনেতে মোহর লাগাইয়াছেন আর তাহাদের চক্ষের উপর পরদা করিয়াছেন।" বাউলগণ যে প্রকার কার্য্যকলাপকে মারফতি নাম দিয়াছে তাহার

প্রমাণ কোরআণ ও রছুলের ( আঃ ) হাদিছে নাই। এমন কি জগতের সৃষ্টিকাল হইতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের আমলেও এইরূপ জঘণ্য, কুৎসিত মারফতি নামধারী শয়তানের দলের সৃষ্টি হয় নাই। তাহারা নিজ কুপ্রবৃত্তিকে খোদা জানিয়াছে এজন্য তাহারা মোছলমানের বংশধর হইয়া কোরআণ হাদিছের সংবাদ জানিয়া তাহা ত্যাগ করতঃ নিজের শয়তানি অনুমানের উপর চলিতেছে। সুতরাং তাহাদের জ্ঞান, হুস্ থাকা সত্বেও তাহারা সনাতন এছলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে বিধায় তাহারা কাফের।

পবিত্র কোরআণ ছুরা নেছাতে আছে—

قال الله تعلى و من يشاقق الرسول من
بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل
المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و
ساءت مصيرا *

অর্থাৎ খোদা বলিতেছেন "হেদায়েতের সংবাদ শুনিয়া বা দেখিয়াও যে হজরত রছুল ( আঃ ) এর খেলাফ করে ও মোমেনগণের পথে চলে না; আমি চালাইব তাহাদিগকে, যে পথে তাহারা চলিতেছে। অত্যন্ত খারাব স্থান দোজখে তাহাদিগকে ফেলিব। অতএব উক্ত বাউল-গণ মোছলমানের দাবি করিয়া কোরআণ হাদিছের বিষয়

খেলাফ করে ও মোছলমান যেরূপ ভাবে চলে সেরূপ ভাবে তাহারা না চলে, তবে নিশ্চয়ই তাহারা জাহান্নামী।

ছুরা মোম্‌তাহেনা, তওবা, হুদ, ও ছেহাছেত্যায় আছে,—

قال الله تعلى يايها الذين امنو لا تتخذوا
اباء كم و اخوانكم اوليــاء ان استحبوا الكفر على
الايمان و من يتولهم منكم فاولئک هم الظلمون
يايها الذين امنــوا لا تتخذوا عدوى و عدوكم
اوليــاء تلقوا اليهم بالمودة و قد كفروا بما جاء كم
من الحق * يايهــا الذين امنوا لا تتولوا قوما
غضب الله عليهم * قال صلى الله عليه وسلم
من رأى منكم منكرا فيلغير بيده فان لم يستطع
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبــه ذلک اضعف
الايمان *

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, হে ঈমানদারগণ তোমার পিতা ও ভ্রাতাগণ যদ্যপি ঈমানের (দিন এছলাম) অপেক্ষা কোফরীকে ভাল জানে (পছন্দ করে) তাহা হইলে তাহাদের সহিত (তোমরা দোস্ত (বন্ধুত্ব) রাখিও না। যে ব্যক্তি তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখিবে তাহারা অত্যাচারী। হে ঈমানদারগণ, আমার এবং তোমার শত্রুদিগের সহিত দুস্তি রাখিও না। তোমরা তাহাদিগের সহিত দুস্তি করিতেছ, আর তাহারা

তোমাদের নিকট যে সত্য কোরআন আসিয়াছে, তাহাকে এনকার করিয়াছে। হে ঈমানদারগণ, যে কওমের ( জাতি ) উপরে খোদা রাগান্বিত হইয়াছেন, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না। হজরত রছুল ( আঃ ) বলিয়াছেন, তোমরা বদ কার্য্য দেখিলে তাহাকে হাত দ্বারা পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা কর, যদ্যপি তাহা না পার তাহা হইলে বাক্য দ্বারা চেষ্টা কর যদ্যপি তাহাও না পার তাহা হইলে মন হইতে এনকার ( ঘৃণা ) করিয়া সে বদ কার্য্য হইতে সরিয়া আস অর্থাৎ ধর্ম্মের দিক দিয়া যাহারা তোমাদের সহিত শত্রুতা করে তাহাদের সহিত তোমরা বন্ধুত্ব স্থাপন করিও না ও বদ কার্য্যকে দূর করণার্থে শক্তি মত চেষ্টা করিবে। অতএব বাউল ন্যাড়ার ফকিরগণ পবিত্র এছলামকে ত্যাগ করতঃ কোরআণ হাদিছকে এনকার করিয়া কোফরী পছন্দ করিয়াছে ও নানা প্রকার ছলে কৌশলে এছলাম ও কোরআণকে ধ্বংস করিবার মানসে বিষম ধোকার জাল পাতিয়াছে এজন্য তাহাদের বাপভাই, চাচা, মামু, নানা ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন অথবা কোন মোছলমান তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারে না এবং তাহাদের বাউল ফকিরি মত বদ ও জঘণ্য আচার ব্যবহার গুলিকে দূর করিবার জন্য প্রত্যেক মোছলমানের শক্তি অনুসারে চেষ্টা করা আবশ্যক। যে সকল মোছলমান বাউলগণের

তাহাদের গান বাজনার মজায় পড়িয়া সামাজিকতায় স্থান দেয় তাহারাও বাউল ন্যাড়া ফকিরদের ন্যায় এছলাম ও কোরআনের শত্রু।

শামী কেতাবে আছে ;—

من يدعى التصوف انه بلغ حالة بينه و بين الله تعلى اسقطت عنه الصلوة و حل له شرب المسكر والمعاصى و اكل مال السلطان فهذا لاشك فى وجوب قتله از ضرره فى الدين اعظم و ينفتح به باب من الاباحة للا ينسد و ضرر هذا من باللاباحة مسطلقا فانه يمتنع عن الاصغاء اليه لظهور كفره اما هذا فيزعم انه لم يرتكب الا تخصيص عموم التكليف بمن ليس له مثل درجته فى الدين و يتداعى هذا ان يدعى كل فاسق مثل حاله ملخصا و فى نور العين عن التمهيد اهل اهواء اذا ظهرت بدعتهم بحيث توجب الكفر فانه يباح قتلهم جميعا اذا لم يرجعوا و لم يتبوا فاما بدعة لا توجب الكفر فانه يجب التعزير باى وجه يمكن ان يمنع ذلك فان لم يمكن بلا حبس و ضرب يجوز حبسه و ضربه و كذا لو لم يمكن المنع بلا سيف ان كان رئيسه و مقتدا هم جاز قتله سياسة وامتناعا

والمبتدع لوله دلالة و دعوة للناس الى بدعة
و يتوهم منه ان ينشر البدعة و ان لم يحكم بكفره
جاز للسلطان قتله سياسة و زجرا لان فساده اعلى
واعم حيث يؤثر فى الدين والبدعة لو كانت كفرا
يباح قتل اصحابها عاما و لو لم تكن كفر يقتل
معلمهم و رئيسهم زجرا و امتناعا *

( ভাবার্থ ) যে ব্যক্তি তছওয়াফ ( দোরবেশী ) দাবী করিয়া বলে যে সে খোদার নিকট এমন মরতবা পাইয়াছে যে তাহাকে নামাজ রোজা ইত্যাদি কিছুই করিতে হইবে না ও সমস্ত নেশার বস্তু ও গোণার কার্য্য তাহার প্রতি হালাল হইয়া গিয়াছে, এমন ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলা ওয়াজেব ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই কারণ তাহার অধর্ম্ম কার্য্য এছলামের অত্যন্ত ক্ষতিজনক ও এমন হারামকে হালাল করার দ্বার তাহার দ্বারা খোলা হইবে যাহা বন্ধ হইবে না। যাহারা ঐ সকল বস্তুকে একেবারে হালাল জানে ( যেমন অপরজাতি ) তাহাদের সহিত পারা যাইতে পারে কারণ সে প্রকাশ্য কাফের কিন্তু ঐ ব্যক্তি ঐ সকল কার্য্যকে খাছ মোছলমানি কার্য্য মনে করিয়া নিজকে দিন এছলামের উচ্চ মর্ত্তবায় পৌঁছিয়াছে বলিয়া ভাবে যে তাহার মত আর কেহই নহে। ইহা তাহার মত ফাছেক বদকার

আছে, কুপ্রবৃত্তির বশীভূত ব্যক্তিগণ দ্বারা যদি এমন বদকার্য্য প্রকাশ পায় যাহাতে কাফের হইতে হয় তবে তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলা মোবাহ্ (অদোষণীয়) যগুপি তাহারা বদ কার্য্যকে ত্যাগ না করে বা তাহা হইতে তওবা না করে। কিন্তু এ রকম বদকার্য্য যাহা করিলে কাফের হইতে হয় না তাহা কেহ করিলে তাহাকে যেরূপেই হউক, শাস্তির দ্বারা সে বদকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। যগুপি কয়েদ ও আঘাত ব্যতিত তাহাকে বদকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে জায়েজ আছে তাহাকে কয়েদ ও আঘাত করিতে। যগুপি ঐ বদ লোকদের ছর্দ্দারকে তরবারী ব্যতিত বদকার্য্য হইতে দুর রাখা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে সাধারণ লোককে তাহার কবল হইতে বাঁচাইবার জন্য ও শাসন হেতু তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। বদের সর্দ্দার এরূপ কার্য্যের সৃষ্টি করে যে মানুষ সেই বদকার্য্যে দলে দলে পতিত হইবার ও তাহার বদকার্য্য ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা হয় সে বদকার্য্যের দ্বারা সে যগুপি কাফের না হয় তথাপি তাহাকে শাসন জন্য মোছলমান বাদশাহর পক্ষে তাহাকে কাটিয়া ফেলা জায়েজ আছে। কারণ তাহার ফাছাদ ও কুকার্য্য দিন দিন এছলামকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে—আর যদি বদকার্য্য তাহাকে কোফরীতে পৌঁছায় তাহা হইলে সেই বদকারকে সাধারণতঃ কাটিয়া

পৌছায় তাহা হইলে সে বদকার্য্যের নিবৃত্তি হেতু শাসন ও সাধারণের ভিতরে যাহাতে বদকার্য্য প্রচার না হয় বা ছাড়াইয়া না পড়ে সেজন্য মোছলমান বাদসাহ বদকারদের শিক্ষক ও ছর্দ্দারকে কাটিয়া ফেলিবে অর্থাৎ পবিত্র দিন এছলামের ভিতর দিয়া কোন একটী নূতন "ধর্ম্ম" ও "মত" ও বদকার্য্য গজাইয়া উঠে তাহা দ্বারা দীন এছলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা না দাড়ায় ও পবিত্র শরীয়াতের চৌহাদ্দী মধ্যে অমোছলমানদের শরীয়াত বিদ্রোহীগণের কার্য্য, কলাপ, আচার ব্যবহার, নিয়ম রীতি প্রবেশ করিতে না পারে ও মোছলমান পবিত্র কোরআন হাদিছের নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে শান্তিভাবে নিজধর্ম্ম কর্ম্মকে চালনা করিতে পারে এই জন্যই শরীয়াত মোছলমান বাদসাহদের প্রতি পবিত্র এছলামের নির্দ্দিষ্ট সীমাকে স্থায়ী রাখিবার জন্য তাহার অধিনস্থ প্রজাগণকে উপরোক্ত প্রণালীতে শাসন করিতে আদেশ দিয়াছেন। অতএব উক্ত বাউল ন্যাড়ার দল পবিত্র এছলামের ভিতর দিয়া যে নূতন কুৎসীত জঘণ্য "মত" গজাইয়া তুলিয়াছে ও পবিত্র শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে ও মোছলমান দলভুক্ত থাকিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহাদের কোফরী মত সমুহকে বিস্তার করতঃ পবিত্র এছলামকে ধ্বংস করিতেছে ও মোছলমানের দোরবেশ, অলি সাজিয়া মোছলমানকে ধোকায় ফেলিতেছে এমতাবস্থায়

তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা যাহা ঘটিত তাহা তাহারা একবার ভাবিয়া দেখিলেই মোছলমানের দোরবেশ, অলি হওয়ার সাধ মিটিয়া যাইত। সুতরাং আমাদের ইংরেজ রাজ্যে বাস, তাহারই আইন কানুন অনুসারে আমাদিগকে চলিতে হয়। এজন্য পবিত্র শরীয়াতের এই সকল শাস্তি-জনক বিধান এদেশে প্রচলিত নহে। কেবল আমরা পবিত্র শরীয়াতের বিধানগুলি অবগত হইয়া ও বাউল ন্যাড়াদের মনগড়া মোছলমানি ও শাহ ফকিরীর দাবীর মাপ কাটির পরিচয় পাইয়া বৃটিশ আইনের মর্ম্মকে রক্ষা করতঃ শান্তিভাবে তাহাদের দল হইতে সকল প্রকার সামাজিকতায় সরিয়া থাকা উচিৎ।

পবিত্র কোরআন ছুরা আল এমরান, মায়েদা, লোকমান, তওবা, তফছির কবির, খাজেন, জালালায়েন প্রভৃতিতে আছে;

قال الله تعلى ولتكن منكم امة يدعون الى
الخير يأمرون بالمعروف و ينهـــون عن المنكر و
اولئك هم المفلحون * لولا ينهم الربانيون والا
حبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت لبئس ما
كانو يصنعون وما كان المؤمنون لينفـرو كافة فلولا
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين

وروى الحسن رض عن ابي بكر رضي الله تعلى
عنه يايها الناس ائتمروا بالمعروف انتهون عن
المنكر تعيشوا بخير - يعنى الاحبار والرهبان اذ لم
ينهو غيرهم عن المعاصى وهذا يدل على ان
تارك النهى عن المنكر بمنزلة منكر لان الله
ذم الفرقين فى هذه الاية - فان شغل الانبياء
و ورثتهم من العلماء هو ان يكملو فى انفسهم
و يكملوا غيرهم - اقم الصلوة أمر بالمعروف و انه
عن منكر - هو انه لا مكلف الا يجب عليه الامر
بالمعروف و النهى عن المنكر اما بيده او بلسانه
او بقلبه ان هذ التكليف مختص بالعلماء -
عن النبي صلى الله عليه وسلم من امر
بالمعروف و نهى عن المنكر كان خليفة الله فى
ارضة و خليفة رسوله و خليفة كتابه و عن علي
رضي الله تعلى افضل الجهاد الامر بالمعروف
و النهي عن المكر *

( ভাবার্থ ) অর্থাৎ খোদাতায়ালা বলিয়াছেন তোমাদের মধ্য হইতে নেক কার্য্যের দিকে আহ্বান করার জন্য একদল লোক ( আলেম ) থাকা চাই। তাহারা মন্দকার্য্য করিতে নিষেধ ও ভাল কার্য্য করিতে হুকুম করিবে, তাহা হইলে

তাহারা আপন মোকছুদকে পাইবে। আলেমগণ তাহাদিগকে গোণার কথা ও হারাম মাল খাইতে কেন নিষেধ করিতেছে না। ইহা তাহারা বড়ই খারাপ কার্য্য করিতেছে। ইহা ঠিক নহে যে, সকল মোছলমানগণ জেহাদে চলিয়া যায়। কতেক লোক প্রত্যেক জমআত হইতে থাকা চাই যে তাহারা দীন এছলাম শিক্ষা করে ও গোণার কার্য্য হইতে তাহাদের কওমকে বাঁচাইয়া রাখে। যখন তাহারা তাহাদিগের নিকটে ফিরিয়া আইসে, হইতে পারে তাহারা গোণার কার্য্য হইতে বাঁচে। পড় তুমি নমাজ, হুকুম কর ভালকার্য্য করিতে, আলেমগণ যগুপি নিষেধ না করে লোককে গোণাহের কার্য্য হইতে তাহা হইলে যাহারা গোণার কার্য্য করে তাহাদের তুল্য গোণগার হইবে। কেননা খোদাতায়ালা দুই পক্ষেরই ( আলেম ও জাহেল ) নিন্দা করিয়াছেন। পয়গম্বর আর আলেমগণের কার্য্য যে তাহারা নিজে শিখিবেন ও অপরকে শিক্ষা দিবেন। লোকদিগকে হাতে, মনে, কথাবার্ত্তার দ্বারা নেক কার্য্য করিবার জন্ম হুকুম করা আর মন্দকার্য্য হইতে বাদ রাখা প্রত্যেক মোছলমানের উপরে ওয়াজেব। বিশেষতঃ হেদায়েতের কার্য্য আলেমদিগের জন্য খাছ করা হইয়াছে। হজরত রছুল ( আঃ ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি হুকুম করে লোকদিগকে ভাল কার্য্য করিতে আর নিষেধ করে মন্দকার্য্য করিতে

সে দুনিয়াতে আল্লাহ ও রছুল এবং কোরআণের খলিফা (নায়েব)। হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, সকলের চেয়ে ভাল জেহাদ লোকদিগকে নেক কার্য্য করিতে বলা—আর মন্দকার্য্য করিতে নিষেধ করা। হজরত হাছান (রাঃ) হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, যেহেতু মানুষগণ হুকুম কর তোমরা লোকদিগকে ভালকার্য্য করিতে আর বিরত থাক মন্দকার্য্য হইতে; তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মোছলমানের উপরে ভাল পথ দেখান ওয়াজেব। বিশেষতঃ আলেমদের প্রতি একান্ত আবশ্যক ও ওয়াজেব। আলেমের চেষ্টা বিহনে কোন লোক গোম্রাহ্ হইয়া গেলে তাহার বেশী পরিমাণে দায়ী আলেমই হইবেন ও কোন ব্যক্তিকে বদরাস্তা হইতে হেদায়েতের পথ দেখাইতে পারিলে কাফেরের সহিত যুদ্ধের ছওয়াব অপেক্ষা আলেম বেশী পরিমাণে ছওয়াব পাইবেন। কোরআন, হাদিছ, তফছিরে আলেমদের দায়িত্ব বিষয় বহু কথা রহিয়াছে। সুতরাং বাউল ফকীরিমত যখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন আলেম, ফাজেল, হাজী, দোরবেশ ও যাবতীয় এছলাম ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তিগণের উপর তাহার প্রতিকার করা ওয়াজেব হইয়াছে। বিশেষতঃ আলেমগণের প্রতি এজন্য কর্ত্তব্যের অনুরোধে ও সত্য উদ্ধারের ... লিখা হইয়াছে। যদি কেহ

। একজন অন্ধকে কুয়ার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকে তাহা হইলে সে গোনাগার হইবে। হজরত রছুল ( আঃ ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হক কথা হইতে চুপ থাকে সে "বোবা" সয়তান। তবে কোন এছলাম বিদ্বেষী যদ্যপি টিটকারী করিয়া বলে যে আলেমদের এরূপ ফতওয়া লিখার আবশ্যকতা কি? যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক তাহাতে আলেমগণের বাধা জন্মান অন্যায়। তাহাদের এই কথা যুক্তিহীন ও ভিত্তি হীন।

পবিত্র কোরআনে আছে ;—

قال الله تعلى جاهدوا بامولكم و انفسكم
في سبيل الله خير لكم ان كنتم تعلمون *

"খোদা বলিয়াছেন, জেহাদ কর তোমার মাল ও নফছের দ্বারা আল্লার পথে, ইহাতে তোমাদের মঙ্গল আছে যদি তোমরা বুঝিতে পার অর্থাৎ এছলাম ধর্ম্মে অপবিত্রতামূলক কোন জিনিষ প্রবিষ্ট হইয়া বিপদাপন্ন না হয় তাহার চেষ্টা ধনে প্রাণে কর। তাহাতে যেরূপ চেষ্টাই তুমি করিবে তাহার ছওয়াব খোদার নিকট পাইবে। এছলাম অতি খাটি ও খোদার প্রিয়তম পূর্ণ-ধর্ম্ম ও নিজ শক্তি বলে বলিয়ান। এছলাম মিশন ভেজাল হইতে চিরকালই পাক পবিত্র। অপবিত্র জিনিষ তাহার ভিতরে প্রবিষ্ট

যেমন চক্ষু মধ্যে সামান্য একটু ধুলা কুটা পড়িয়া গেলে তাহা বাহির না করা পর্য্যন্ত চক্ষে অত্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা হয়, এইরূপ পবিত্র এছলামের ভিতরে একটু অপবিত্র ভেজাল প্রবেশ করিতে চাহিলে মোছলমানের প্রাণে অসহ্য আঘাত লাগে সুতরাং তাহা দূর না করা পর্য্যন্ত মোছলমানের পক্ষে জানিয়া শুনিয়া চুপ থাকা হারাম। এছলাম গুরু হজরত মোহাম্মদ (আঃ) এর জগতের শেষ দিন পর্য্যন্ত একচ্ছত্র রাজত্ব ও তাঁহারই হুকুম জারি থাকিবে। অন্য কোন নূতন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পবিত্র এছলামের ভিতর দিয়া গজাইয়া উঠিতে পারে না। তবে অনেক হিন্দু ভ্রাতা যে বলিয়া থাকেন "যে বাউল ফকিরগণ মোছলমান ধর্ম্মের খানিকটা ও হিন্দু ধর্ম্মের খানিকটা লইয়া মাঝামাঝি এক ধর্ম্ম ও মতের সৃষ্টি করিয়াছে ইহাতে মোছলমানের আপত্তি করা অন্যায়! কেননা এটাও ত একটা ধর্ম্ম"। এইরূপ অন্যায় আলোচনা ঐ ব্যক্তি করিয়া থাকে, যে নিজের ধর্ম্মের কোন খোঁজ রাখে না ও ধর্ম্মে দৃঢ় আস্থাবান নহে। অতএব বাউল ফকিরগণ হিন্দু মোছলমান উভয়েরই অর্দ্ধ অর্দ্ধ ধর্ম্ম লইয়া যে একটী ধর্ম্ম গঠন করিয়াছে মোছলমানগণ অনেক দিন হইতে তাহাদিগকে সমাজভুক্ত রাখিয়া কন্যাগণের সহিত সাদী, বিবাহ দিয়া তাহারা অর্দ্ধেক কর্ত্তব্যের ধার শোধ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া তাহাদিগকে সমাজ-

না। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের অর্দ্ধেক ভাগের কর্ত্তব্য বাউলগণের সহিত করা কি অর্দ্ধেক হিসাবে তাহাদের কর্ত্তব্য নয়? কেবল পরের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া নিজের উদারতা দেখান খাঁটি ধার্ম্মিকের কার্য্য নহে। সুতরাং বাউল ফকিরী "মত" বা "ধর্ম্ম" পবিত্র এছলামের ভিতর দিয়া গজাইয়া উঠাতে মোছলমানের প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। তাহা দূরিভূত করার জন্য বাউলধ্বংস ফতওয়া প্রচার করা হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেক মোছলমান নর নারী অর্থ চেষ্টার দ্বারা ফতওয়ার উদ্দেশ্য সাধন হেতু সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক ও ওয়াজেব। কারণ ইহাই জেহাদ।

পবিত্র কোরআন, এহইয়াউল উলুম ও হেদায়াত আছে;—

قال الله تعالی ولا تلبسو الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون * ولا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانه اثم قلبه - فکان اظهـــار الاداء واجبا - و اعلم ان مرخص فی ذکر مساوی الغیر هو غرض صحیح فی الشرع لا یمکن التوصل الیه الا به فیدفع ذلک اثم الغیبة - الاستعانة علی تغیر المنکر ورد العاصی الی منهم الصلاح - و تحذیر المسلم من الشر فاذا رأیت فقیهـــا یترددد الی مبتدع فاسق و خفت ان تتعدی الیه بدعتـه و فسقه فلک ان تکشف له بدعته و فسقه و

اذلك من اشترى مملوكا و قد عرفت المملوك
بالسرقة او بالفسق او بعيب اخر فلك ان تذكر
ذلك فان سكوتك ضرر المشترى و في ذكرك
ضرر العبد المشترى اولى بمراعاة جانبه و ان
علم انه لا ينزجر الا بالتصريح بعينه فله ان يصرح
به اذ قال رسول الله صلعم اترغبو عن ذكر الفاجر
حتى يعرفه الناس اذ كروه بما فيه حتى
يحذرالناس - التجريس بالقوم التسميع بهم
التشهير ان يطاف له في البلد و نيادى عليه
في كل محلة ان هذا شاهد الزور فلا تشهدوه
روى عن عمر رض يسخم وجهه - فقال لاحرمة
لها بعد اشتغا لها بالمحرم *

অর্থাৎ খোদাতায়ালা বলিয়াছেন তোমরা জানিয়া শুনিয়া সত্যের সহিত মিথ্যাকে মিশাইওনা ও সত্যকে ও সাক্ষ্যকে গোপন করিও না। যে ব্যক্তি সাক্ষ্যকে গোপন করিবে সে মহা পাপী হইবে। সাক্ষ্য প্রকাশ করিয়া দেওয়া ওয়াজেব। পবিত্র শরীয়তে উদ্দেশ্য সাধন হেতু গ্লানি ও কুৎসা করিতে পাপ নাই। বদ কার্য্যকে দূর করিবার ও পাপীকে সত্য পথে আনিবার জন্য গিবত নিন্দা করিলে পাপ নাই। কোন মোছলমানকে অসৎ কার্য্য হইতে ... বদকারের গিবত করাতে পাপ

হইতে পারে না। যেমন তুমি যদি কোন দিনদার আলেম কে দেখিতেছ যে তিনি অজ্ঞাত এক বদকার ফাছেক লোকের সহিত মিশামিশি করিতেছে তাহাতে যদি তোমার আশঙ্কা হয় যে সে আলেম ঐ বদকারের বদিতে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে, এ অবস্থায় ঐ বদকারের গিবত নিন্দা সেই আলেমের নিকট তোমার করা একান্ত দরকার। এইরূপ কোন এক ব্যক্তি একজন গোলাম ক্রয়ের জন্য মনস্থ করিয়াছে আর তুমি যদি গোলামের (দাস) দোষ বিষয় অবগত থাক যে, গোলামটী চোর, বদমায়েস ইত্যাদি, তাহা হইলে গোলামের দোষগুলি খরিদ্দারের নিকট প্রকাশ করিয়া বলা একান্ত আবশ্যক। যদ্যপি বা ইহাতে গোলাটীমর ক্ষতি ও ক্রেতার লাভ আছে কিন্তু গোলামের ক্ষতির চেয়ে খরিদ্দারই ইহাতে বেশী হকদার। অর্থাৎ খরিদ্দার যাহাতে ক্ষতি গ্রস্থ না হয় সে জন্য নিন্দা করিতে হইবে। যদি ইহা জানা যায় যে কোন বদকারের ঠিক বদিগুলি প্রকাশ না করিলে সে বদকার বদ কার্য্যকে ত্যাগ করিবে না তাহা হইলে তাহার ঠিক সেই বদ-কার্য্য গুলিকেই প্রকাশ করিয়া লোকের নিকট বলিতে হইবে। যেমন হজরত রছুল (আঃ) বলিয়াছেন, তোমরা বদকারের বদ কার্য্যের নিন্দা করিতে মন্দ জানিতেছ কেন? তাহার কার্য্যের গিবত নিন্দা কর তাহা হইলে তাহার কার্য্য হইতে

জন্ত বদকারকে বাজার, মহাল্লা ফিরাইয়া বেতারা দ্বারা তাহার নিন্দা করতঃ তাহা হইতে লোককে সাবধান করিতে হইবে। হজরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন বদকার বদকার্য্যে লিপ্ত হওয়ার পর তাহার কোনই সম্মান থাকে না। তিনি বদকারের বদকার্য্যের জন্ত মুখে কালি মাখাইয়া তাহা লোক সমাজে দেখাইয়া তাহার কার্য্য হইতে বাঁচিবার জন্ত লোককে সাবধান করিতে বলিয়াছেন। এই সকল উক্তি দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে অবস্থা বিশেষে ফাছেক, বদকারের কার্য্যের ও তাহাদের পরিচয় পাইয়া লোক যাহাতে সাবধান হয়, এজন্য প্রকাশ্যভাবে তাহাদের ও তাহাদের কার্য্যের (গিবত) নিন্দা করা মোছলমানের প্রতি ওয়াজেব। কোন লজ্জা বা খাতিরে পড়িয়া তাহা ত্যাগ করিলে গোনা-গার (পাপী) হইতে হইবে। এ বিষয় পবিত্র শরীয়তের কেতাবে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা রহিয়াছে। ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে বদকার ও তাহার কাযে (গিবত) নিন্দা করা পাপ নহে বরং ওয়াজেব ও ছওয়াবের কায। অবস্থা বিবেচনায় গিবত নিন্দায় পাপ পুণ্য আছে, তাহা বিজ্ঞ আলেমের নিকট সে সকল অবগত হওয়া দরকার। অতএব উক্ত বাউল ফকীরগণের কার্য্য-কলাপ শরীয়ত বিরোধী তাহা হইতে মোছলমানকে বাঁচিয়া থাকা ফরজ। সুতরাং বাউল ধ্বংস ফৎওয়া ফকিরগণের সত্য, খাঁটি, কুৎসিত, সকল আচার ব্যবহার ও মতের বিষয় যাহা মোছলমান-

দিগকে সাবধান হওয়ার জন্য লিখা হইয়াছে তাহা ধর্ম্ম ও শাস্ত্রানুমোদিত। ইহা যতই প্রকাশ হইয়া মোছলমান রক্ষা পাইবে, ততই ( পুণ্য ) ছওয়াব হইবে।

পবিত্র ছেহাছেত্তা হাদিছে রছুল ( আঃ ) বলিয়াছেন,—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا و ان
في الجسد مضغة اذا اصلحت صلح الجسد كله
و اذا فسدت فسد الجسد كله و هي القلب -
كل اناء يترشح بما فيه

বাউল ন্যাড়া ফকিরগণ, কাদেরিয়া, সহরওয়ারদিয়া, নকশ্‌বন্দিয়া, মুজাদ্দদিয়া ও চিস্তিয়া খান্দানের ফকিরির দাবী করিয়া মোছলমানদিগকে ধোকায় ফেলিয়া দেয়। তাহা হইতে বাচিবার জন্য এই পবিত্র খান্দান সমূহের সেজরা গুলিন অবগত হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই সেজরা সমূহের ভিতর দিয়া কোন পথে কাহার নিকট হইতে, কি উপায়ে বাউল ন্যাড়াদের কুৎসিত জঘন্য মতামত ভণ্ডামি ফকিরী আসিয়াছে। উপরোক্ত খান্দান সমূহের এমামগণ প্রত্যেকেই জাহেরা এলেমে জবরদস্ত আলেম ছিলেন। এমন কি চিস্তিয়া খান্দানের এমাম হজরত মঈনুদ্দীন চিস্তি (রাঃ) ৩৪ বৎসর জাহেরী এলেম ফেকাহ তফছির হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারাও

পরিমাণ খেলাফ করিতেন না। তবে কোন্ মুখে বাউল ন্যাড়াগণ কোরআণ হাদিছ ও জাহেরী এলেম ও আলেম ও পবিত্র শরীয়াতের উচ্ছেদ দিয়া আপন স্বেচ্ছাচারীতায় জঘন্য কুৎসিত ক্রিয়া কলাপ করতঃ চিস্তিয়া, কাদেরিয়া প্রভৃতি খান্দানের দরবেশ ফকির বলিয়া পরিচয় দিয়া মূর্খ মোছলমানকে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া তাহাদের ন্যায় কাফের জাহান্নামী করিয়া ফেলে। প্রত্যেক মোছলমানের উচিত যে উপরোক্ত খান্দানের ফকিরগণের সেজরার সহিত বাউল ন্যাড়াদলের ফকিরীর মাপ কাটিতে ওজন করিয়া তাহাদের হাত হইতে লোককে বাচাইবার চেষ্টা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে কেবল চিস্তিয়া খান্দানের—সেজরা দেওয়া হইল। এইরূপ অপরাপর খান্দানের সেজরার সহিত বাউল ন্যাড়াগণের ফকিরীর দাবী দাবী বুঝিয়া লইবেন।

## পবিত্র চিস্তিয়া খান্দানের সেজরা।

হজরত মোহাম্মদ রছুল-আল্লা আলায়হেচ্ছালাম

হজরত আমিরুল মোমেনিন আলি ( রাঃ )

হজরত খাজা হাছন বছরি ( রাঃ )

হজরত আবদুল ওয়াহেদ বেন জায়েদ ( রাঃ )

হজরত জামালউদ্দিন ফোজায়েল বেন আয়াজ ( রাঃ )

হজরত ছোলতান এবাহিম বেন আদহাম বলখী-(রাঃ)

হজরত হোজায়ফা মর্ আশি ( রাঃ )

হজরত আমিনউদ্দীন বছ্রী ( রাঃ )

হজরত মোমছাদ উলু দিনা ওয়ারি ( রাঃ )

হজরত আবু এছহাক্ শামী ( রাঃ )

হজরত আবু আবদাল চিস্তি ( রাঃ )

হজরত আবু মোহাম্মদ মহ্তরম চিস্তি ( রাঃ )

হজরত আবু ইউছফ চিস্তি ( রাঃ )

হজরত মওছুদ চিস্তি ( রাঃ )

হজরত ছৈয়দ হাজি শরিফ জেন্দনী ( রাঃ )

হজরত ওছমান হারুনি ( রাঃ )

হজরত ময়েনউদ্দীন হছন্ ছঞ্জরী ( রাঃ )

হজরত কোতবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী ( রাঃ )

হজরত ফরিদউদ্দীন শকরগঞ্জ ( রাঃ )

হজরত আলাউদ্দীন আলি আহমদ ছাবের ( রাঃ )

হজরত শমছউদ্দীন তোর্ক পানি-পতি ( রাঃ )

হজরত জামালউদ্দীন কবির ওয়াজা পানি-পতি ( রাঃ )

হজরত আবদুল হক রছুলবী ( রাঃ )

হজরত কোতবোল-আলম আবদুল কদ্দুছ গঙ্গোগাহি(রাঃ,)

হজরত আহমদ আরেফ রছুলবী ( রাঃ )

হজরত মোহাম্মদ আরেফ রছুলবী ( রাঃ )

হজরত জালালউদ্দীন থানিছরি—( রাঃ )

হজরত আবু ছইদ গঙ্গোগহি ( রাঃ )

হজরত মহেবুল্যা এলাহাবাদী ( রাঃ )

হজরত শাহ মোহাম্মদী ( রাঃ )

হজরত সেখ মোহাম্মদ মক্কি—( রাঃ )

হজরত ওজোদ্দিন আমরুহি ( রাঃ )

হজরত আবদুল হাদী আমরুহি ( রাঃ )

হজরত আবদুল বারি আমরুহি ( রাঃ)

হজরত আবদুর্রহিম শহিদ ( রাঃ )

হজরত নুর মোহাম্মদ ঝাণ্ডানুবী ( রাঃ )

হজরত হাফেজ হাজি এমদাদ উল্যা ফারুকী মহাজের মক্কি

হজরত মওলানা রসিদ আহমদ ( রাঃ )

# পরিশিষ্ট

## বাউল বা ন্যাড়া ফকিরগণের ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে পুর্ব্বকার লেখকগণ যাহা লিখিয়াছেন তাহারই কতকাংশ সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল!

বসিরহাট নিবাসী কাজি মৌলবী কেরামত উল্লা ও গোলাম কিবরিয়া ছাহেবান কতৃক প্রণীত "উচিত কথা" নামক বহির দ্বিতীয়অধ্যায়ে লিখিয়াছেন

যে, বাউলগণ বলিয়া থাকে আসল ফকীরি মত চারিটী যথা ;—আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই।

আউলে ফকীর আল্লাহ বাউলে মোহাম্মদ,
দরবেশে আদম ছফি এই তক হদ।
তিন মত এক সাত করিয়া যে আলি,
প্রকাশ করিয়া দিল সাঁই মত বলি।

উহার আনুসঙ্গিক আরও বহুতর মত আছে যথা ;—সর্ব্বত্যাগি, ম্লেচ্ছ ঘোষ পাড়ার, পাগলের কর্ত্তাভজা, সতী ঘরের মাদারী প্রভৃতি মত। এই সকল মতাবলম্বী ফকীরগণ কেহ কেহ বলিয়া থাকে আমরা চিস্তীয়া খান্দানের ফকীর কেহ বলে কাদেরিয়া, কেহ নক্‌শ বন্দিয়া, কেহ মুজ্জাদ্দাদিয়া, কেহ তব্‌কাদ, কেহ ছোহরওরদিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। আবার ঐ সকল ফকীরগণ জাতি, কুলে, ধনে মানে, লাজে, ভয়ে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ স্ত্রী অর্থাৎ যুগল হইয়া শিষ্যযোগে কাছারী বা বৈঠক করিয়া থাকে, তাহা আর কতই বর্ণনা করিব। প্রথমে ইচ্ছাপুর্ণ, দ্বিতীয় কৃষ্ণলীলা, ঝাড় বাজন, তৃতীয় গুরুভজন, ৪র্থ যোগ ধরা, পঞ্চমে পঞ্চরস সাধন। ইহা ভিন্ন আরও কত রস কসের কাণ্ড কলাপ আছে।

উল্লিখিত ফকিরদিগের পৃথকরূপে পরিচয় লওয়ার প্রয়োজন নাই, কেশ বিন্যাস দেখিলেই বিলক্ষণ চিনা যায়।

গলে পাথুরিয়া মালা, আর একটী হুকাতে লম্বা নল লাগান, তাহাতে এক কলিকা গাঁজা সাজিয়া, জয় বোবুম্ বোবুম্ গুরুসত্য বলিয়া চক্ষু দুইটী মুদিত করিয়া, সেই গাঞ্জায় দোম দিতে থাকে। রাত্রিকালে যোগাসনে বসিয়া নেশাতে ঘোর মাতাল হইয়া এইল্ ওইল্ হৈ, হাই, শব্দ করিয়া জিকির টানিতে আরম্ভ করে। কেহ কেহ স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হইয়া গোপী-যন্ত্র, শারন্দে, আনন্দ লহরী বা তবলায় বাঁয়া বাজাইয়া নানা প্রকার মনোক্তিভাবের গান গাহিয়া থাকে।

## প্রথম কাণ্ড

### ইচ্ছাপূর্ণ।

ইচ্ছাপূর্ণ যুগল সাধনের কারণ, প্রথমে ভজন বাক্য জপ করিয়া ইচ্ছাপূর্ণ ও যুগল সাধন করিতে হয়। যে কথা বলিয়া জপ করিতে হয় তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

## ইচ্ছাপূর্ণ ভজন :

বাপের মস্তকে যখন ছিলে কেরামতি,
যারে তুমি মা বল তারি ছিলে পতি।
মদনে আকুল হয়ে হইলে ব্যাকুল,
শতদল কমলের মধ্যে ফুটে এলো ফুল।
মনেতে বুঝিয়া দেখ যখন রতি সরে এল,
স্থানেতে আসিয়া রতি দুই ভাগ হল।
স্থান পেয়ে আসন করে হ'লে একজন,

জন্ম দিয়ে জন্ম নিলে খেয়ে মাগের স্তন।

যে সময় ফকিরগণ আখড়া করিয়া, স্ত্রী, পুরুষ একত্রিত হইয়া গাঁজা, ভাঙ্গ খাইয়া আমোদ প্রমোদে গান বাজনা করিতে থাকে, তৎসময় কিম্বা যুগলের কারণ যাহার প্রতি যাহার ইচ্ছা হয়, সে তাহাকে লইয়া ঐ তজন বাক্য জপ করিয়া ইচ্ছাপূর্ণ ও যুগল সাধন করে। তাহাতে কেহই দোষী হয় না। ইচ্ছাপূর্ণ না করিলে সেই সকল স্ত্রী কিম্বা পুরুষ লোক উহাদের মতে মহাপাপী হইবেক। আর আর কাণ্ড প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে।

## দ্বিতীয় কাণ্ড

## কৃষ্ণ লীলা—ঝাঁড় যাজন ঃ

গুরু শিষ্যালয়ে গমন করিলে, শিষ্যপত্নিগণ শ্রীকৃষ্ণের যাজনলীলা পালন করিবার নিমিত্ত স্নান করিবার সময় তৈল হরিদ্রা মাখিয়া, রসে টল-টল, আহ্লাদে গদ গদ, দন্তে মিশি মকর হাসি সকলেই একত্রিত গুরু মুর্শিদকে লইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া নাচনা গাহনা করিতে আরম্ভ করে।

### ভাবের গান ঃ

কৃষ্ণ প্রেম করবি যদি, ওগো দিদি,  
মনের গৌরব আর ক'র না।

মুখ তুলে মুখ দেখ না।

গুরু এসেছেন তরাইতে, এমন গুরু পাবি নে কোন মতে,

ওরে গুরু যাতে তুষ্ট তাতে, লজ্জা করলে ফল হবে না।

এই গানটী গাইয়া পরে উলঙ্গ হইয়া তৃণ শয্যাতে জল কেলির ন্যায় জড়াজড়ি করিয়া, উপরো উপরি হল ডুব দিয়া সাতার খেলিতে আরম্ভ করে। গুরু সেই যোগ পেয়ে সকলকার পরিধেয় বসন বোচকা বান্ধিয়া আড়ার উপরে বসিয়া ভাবের গান করিতে আরম্ভ করে।

মাণিক রতন, করতে সাধন, রাখ যদি ভক্তি মন ॥

ভক্তি ভবে, শুনি সবে, ভুল'না গুরুর চরণ।

ওরে ভক্তের গুরু, কাণ্ডারিকে, দেহতরি কর দান।

সন্তোষ রাখলে গুরুর মন, পাইবি সেই প্রেম রতন,

ওরে যতনে রতন পাবি, করিলে গুরু ভজন ॥

কিয়ৎক্ষণ পরে স্ত্রীগণ তৃণ শয্যা হইতে উঠিয়া কাপড় কই, কাপড় কই, বলিয়া মহাগণ্ডগোল করিতে থাকে। কেহ কেহ বলে ঐ যে ঠাকুর! আমাদের কাপড় লয়ে কদম গাছে উঠে গান করছেন। তখন নারীগণ কর পুটে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি করিয়া, ঠাকুর কাপড় দাও—কাপড় দাও, বলিয়া নাচ ও বাজন করিতে থাকে। সকলকার লীলা বাজনে ঠাকুরের বাঞ্ছা পূর্ণ হইলে এক এক খানা কাপড় ফেলিয়া দেয়। বামাগণ আমার আমার বলিয়া

চিনিয়া লইয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া সকলেই প্রস্থান করে —এই হইল কৃষ্ণের বাজন-লীলা ॥

# তৃতীয় কাণ্ড

## গুরুভজন।

যে ব্যক্তি যাহাকে গুরু বলিয়াছে, সেই গুরু তাহার বাটিতে আগমন করিলে, শিষ্য আপন স্ত্রী গুরুকে ভজনার্থ দিয়া থাকে। গুরুশিষ্য পত্নি লইয়া ঐ প্রথম কাণ্ডের ইচ্ছা পূর্ব্বের ভজন বাক্য জপ করিয়া যথাযোগ্য ভজনা করিতে থাকে। যে ব্যক্তি আপন স্ত্রী গুরুকে ভজনার্থে না দিবেক, তাহার পাপের অব্যাহতি নাই।

# চতুর্থ কাণ্ড

## যোগধরা।

(যোগধরা ভজন)

জননী, রমণী দেখ হর-পার্ব্বতী,
যার গর্ভে জন্ম নিল তারি হল পতি।
আদম হরিল কন্যা জগত মাঝারে,
ষোলশ গোপিনী লয়ে কৃষ্ণ লীলা করে।
নারী গঙ্গা পুরুষ যাত্রী সবে একাকার
গঙ্গায় করিতে স্নান নাহিক বিচার।
আল্লা গনি আলেফ সাঁই নুর মোহাম্মদ,
যোগধরে সাজ করে রোহীনির চাঁদ।

প্রতি চন্দ্রমাসে অমাবস্যা পূর্ণিমার রাত্রিতে উহাদিগের একটী বৃহৎ যোগসাধন আছে। সেই যোগ ধরিবার নিমিত্ত গুরুকে নিমন্ত্রন করিয়া আইসে। শিষ্যগণ ব্যয় বিবেচনায় চাঁদার দ্বারায় লুচি, মণ্ডা, পুরি, কচুরী গাঁজা-ভাঙ্গ আদি ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহাতে দক্ষিণার টাকা সহ অতি যত্নে যোগবাসরে রাখিয়া দেয়। সন্ধ্যার সময় গুরু ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলে স্ত্রীপুরুষ একত্রিত হইয়া গুরুপদে প্রণাম করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। যাহার স্ত্রী গুরুর সঙ্গে যোগে বসিবে—সেই নারী পুরুষ উভয়েই অতি সৌভাগ্যবান ও ধর্ম্মাত্মা কলেবর। তাহারা নিষ্পাপী ও বিশুদ্ধ হইয়া সকলের প্রীতিভাজন হইবেক। এই প্রত্যাশায় সকলেই আপন আপন স্ত্রীকে গুরুর সম্মুখে ধরিয়া দেয়। গুরু, যে শিষ্য পত্নিকে লইতে ইচ্ছা করে তাহার হস্ত ধরিয়া ঐ যোগ বাসরে প্রবেশ করে। দুই জনে প্রফুল্ল হৃদয়ে, হাস্য বদনে, লুচি, মণ্ডা, গাঁজা, ভাঙ্গ খাইয়া ঐ ভজন পাঠান্তে যোগ ধরিতে আরম্ভ করে ও অন্যান্য সমুদয় গাহনা বাজনা করিতে থাকে।

ভাবের গান

ওরে মন তুমি কিছু কাজ বুঝনা,
এমন মানব জমি রাখলে পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা
গুরু দত্ত বীজ রোপিয়ে ভক্তি বারি সেচে দেনা

গুরুর তুষ্ট করে আকরে ঐ চরণ ধরে
ও মন! একলা যদি পারিস না তো
রামপ্রসাদীকে ডেকে নে' না ॥

যোগধরা সাঙ্গ হইলে গুরুর আজ্ঞানুসারে সকলেই যোগবাসরে প্রবেশ করিয়া ঐ উভয়ের অনাঙ্গ জাগের শুক্র লুচি মণ্ডার সহিত বিলক্ষণ রূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক স্ত্রী পুরুষ সকলে ভক্ষণ করে। যাহারা ঐ বস্তু ভক্ষণ করিবেক জগতে তাহাদের অসীম ক্ষমতা হইবেক এবং নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে থাকিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন হইবেক। আর ঐ যোগধরা দ্রব্য সকল একত্রিত করিয়া বড়ী বাঁধিয়া পরম যত্নে কৌটায় পুরিয়া রাখে। তদ্দারা রোগীদিগের রোগ অনায়াসে আরাম করে। যদি সূচিকার অগ্রভাগ পরিমাণে কোন রোগীকে কোন এক প্রকারে ভক্ষণ করাইতে পারে তবে তৎক্ষণাৎ সেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবেক।

মতের ফকীরগণ যে পাঁচটী সাধন করিলে সম্পূর্ণ ফকীরি প্রাপ্ত হয় তাহার নাম পঞ্চরস। স্ত্রী পুরুষ যুগল না হইলে পঞ্চরসের যোগ সাধন হয় না। যাহাদের ঘরে বাহিরে এক মন, তাহাদের মহানন্দ যুগল হয়, কিন্তু সেরূপ হওয়া কঠিন। যদি আপন স্ত্রীর সহিত রসের যুগল না হয় তবে সে স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া যাহার সঙ্গে যোগ সাধনের ...

হইবেক। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যোল শত গোপিনীর সহিত প্রেমলীলা করিয়াছেন, আর মোহাম্মদ (দঃ) নবি যুগলের জন্ম কতকগুলি নারীকে নেকা ও বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ত একটী স্ত্রীকে বিবাহ করিলেই পারিতেন, তবে এত স্ত্রীর প্রয়োজন কি? শুধু যুগলের জন্ম! শরীয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারফত এই চারিটী ঘর বজায় রাখিতে হইবেক। যদি জীবনাবধি নমাজ, রোজা করিয়া শরীয়ত বজায় রাখিতে হয় তবে কি মারফত, তরিকত, হকিকতের কার্য্য গোরের মধ্যে গিয়া সিদ্ধ হইবেক? এই কথাগুলি আলেম লোকদিগের সম্পূর্ণ ভুল। তাহারা অর্থ বুঝিতে পারে নাই।

যে সকল ফকীর যুগল হইয়া পঞ্চরস সাধন করে তাহারা যাহাই মনে করে তাহাই করিতে পারে। তাহাতে উহারা নিরাপদে থাকিয়া হস্তীসম শরীর পুষ্ট করে। রোগ ভাল করিবার জন্ম রোগীর নিকট উপস্থিত হইলে তাহার আকৃতি দর্শন করিয়া রোগ তৎক্ষণাৎ দূরে প্রস্থান করে

## পঞ্চম কাণ্ড

### পঞ্চরস সাধন

এই পঞ্চম কাণ্ডতে ফকিরদিগের ভজন সাধন ও গোপনের কথা ইহা শিষ্য ভিন্ন অন্যের নিকট একে

ছিয়া, ছফেদ, লাল, জরদ অর্থাৎ যাহাকে মূত্র, শুক্র, ঋতু-রুধির ও বিষ্টা বলে। জলছা করিবার নিমিত্ত ফকীরগণ একটী স্থান নির্ণয় করে। প্রতি শনিবারে দিবাগতে ফকীরগণ বাদ্য যন্ত্র, গাঁজা, ভাঙ্গ ও মদ লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। স্ত্রী-পুরুষে একত্রিত নেশা করিয়া গাহন বাজনার সঙ্গে জেকের বন্দেগী করিতে থাকে, ইহার কারণ কেবল মন সংযোগে ভজন সাধন হইবে। ফকিরগণ বলিয়া থাকে যে ফকিরী মতে নেশা না করিলে মন ঠিক হয় না। মন ঠীক না হইলে জেকের বন্দেগী ও ভজন সাধনে কোন ফল হয় না। মানবগণ সেই ফলের রাস্তায় গমন করিয়া ফলভোগী হইতে না পারে একারণ শরীয়তের লোক শয়তানী ফেরেবে পড়িয়া নেশাকে হারাম করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু হারাম কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না। খোদাতায়ালা মনুষ্যের দেহ ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন বস্তু হারাম করেন নাই। পরস্পর সকলেই সকল বস্তু ভক্ষণ করে—কিন্তু মনুষ্যের মাংস কেহই ভক্ষণ করে না। এখন বুঝিয়া দেখা আবশ্যক করে—হারাম কোন্ বস্তু। যদি সর্ব্বপ্রকার নেশা করিবার সঙ্গতি না থাকে কিন্তু গাঁজা না খাইলে তাহার ফকিরি ও মোওয়াক্কেল হাজির হইবেক না। গাঁজা খাইলে মন নির্ম্মল ( সাদা ) হয়, কোন প্রকার চিন্তা

যায় না। সেই সময় ভজন সাধন ও জেকের বন্দেগী করিলে নিশ্চয় ফল পাওয়া যাইবে।

### পঞ্চরসের অর্থ

ছিয়া, ছফেদ, লাল, জরদ, চার রঙ্গে চার রস,—মুর্শিদের বাক্য এক রস, এই পঞ্চরস। মুর্শিদের বাক্য সত্য জানিয়া—চার রস সাধন ক'রলে, কুহীনির চাঁদ ধরা পড়ে। এই চারি রঙ্গের নাম চারি চন্দ্র, ইহা না সরাইয়া সাধন করিলে কুহীনির সাধন হয়।

### সাধনের বিবরণ।

রস সাধন, রতি সাধন, লাল সাধন, গুটী সাধন। প্রত্যেক রস সাধন করিবার পূর্ব্বে ভজন বাক্য জপ করিয়া সাধন করিতে হয়। কিন্তু যুগল ভিন্ন লাল সাধন ও মুখে রতি সাধন হয় না। আহা! কি নিয়ামত! ইহা সাধন করিলে ইহ-সংসারে অসীম ক্ষমতা ও পরকালে স্বর্গবাসী হইবেক। বোধ হয় খোদাতায়ালা দুনিয়াতে এমন নিয়ামত আর সৃজন করেন নাই। ইহা তিলার্দ্ধ নষ্ট করিতে নাই, সমুদয়ই সাধন করিতে হইবেক। রবি শশীর কিরণ হইলে যোগ হয়। সেই যোগ ধরিয়া রস সাধন করিলে চিনি, মিছরী, ওলা ইত্যাদি হইতে ও মিষ্ট ও সুবাস হইবেক। কিন্তু প্রথমতঃ শিক্ষার সময় অল্প অল্প সাধন করিতে হইবেক নচেৎ বিপরীত হইয়া

করিতে পারিবেক, তখন মনে এরূপ ধারণা হইবেক যে যতই পাই ততই সাধন করি। এমন অমূল্য রতন কেবল শয়তানি ফেরেবে মানব চক্ষে অপবিত্র ও দুর্গন্ধবৎ হইয়া রহিয়াছে। এবাদত বন্দেগীর কাজ কেবল রস সাধন। পঞ্চরস সাধন হইলে আসল মারুফতি ফকীর হয়। সে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করিতে পারে। রোগ পীড়া ভাল করিবার জন্য তাহার কোন পরিশ্রম বা কষ্ট করিতে হয় না। রোগীর নিকট উপস্থিত হইলে তখনি রোগ উঠিয়া যাইবেক।

পঞ্চরসের গান।

পঞ্চরসের যোগ সাধনে, যোগে বল যুগল হয়ে।<br>
ও মন! সরলে লইও রস, যায় না যেন বিচ্ছেদ হয়ে॥<br>
রমণীর মন তুষ্ট হ'লে, তবে সে রতন মিলে ওরে<br>
ও যতনে রতন সাধ, মহানন্দ যুগল হয়ে।<br>
ঘরে নাহি যুগল হলে, খুজে দেখ কোথা মিলে,<br>
বিফল হবেনা মিলিলে, নিতে হবে রস মিলায়ে॥<br>
রসের রসিক হবে যেই, রস ভিক্ষা দিতে সেই,<br>
ওরে—দানেতে কমিবে নাই, দান কর লো দাতা হয়ে।

ডাবা হুকার ন্যায় একটী বড় নারিকেলের মুখের দিকে চতুর্থাংশের এক অংশ কাটিয়া ফেলিবে পরে তাহার বাহির ভিতর চাঁচিয়া ফেলিলে যে পাত্র হয় তাহাকে কারোওয়া বলে।

## রস সাধনের ভজন।

### ( রস অর্থাৎ মূত্র )

আগম দরিয়ার বেগম পানি,
এ পানি পাক করেন মুর্শিদ আপনি।
এ পানি যে বয়সে খাই, সেই বয়সে থাকি,
আল্লাহ মোহাম্মদের দোহাই।

### রবি শশীর অর্থ।

সাত দিবসের মধ্যে রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার এই চারিটী রবির দিন। সোম, বুধ, শুক্রবার এই তিন দিবস শশীর দিন। যে দিন গত হইবেক সেই দিনের রাত্র ধরিবেক। যেমন দিবা নিশি। নাসিকার দুই ছিদ্রে রবি শশীর কিরণ বহে। দক্ষিণ নেত্রে নিশ্বাস বহিলে রবির কিরণ, বাম নেত্রে নিশ্বাস বহিলে শশীর কিরণ। রবির দিনে রবির কিরণ, শশীর দিনে শশীর কিরণ ধরিয়া ভজন সাধন করিতে হয়। ভজন সাধনের অর্থ :— ভজন ( বচন ) যাহাকে বাক্য জপ করা বলে। সাধন ( সেবন ) যাহাকে ভক্ষণ বলে। রবির দিনে রবির কিরণে শশীর দিনে শশীর কিরণে—যোগ হইলে ( রবি অর্থাৎ পিতা আর শশী অর্থাৎ মাতা ) কারোওয়ায প্রস্রাব করিয়া ভজন পাঠ অন্তে সাধন করিবেক। প্রথমে যে পরিমাণে সাধন করিলে সহ্য হয় সেই পরিমাণে সাধন

ভিন্ন কোন রস একেকালেই সরাইতে নিষেধ। যখন যোগ না পাওয়া যাইবেক কিম্বা কষো, বুদো বাস বা শুদ্ধ পানির আস্বাদ হইবেক, তখন বিশ্বাসের কারণ কিঞ্চিৎ সাধন করিয়া সরাইবেক। যদি করোওয়া সঙ্গে না থাকে তবে একাএক মাটিতে সরাইতে নিষেধ। প্রস্রাবের ধারে, বাম হস্তে অঙ্গুলি রাখিয়া সরাইতে হইবেক।

যুগল না হইলে রতি সাধনের ভজন।

আল্লা গণি আলেপ সাই

রতি সঙ্গে করে তোরে খাই।

যদি আপন রমণীর যুগল না হয় কিম্বা কোন স্থানে যুগল না পায় তবে প্রতি বুধবার দিনে ও অমাবস্যার তিথিতে রবি শশীর কিরণ যোগে আপন লিঙ্গ মন্থন করতঃ শুক্রহস্তে ধরিয়া ঐ ভজন পাঠ অন্তে সাধন করিবেক।

স্ত্রীপুরুষ যুগল হইয়া গানে গানে

রতি সাধনের ভজন।

আং, দিং, মাং, ওঁহ্রেঁ, অৰ্দ্ধেক চন্দ্র রয়, অৰ্দ্ধেক সমুদ্রে রয়। খাজা-খেজের তুই ফিরে ঘরে আয়। দোহাই আল্লা মোহাম্মদ, দোহাই আল্লা মোহাম্মদ দোহাই পাঁচ পঞ্চেতন।

প্রতি বুধবার কিম্বা অমাবস্যার তিথিতে দিবানিশির মধ্যে স্ত্রীপুরুষের একই সময় যখন যোগ হইবেক, তখন যুগল হইয়া শৃঙ্গার আরম্ভ করিবেক। যদি একই সময় দুই

যোগ সাধন হইবেক। শুক্র পড়িবার উপক্রম হইলে রমণীকে ইঙ্গিত করিবেক। রমণী ঐ ভজন পাঠ করিয়া হাঁ করিলে …হইতে… বাহির করিয়া রমণীর গালের মধ্যে দিয়া রতি সরাইবেক, পরে নিজে ঐ ভজন পাঠ করিয়া রমণীর মুখে মুখ দিয়া গালের মধ্যে অর্দ্ধেক রতি নিজে ও অর্দ্ধেক রমণীর সাধন করিবেক। যদি …সমুদ্রের রতি সরান হয় তবে প্রথমে নিজে ভজন পাঠান্তে… এ মুখ দিয়া চোষক ও চাটিয়া… হইতে রতি গালে করিয়া লইবে পরে রমণী ভজন পাঠ করিয়া পুরুষের মুখে মুখ দিয়া তাহার গালের মধ্যের অর্দ্ধেক নিজে সাধন করিবেক।

ঐ ঋতু সাধনের দ্বিতীয় ভজন।

বিচ ভোও ত্রি পণ্ডো বাই
বিচ রাখিলাম রয়তুল মোকাদ্দেছের ঠাঁই,
সাক্ষী—আলেপ সাই; আল্লা রহিল আলে,
মোহাম্মদ রহিল কোলে আমি যাকে ভজিব
সে রহিল তলে, তলে আসে, তলে যায়,
তলের খবর কেবা পায়।

লাল সাধনের ভজন।

রক্ত চন্দ্র রক্তি রসিক কৃষ্ণবিহারী
হক লাএলাহা ইল্লাহ দোম পীরশা মাদারী।

নারীর ঋতু হইলে তিন দিবসের ঋতু রুধির করোওয়ায় রাখিবেক। চতুর্থ দিনে যোগ হইলে যুগল হইয়া শক্রার

আরম্ভ করিবেক। রতি টলিবার উপক্রম হইলে …হইতে… বাহির করিয়া ঐ করোওয়া রতি সরাইবেক, যদি যোগ থাকে তবে তৎক্ষণাৎ কার্য্য সিদ্ধ হয়। নচেৎ যখন রবি শশীর যোগ পাওয়া যাইবেক, সেই যোগে ঐ করোওয়া প্রস্রাব করিয়া পরে বাহ্য করিতে হইবেক। রতি, রুধির বাহ্য, প্রস্রাব এই চারি চন্দ্র একত্র হইলে মন্থন করিয়া ক্ষীর করিতে হইবেক ( ইহাকে রোহিণীর চাঁদ বলে ) পরে বুধবারে কিম্বা অমাবস্যার তিথিতে উভয়ে ঐ ভজন পাঠ করিয়া সাধন করিবে।

ইহার আর এক নাম ঔষধ লাল চতুর্ম্মুখ। সুচিকার অগ্রভাগ মাত্রায় কোন রোগীকে সাধন ( সেবন ) করাইলে তৎদণ্ডেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবেক।

গুটি সাধনের ভজন।

ঝাঁই, ঝাঁই, ঝাঁই তোরে সঙ্গে করে আমার আল্লাকে পাই। দোহাই মোরসেদ মাওলা।

যোগ হইলে, যে সময় বাহ্য ফিরিতে বসিবে, সেই সময় যে পরিমাণে গুটি সাধন করিতে পারা যায়, প্রথমে মল বাহির হইলেই, বাম হস্তে সেই পরিমাণে মল ধরিবেক। পরে ঐ ভজন পাঠান্তে গুটি-সাধন করিয়া লোকাচারে জল শৌচ ও মুখ ধৌত করিবেক। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া যখন সমুদয় সাধন হইবেক তখন মারুফতী ফকীরি ঘরের

ছেজদার ভজন।

হিঙ্গল বরণ মাটি পিঙ্গল বরণ কায়া,
আপনার নিজমূর্ত্তি মা সে তোমার ঐ পদ ছায়া।
তিন কোন পৃথিবী মা ধৈর্য্য তোমার দয়া।

প্রতি বুধবারে শশীর কিরণে নির্জ্জনে বাহ্য ফিরিয়া সেইখানে জল শৌচ ও হাত মুখ ধৌত করিবেক। পরে ঐ বিষ্ঠা সম্মুখে করিয়া "আখেরী কায়দায়" বসিবেক। (যে প্রকার আত্তাহিয়াত পড়িতে হয়)। বিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনবার ঐ ভজন পাঠান্তে একটা ছেজদা করিবেক। পরে উঠিয়া বিশ্বাসের কারণ একবার জিহ্বা লাগাইয়া কিঞ্চিৎ সাধন করিবেক।

এই সকল ভজন সাধন ছেজদা করিলে মওয়াক্কেল হাজির হইয়া ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান, তিন কালেরই সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া দেয়। তখন ফকিরগণ মনে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই করিতে পারে এবং অনায়াসে রোগীর রোগ ভাল করিতে পারে। যাহাকে মওয়াক্কেল বলে সেই মুর্শীদ, মুর্শীদ খোদা। এখানে খোদাকে দেখিয়া ভজন সাধন ছেজদা না করিলে সেখানে পাওয়া যাইবেক না। ফকীরগণ একত্র হইয়া ফক্‌রে যজ্ঞ (খানা) করিয়া থাকে, সেই উপলক্ষে আপনাপন মতের ক্রিয়া সকল পরস্পর ব্যক্ত করে। কে কতদূর যোগসিদ্ধ কাণ্ড পূর্ণ

সিক্ত হইয়াছে তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকে। আর গাজা, ভাঙ্গ, মণ্ডা মিঠাইর ছড়াছড়ি হইতে থাকে। তাহার সঙ্গে রস ক্রিয়া ও ফকীরগণ বাদ্যযন্ত্র সহ গান বাজনা করিয়া থাকে। ফকীরগণ রোগীর রোগ আরাম করণ জন্য তিনটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহার নাম যোগধরা, গরম চন্দ্র ও লাল চতুর্ম্মুখ বটিকা। যে কোন প্রকারের রোগ হউক না কেন একটী গরম চন্দ্র বা লাল চতুর্ম্মুখ ও যোগধরা বটিকা জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া খাওয়াইলেই তৎক্ষণাৎ রোগীর রোগ আরাম হইবেক।

যে প্রকারে গরমচন্দ্র বটিকা প্রস্তুত করিতে হয় তাহার কথা।

যেখানে বর্ষার জল না পড়ে (ছাইচ তলে) অল্প মৃত্তিকা খনন করিয়া গর্ত্ত করিবেক, পরে সেই গর্ত্তে স্ত্রীপুরুষ প্রত্যহ প্রস্রাব করিবেক। যদি কোন গতিকে সেই গর্ত্তে কোন বার প্রস্রাব করা না হয় তবে আর সেই গর্ত্তের মাটিতে কোন কাজই হইবেক না। পুনরায় গর্ত্ত করিয়া তাহাতে প্রস্রাব করিতে হইবেক আর অমাবস্যা ও পুর্ণিমা রাত্রে প্রদীপ জ্বালিয়া সেই প্রস্রাব গর্ত্ত স্থানে সন্ধ্যা দিতে হইবেক। এই প্রকারে ৩৬০ দিন পূর্ণ হইলে সেই গর্ত্তের সমুদয় মৃত্তিকা উঠাইয়া লইয়া প্রস্রাবের সহিত মর্দ্দন করিয়া গুঞ্জ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। লাল চতুর্ম্মুখ

## যে প্রকারে ফকিরগণ রোগী লইয়া কাছারী করিয়া থাকে তাহার কথা।

ফকীর রোগী লইয়া কাছারী করিবার সময় তাহারা ইবলিছ শয়তানের আগমন জন্য পান, গুপারী, ধান, দুর্ব্বা, ফুল, মেঠাই, আম্রপল্লব সহ এক ঘটি জল পিড়ীর উপরে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া আসন পাতিয়া রাখে। প্রথমতঃ মূল ফকীর গলায় বস্ত্র দিয়া আসনাভিমুখে ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত (ছেজদা) করিয়া মনে মনে মা থাকি, বাবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, মা ভগবতী, মা কালী, মা বরকত, বাবা পয়গম্বর এই আটটী নাম একে একে লইয়া মাটিতে মস্তক কুটিতে থাকে। পরে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া করপুটে প্রদীপের শিখার প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ মনে, মনে (মা থাকি, মহাদেব, মা ভগবতী, মা কালী) এই চারিটি নামের প্রত্যেক নাম ধরিয়া এই ফোকরে কালাম বলিতে থাকে। যথা :—এই রোগীর কারণে আসন করি, তোমার পৃষ্ঠের উপর, শীঘ্র করি এই রোগ তুলে লও দোহাই তোমার আল্লার।

## বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ওলামা ও নেতৃবৃন্দের এলতেমাছ

আঞ্জমনে ওলামায় বাঙ্গালার এল্‌তেমাছে—

১। হজরত মওলানা আবুল কালাম আজাদ।

২। জমিয়তে ওলামায় বাঙ্গালার সেক্রেটারী

ছোলতান ও আলএছলাম পত্রিকার সম্পাদক হজরত মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী।

৩। মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদক ও আঞ্জমনে ওলামার সেক্রেটারী মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ।

৪। হেয়ার স্কুলের হেড্ মৌলবী—মৌলবী খায়রুল আনাম।

৫। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক এম এ, বি এল।

৬। পেন্শন প্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী নজমউদ্দীন আহমদ।

৭। মোছলমান পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী মুজিবর রহমান।

৮। মৌলবী কাজী নওয়াজ খোদা।

৯। চট্টগ্রাম সিতাকুণ্ডের সিনিয়ার মাদ্রাসা ও হাইস্কুলের সুপারিণ্টেডেণ্ট ও সেক্রেটারী মওলানা ওবায়দুল হক।

১০। ঢাকা হাম্মাদিয়া মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মওলানা আবদুর রজ্জাক।

১১। মওলানা আবদুল্লা-হেল বাকী।

১২। কোরআন শরীফের অনুবাদক মৌলবী মোহাম্মদ আব্বাছ আলী।

নেতৃবৃন্দ যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ যথা ;— বঙ্গদেশের বহুগ্রাম অনুসন্ধান করিলে অসংখ্যক পরিবার এরূপ দৃষ্ট হইবে, যাহাদের নাম পর্য্যন্ত মোছলমানি নহে। তাহারা প্রকাশ্য ভাবে কাল দেবী পুজা করিয়া থাকে। আরও একটী সম্প্রদায় দেশে নাড়ার ফকির (বাউল) নামে (মোছলেমের মধ্যে) প্রসিদ্ধ আছে। তাহারা প্রকাশ্যভাবে শরাব ও তাড়ি পান করিয়া থাকে এবং মল, মূত্র ও হায়েজের রক্ত খাওয়া ও পান করা পুণ্যাত্মক বলিয়া মান করে। এবম্বিধ বদ ও ঘৃণিত কার্য্যকে অত্যন্ত পবিত্র বাতেনি আমল (মারফত) বলিয়া অনুভব করে। ইহার চাইতেও অগ্রসর হইয়া তাহারা আপন স্ত্রীকে পীরের (গুরুর) জন্য গৌরবের সহিত উৎসর্গ করে। তাহারা স্ব সম্প্রদায় মধ্যে পরস্পর স্ত্রীর আদান প্রদান করিয়া থাকে। ক্রমশঃ ইহাদের সম্প্রদায় বৃদ্ধি পইতেছে এবং হাজার হাজার ব্যক্তি এইরূপ ঘৃণিত পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতেছে। (১২ পৃষ্ঠা, এলতেমাছ আঞ্জমানে ওলামায় বাঙ্গালা)

**ভণ্ড ফকির** নামক গ্রন্থে জনাব মওলানা ফজলোর রহমান সাহেব লিখিয়াছেন :—বাউল বা ন্যাড়া ফকিরগণকে ১১ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এখানে আবশ্যক বোধে কয়েকটী উদ্ধৃত করিলাম—

যথা :—ইহারা পীরকে খোদা জানিয়া ছেজদা করে।

মাতা পুত্রে কোন বাধা নাই। জগতের সমুদয় স্ত্রীলোকই ইহাদের জন্য বৈধ। অধিকন্তু ইহারা সাধনা কালে সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের সহিত সঙ্গম করাকে বৈধ-জ্ঞান করে এবং স্থানান্তে সঙ্গম করার বিষয় অস্বীকার করিয়া থাকে।

এই সকল নরাকৃতি পশুগণ মারুফতি সাজিয়া পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে মিলিত হইয়া কুৎসিত প্রেমের গীত আরম্ভ করিয়া দেয় এবং কিছুক্ষণ নানাপ্রকার কামোত্তেজনাপূর্ণ অঙ্গভঙ্গীর পর প্রত্যেকেই এক একটী রমণী লইয়া তাহাদের সহিত নানাবিধ পাশবিক ব্যবহার করিয়া তুলে। এই প্রকারে সাধনার পরিসমাপ্তি করিয়া যখন পুনরায় স্বাভাবিক কথোপকথোনে লিপ্ত হয় তখন কেহ জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা তাহা অস্বীকার করিয়া বসে। যদি কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছি বলিয়া নিতান্ত পিড়াপিড়ী আরম্ভ করে তখন বলে আমরা স্বইচ্ছা বা জ্ঞানে এরূপ কার্য্য করি নাই, তবে যদি অজ্ঞানতা বশতঃ হইয়া থাকে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি। এবং সেটা "জেনা" মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কেন না সাধনার সময় আমরা খোদা প্রেমে "বে খোদ্" (অজ্ঞান) হইয়াছিলাম। কোন বিষয়ের দিকে আমাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না সুতরাং সেই "বে-খোদ" অবস্থায় কি ঘটিয়াছে না ঘটিয়াছে তাহা আমরা কিছুই

মানব রূপি শয়তানদিগকে সম্মার্জ্জনীর আঘাতে অর্থাৎ ঝাঁটা পেটা করিয়া সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। মহাত্মারা একদিকে ত খোদাতায়ালার প্রেমে "বে খোদ" পার্থিব কোন বস্তুর দিকে লক্ষ্য নাই কিন্তু সুন্দরী ললনা লইয়া আমোদ প্রমোদ করিবার জ্ঞানটুকু সাড়ে ষোল আনা বর্ত্তমান। এই সকল শয়তানের শিষ্য হইতে সতত সাবধান থাকিবে।

গাঁজা, ভাঙ্গ, তাড়ী, শরাব না হইলে না কি ইহাদের খোদার দর্শনেই লাভ হয় না সুতরাং এগুলি ইহাদের পরম আদরের বস্তু বলিয়া নিত্য ব্যবহার্য্য। এই সকল মাদক সেবন করিয়া কিছু কালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে হয় পরে চক্ষু খুলিলেই খোদা দরশন।

যত প্রকার হারামকে হালাল জ্ঞানে ইহারা আচরণ করিয়া থাকে তন্মধ্যে নিম্নের কয়েকটী অধিকতর কদর্য্য ও ঘৃণাই। এমন কি পশু সেরূপ কার্য্যকে ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহার নাম "চারি চন্দ্র" অর্থাৎ মল, মূত্র, স্ত্রীলোকের হায়েজ নেফাছের রক্ত ও বীর্য্য। ইহারা এই চারি চন্দ্রকে অতি পবিত্র জ্ঞানে ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং সিদ্ধি লাভের পরম সহায় বলিয়া মনে করে। কি পৈশাচিক প্রবৃত্তি। মানুষের যে এই প্রবৃত্তি হয় তাহার বুদ্ধিতেই

সমাজের কোন রূপ অনিষ্ট কামনা করে না, কিন্তু উক্ত নরাধমগণ ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে ও সমাজকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে।

ইহারা বলে জাহেরী ত্রিশপারা কোরয়াণ আলেমগণের নিকট আছে আর বাকী দশপারা আমাদিগের নিকট রহিয়াছে। ইহার ভেদ আলেমগণ জানে না, ইহা ছিনায় ছিনায় চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহার নাম হইয়াছে "দেল কোরয়াণ"। এই দেল কোরয়াণের শিক্ষা মত ইহারা চলিয়া থাকে।

দেল কোরয়াণ বলিতেছে রিপুগণকে সদা সন্তুষ্ট রাখিবে। তাহাতে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা করিবার দরকার হয় করিবে। পর্দ্দার ব্যভিচারে কোন দোষ নাই, বাঁধাবাঁধি নিয়ম যথা রোজা, নামাজ, হজ্জ, জাকাত প্রভৃতির কোন আবশ্যকতা নাই। আপন মনে তাহাকে ডাকিলেই সিদ্ধি লাভ হয় ইত্যাদি।

**ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে** বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত বাউল ভ্রাতাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—ইহারা মহাপ্রভুকে আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচয় দান করে। কিন্তু বাস্তবিক কোন্ ব্যক্তি বাউল মত প্রচার করে তাহার নিশ্চয়তা নাই। ইহারা আপনাদের সাধন প্রণালী প্রকাশ করে না। প্রত্যুত কহিয়া থাকে, আমাদিগের মত ও ভজন প্রকাশ

"আপন ভজন কথা—না কহিবে যথা তথা
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান"।

ইহাদের মতানুসারে পরম দেবতা অর্থাৎ শ্রীরাধা কৃষ্ণ যুগল রূপে মানব দেহের মধ্যে বিরাজ মান আছেন, অতএব নর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই।

"কারে বল্‌ব কে করবে বা প্রত্যয়,
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়"।

ফলতঃ কেবল ঐ দেবতা কেন অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থই মানুষের শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে, এই নিমিত্ত এই সম্প্রদায়ের মত দেহতত্ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

"যা আছে ভাণ্ডে,
তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে"।

ইহারা এক একটী প্রকৃতি (স্ত্রীলোক) লইয়া বাস করে এবং সেই প্রকৃতির সাধনাতেই চিরদিন প্রবৃত্ত থাকে ঐ সাধন পদ্ধতি অতীব গুঢ় ব্যাপার। উহা অন্যের জানিবার উপায় নাই, জানিলে পুস্তকে সবিশেষ বিবরণ করা সঙ্গত নহে। কাম রিপুর উপভোগের প্রকরণ বিশেষ দ্বারা উহার শান্তি সাধন করিয়া চরমে পরম পবিত্র প্রেম মাত্র অবলম্বন করা ঐ সাধনের উদ্দেশ্য। ইহাদের মত এই যে, যখন ঐ প্রেম পরিপক্ক হয়, তখন স্ত্রী পুরুষে উভয়ে

লীলাতে কেবল শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলা মাত্র অনুভব করিয়া থাকে।

কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য এবং ঐ মত যত সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

ঐ প্রকৃতি সাধনের অন্তর্গত চারি চন্দ্র ভেদ নামে একটী ক্রীয়া আছে। লোকে ঐ ক্রীয়াকে অতিমাত্র বীভৎস ব্যাপার মনে করিতে পারে কিন্তু বাউল মহাশয় উহা পরম পবিত্র ও পুরুষার্থ সাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা কহেন, লোকে ঐ চারিটী চন্দ্রকে অর্থাৎ শোণিত শুক্র, মল, মূত্র এই চারিটী দেহ নির্গত পদার্থকে পিতারা ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব উহাদিগকে পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় শরীর মধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাদের ঘৃণা ও প্রবৃত্তি পরাভাবের অন্যান্য লক্ষণ ও দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাই এ সম্প্রদায়ের মধ্যে নর মাংস ভোজন ও শবের বস্ত্র ( কাফন ) সংগ্রহ করিয়া পরিধান প্রচলিত আছে যদিও ইহারা অনেক বিষয় সংগোপনে লোকবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকে কিন্তু লোক সমাজ কিছু কিছু লোকাচার অবলম্বন করিয়া ও চলে।

লোক মধ্যে লোকাচার,

এ সম্প্রদায়ীরা এই বচন অনুসারে তিলক ও মালা ধারণ করে এবং ঐ মালার মধ্যে স্ফটীক, প্রবাল, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু ও বিনি বেশিত করিয়া রাখে। ডোর কৌপিন ও বহির্ব্বাস ধারণ করে এবং গায়ে খেলকা পিরান অথবা আলখোল্লা দিয়া ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিতে যায়। ইহারা নর বধ করে না; মানুষের মৃত দেহ পাইলে ভক্ষন করিয়া থাকে। ক্ষৌরি হয় না, শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ লোম প্রভৃতি সমুদয় কেশ রাখিয়া দেয় এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া একটী ধম্মিল্ল বাঁধিয়া রাখে। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে দণ্ডবৎ বলিয়া নমস্কার করে।

ইহাদের মধ্যে কেহ রোগীদিগকে ঔষধ দান করে এবং হরিতাল পারদাদি ভস্ম করিয়া অপূর্ব্ব ঔষধ প্রস্তুত করে বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষেপা উপাধি পাইয়া থাকে। ইহাদের ধর্ম্ম ও সঙ্গিত মধ্যে দেহ তত্ত্ব ও প্রবৃত্তি সাধন সংক্রান্ত অনেক অনেক নিগূঢ় সাঙ্কেতিক শব্দে সন্নিবেশিত থাকে। এই নিমিত্ত সহজে তাহার অর্থ বোধ হয় না, হইলে ও প্রকাশ করিতে গেলে অত্যন্ত অশ্লীল হইয়া পড়ে। দুই তিনটী গান এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে, যাঁহারা অনুভব করিয়া বুঝিতে পারেন, বুঝিবেন।

১—সহজ মানুষ আলেক লতা। আলেকে বিরাজ

কোলে, পেতেছে বাঁকানলে, ত্রিবেনীর জল উজল চলে, বহিছে সর্ব্বদা। আপনি চলে নলের পথে, সে নল কেউ নারে চিন্তে, জগতে করে চিন্তে, চিন্তা মণি চিন্তা দাতা।

আলেক ভুনিয়ার বীজে, আলেকে সাই বিরাজে, আলেকে খবর নিচ্চে, আলেকে কয় কথা। আলেক গাছে ফুল ফুটেছে, যার সৌরভে জগত মেতেছে, আলেকে হয় গাছের গোড়া, ডাল ছাড়া তার গাছে পাতা।

আলেক মানুষের রসে, সনাতন সদা ভাসে, বাউলে তোর লাগলো দিসে, যেতে নারবি সেথা। তুমি সদাই বেড়াও রিপুর ঘোরে, মানুষ চিনবি কেমন করে যে দিনে ধরবে তোরে, মুগুর দিয়ে ছেচবে মাথা।

২—দেল দরিয়া খবর করবে মন। তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিধুবন, কোথায়রে তোর গুরুর আসন।

যদি পর্দ্দা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখতে পাবি, মুখ সুধা বাদ করবে অন্বেষণ। আছে কলিতে কলিকাতা তিন সহরে আটা, সাতার দে যায় রসিক যে জন।

৩—হলো বিষম রোগের করণকরা, জেনে যোগ মাহাত্মা, রূপের তত্ত্ব, জানে কেবল রসিক যারা। ফণি মুখে হস্ত দিয়ে, বসে আছে নির্ভর হয়ে করি অমৃত পান গরল খেয়ে, হয়ে আছে জিয়ন্তে মরা। রূপেতে রূপ নেহার করি, আছে রাগ দর্পন ধরি, হুতাসনকে শীতল করি অনলে রেখেছে পারা। গোঁসাই গুরু চাঁদে বলে

ডুবে থাক মন সিন্ধু জলে, কিন্তু সে জলে পরশ্ হলে, শুক্‌নোয় ডুবাবি ভরা।

## ন্যাড়া

প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এরূপ প্রবাদ আছে যে তিনি ঢাকা প্রদেশে গিয়া অশেষবিধ আলৌকিক শক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ন্যাড়া মত সংস্থাপন করেন। কেহ কেহ কহেন, নিত্যানন্দ তাহাকে স্বমত বহির্ভূত দেখিয়া ত্যাজ্য পুত্র করাতে, তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরভূমে গিয়া অবস্থিত হন।

বাউলদের ন্যায় এ সম্প্রদায়েরও প্রকৃত সাধনাই প্রধান ভজন এবং ঐ সাধনা বাউলদিগেরই অনুরূপ। ইহাদের মতানুসারে শ্রীরাধা কৃষ্ণ মানব দেহের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন; যথা বিহিত করণ অর্থাৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাহাদের সাধন করা কর্ত্তব্য, একাদশির উপবাসাদি দ্বারা পরমাত্মাকে ক্লেশ দেওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে। ইহাদের বিগ্রহ সেবা নাই।

এ সম্প্রদায়ের লোকেরা বাহুদেশে তাম্র অথবা লৌহের একটা কড়া রাখে। অন্যান্য বৈষ্ণবদের ন্যায় ডোর, কৌপিন ও বহির্ব্বাস ব্যবহার করে এবং তিলক ও মালা ধারণ করিয়া থাকে। ঐ মালার মধ্যে স্ফটিক, পলা ও শঙ্খাদির মালা সন্নিবেশিত করিতে দেখা যায়। ইহারাও

ক্ষৌরি হয় না। শ্মশ্রু ওষ্ঠলোম প্রভৃতি রাখিয়া দেয় এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়া বান্ধিয়া রাখে। শরীরে যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন করে, গাত্রে খেল্কা, পিরান অথবা আলখেল্লা দেয় এবং ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। মুখে হরিবোল অথবা বীর অবধুত বলিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে কেহ নানা বর্ণের চীর সমূহ একত্রে সংযুক্ত করিয়া আলখেল্লা প্রস্তুত করে এবং গাত্রে ঐ আল-খেল্লা ও মস্তকে টুপি দিয়া ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিতে যায়। ঐ আলখেল্লা নাম চিন্তা কন্থা! শুনিতে পাই, প্রকৃতি সাধন সংক্রান্ত কোন কোন গুহ্য পদার্থে উহার কোন কোন চীর রঞ্জিত করা হয়। উহার এমন মহিমা যে বাবাজীদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা হইয়া থাকে।

## সহজী

সহজী সম্প্রদায়ের মত অতি নিগূঢ় ও অতীব উদার। শ্রীকৃষ্ণ জগত পতি, সুতরাং তিনিই কেবল সকলের একমাত্র পতি। যিনি গুরু তিনিই কৃষ্ণ এবং শিষ্যায়া শ্রীমতি রাধিকা স্বরূপ। গুরু দুই প্রকার দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরু। তন্মধ্যে শিক্ষা গুরুই প্রধান।

নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, ও রসাশ্রয় এই পঞ্চবিধ আশ্রয় ভজন প্রনালীর অন্তর্গত। সহজীদিগের মতানুসারে শেষ দুইটী আশ্রয় অর্থাৎ প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়ই সর্ব্ব প্রধান। ঐ রস নায়ক নায়িকার সম্ভোগ স্বরূপ। উহা

দুই প্রকার, স্বকীয় ও পরকীয় সহজ সাধনে পরকীয় রসই শ্রেষ্ঠ। গুরু শিষ্যা উভয়ই ঐ দুই আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া ও আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা জ্ঞান করিয়া, রাধা কৃষ্ণের অনুরূপ রস লীলা করিতে প্রবৃত্ত থাকেন ইহাকেই সহজ সাধন কহে। এক গুরুর অনেক শিষ্য ও এক শিষ্য অনেক শিক্ষা গুরু হওয়া সম্ভব। অতএব সহজী সম্প্রদায়ী প্রত্যেক পুরুষেই অনেক প্রকৃতিকে শ্রীরাধা ও প্রত্যেক প্রকৃতিই অনেক পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া বৃন্দাবন লীলার অনুকরণ পূর্ব্বক সহজেই পরিত্রান পাইতে পারেন এক এক গুরু অনেকানেক নিত্য-সিদ্ধ সখী স্বরূপ কামিনী-গণে পরিবেষ্টিত হইয়া অশেষবিধ সুখ সম্ভোগে প্রীত হইয়া থাকে।

"গুরু কর্‌বো শত শত মন্ত্র কর্‌বো সার।
যার সঙ্গে মন মিলবে দায় দিব তার" ॥

বাউলদিগকেও ঐ শ্লোকটীকে নিজ সম্প্রদায়ের বচন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে শুনা গিয়াছে।

## দরবেশ

সনাতন গোস্বামী এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে তিনি দরবেশ অর্থাৎ ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া গৌড় বাদসাহের নিকট হইতে পলায়ন করেন এবং কাশীধামে গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মতাবলম্বী হন। তিনি দরবেশ বেশ

গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কতকগুলি বৈষ্ণব তাহার দৃষ্টান্তানুসারে ঐ বেশ ধারণ পূর্ব্বক একটি পৃথক সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছে।

ইহারা নামে দরবেশ অর্থাৎ উদাসীন হইলেও প্রকৃতি (স্ত্রীলোক) সহবাসে নিবৃত্ত নহে। প্রত্যেকে এক একটী প্রকৃতি রাখে এবং বাউল ও ন্যাড়াদের মতানুরূপ প্রণালী বিশেষ অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়া থাকে। ইহাদিগের অনান্য বেশ ও কেশ বিন্যাস বাউল ও ন্যাড়াদিগেরই অনুরূপ। ন্যাড়া ও বাউলের ন্যায় ইহারাও তছবিহ্ মালা সঙ্গে রাখে এবং মধ্যে মধ্যে তুলসি গঙ্গাজলে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। দরবেশ শব্দটী পারসিক, বাউল দরবেশ প্রভৃতি ধর্ম্ম সঙ্গিতের মধ্যে আল্লাহ, খোদা, মোহাম্মদ প্রভৃতি মোছলমান দেবতা ও মহাজনদিগের নাম সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই সম্পদায়ের মত প্রবর্ত্তন বিষয় মোছলমান ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ কার্য্যকারিত্ব আছে তাহার সন্দেহ নাই।

"কেয়া হিন্দু কেয়া মোছলমান।
মিলজুলকে কর সাইজীকে কাম॥"

সাই।

সাই ও দরবেশ প্রায় একরূপ। বিশেষ এই যে, সাইয়েরা কখন কখন নিতান্ত লোক বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহারা মোছলমান ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সকলেরই অন্ন ভোজন করে এবং সুরা পান গো মাংস ভক্ষণ

ইহাদের ধর্ম্ম হিন্দু ও মোছলমান উভয় ধর্ম্ম মিশ্রিত ইহারা খাকশাকার ( মক্কার মাটি ) মালা জপ করে। ঐ মালা মক্কা হইতে আসে ঐ মালার মধ্যে একটী বড় মালা আছে তাহাকে ছোলেমানি মালা বলে।

ইহারা "মুর্শিদ সত্য "এই নাম অন্ত ও একটী নাম জপ করিয়া থাকে।

সাই ও দরবেশেরা নিম্নলিখিত বচনটী নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। যথা :—

আপন দেল কেতাব সে ঢুড়ে লে।
মুরশিদ আমার কোন্ খানে বিরাজ রে॥
মুরশিদ আমার কোন্ শিয়রে জাগে রে।
ঘর খানি বান্ধো বান্দা হুয়ারখানি ছান্দ॥
আপনি মরিয়ে যাবা, মিছে পরের লেগে কান্দরে॥
আসিবার কালে বান্দা দিলেমৌত লেখে।
এখন কেনে কান্দো বান্দা পরের মৌত দেখেরে॥
মায়ের গারি বাপের চারি, ওরে খোদার দিয়ে দোয়া দশ।
আঠারো মোকামের মধ্যে জলে হার সরে রে॥
তিল পরিমাণ জায়গা খানি বান্দা আঠারো সজ্দা পড়ে।
আমার খোদার দোস্ত মহম্মদ নবি,
কোন খানে নেমাজ করে রে॥
আসমান জোড়া ফকির রে ভাই, জমিন জোড়া কেঁথা।
এসব ফকির মলেপর এর কবর হবে কোথা রে॥

আমি ছিলাম কোন্ থানে,
আমায় আনলে সে কোন্ জনে,
আমি যাব কোথায় কেউ বলে না, হয় না রে মনে।
আমি এসে এই স্থলে, মন মুরশিদ না নিলাম চিনে,
আমার মনের দোষে কালের বসে,
পেয়ে বস্তু হারালেম কেনে॥
চোখে আমার দিয়েছেন ধুলি, আমি দেখতে পাব কি,
আমার সাধুর ভরা বাইছে যারা, রবি আর শশী,
দেলে আমার দিয়েছেন কালি,
ধড় ছেড়ে জান তুই ছেড়ে পালালি,
এই মুখেতে হরদম মওলার নাম লইতাম কল্লিরে খালি।

কর্ত্তা ভজা।

কর্ত্তা ভজা মত আউলে চাঁদ প্রচার করেন। মোছলমানেরাও ইহার উপদেশ গ্রহণ করে। অতএব বোধ হয় তাহারাই "আউলে" নাম দিয়াছিল।

গায়ত্রী ক্রিয়া।

পল্টুদাসী, আপাপন্থি, সৎনামি এই তিন সম্প্রদায়ীরা মৎস্য মাংস, মদ্য ব্যবহার করে না। ইহাদের মধ্যে অনেক সরল ও সৎজন লোকও আছে। কিন্তু এই তিন সম্প্রদায়ী উদাসীনেরা এমন একরূপ বীভৎস ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে যে তাহাতেই ইহাদের সমুদয় গুণ ও সমুদয় সাধন। আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে সেটী বাউল সম্প্রদায়ের চারি চন্দ্র ভেদের

অনুরূপ। * সেটী নিজ নিজ মল, মুত্র ও শুক্র মন্ত্রপুত করিয়া ভক্ষণ করা বই আর কিছুই নহে। তাহারই নাম গায়ত্রী ক্রিয়া—ইহারা এই অতীব গুহ্য ক্রিয়াকে পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহা গোপন রাখিবার উদ্দেশ্য কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। পশ্চাৎ উদাহরণ স্বরূপ তাহার কয়েকটী লিখিত হইতেছে।

| শব্দ | অর্থ |
|---|---|
| বীজ, মণি, রস, | শুক্র। |
| অজর, | মল। |
| রামরস, | মূত্র। |
| চন্দ্র, | নাসিকার বাম রন্ধ্র। |
| অর্দ্ধ, | দক্ষিণ চক্ষু। |
| সূর্য্য, | নাসিকার দক্ষিণ রন্ধ্র। |
| উর্দ্ধ, | বাম চক্ষু। |
| লঙ্কা, | মুখ। |
| দশানন | দন্ত। |
| গো ইন্দ্রিয়, | লিঙ্গ ও গুহ্য দ্বারের মধ্যস্থল। |
| দশম দ্বার, | লিঙ্গের যে দ্বার দিয়া শুক্র নির্গত হয়। |

উল্লেখিত তিন সম্প্রদায়ী ফকীর অর্থাৎ উদাসীনেরা গায়ত্রী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে; আপনার মল, মুত্র ও শুক্র-

এই গায়ত্রী ক্রিয়া তিন প্রকার বীজ মন্ত্র, অমর মন্ত্র, অজর মন্ত্র। শুক্র সংক্রান্ত ক্রিয়ার নাম বীজ মন্ত্র, রামরস অর্থাৎ মূত্র সাধনায় নাম অমর মন্ত্র এবং অজর অর্থাৎ মল সংক্রান্ত ক্রিয়ার নাম অজর বা গুরু মন্ত্র। মল যমুনা স্বরূপ, মূত্র গঙ্গা স্বরূপ এবং শুক্র সরস্বতী স্বরূপ এই তিনের সমবেত নাম ত্রিবেণী। ইহায় অন্য একটী নাম ত্রিকুটি। এই তিন সম্প্রদায়ের মতেই এই ত্রিবেনীই প্রকৃত ত্রিবেণী, পুরাণোক্ত ত্রিবেণী তাদৃশ মহিমান্বিত নয়। মন্ত্রস্মরণ সহকারে ঐ তিন পরম সামগ্রী ভক্ষণ করিলেই গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সাধন করা হয়। ইহাকেই ত্রিবেণী সাধন বলে। এই সাধনেরই অন্য একটী নাম ত্রিগায়ত্রী ক্রিয়া। যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হয় পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

যমুনা পানের মন্ত্র। গঙ্গা ও রামরস ( মূত্র ) পানের মন্ত্র। সরস্বতী ( শুক্র ) পানের মন্ত্র। যে সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া এই সমস্ত পান করিতে হয় তাহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে বলিয়া উদ্ধৃত করা হইল না। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রামরস অর্থাৎ মূত্র পান করিতে হয়। রামরসের নাম রাম ও জিহ্বার নাম জানকী। এই দুই একত্র মিলিত হইলে পরম পদ লাভ হয়।

গায়ত্রী ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকারী সাধকেরা শুক্র হস্তে

ঊর্দ্ধ পুণ্ড করে, পরে অঞ্জন করিয়া দুই চক্ষে লেপন করে, তদনন্তর ভক্ষণ করিয়া থাকে। সৎনামী ফকিরেরা প্রতি দিনেই ত্রিকালে গায়ত্রী ক্রিয়া করে, মল সংক্রান্ত গায়ত্রী একবার ও মূত্র সংক্রান্ত গায়ত্রী তিনবার আর প্রতি মাস একবার মাত্র শুক্র সংক্রান্ত গায়ত্রী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তদভিন্ন প্রতিদিন গণেশ ক্রিয়া নামে এক রূপ শরিরীক ক্রিয়া সম্পাদন করে। (গুহ্-দ্বারে অভ্যান্তর পরিষ্কার করাকে গণেশ ক্রিয়া বলে) সৎনামী প্রভৃতিরা বলে কবির পন্থি দাদু পন্থিদের মধ্যেও গায়ত্রী ক্রিয়া প্রচলিত আছে। উল্লিখিত মন্ত্রগুলির মধ্যের কবীরের ধ্বনি রহিয়াছে, দৃষ্ট হইতেছে। শুনিলাম সৎনামীদের ন্যায় কবীর পন্থিরাও উল্লিখিত তিন প্রকার গায়ত্রী ক্রিয়াই অনুষ্ঠান করে। আপাপন্থি, পল্টুদাসী ও দাদুপন্থিরা কেবল শুক্র (বীজ) সাধন করিয়া থাকে।

শৈব ও বৈরাগীদের ন্যায় এই সমুদয় পন্থির মধ্যেও পরম হংসপদ বিদ্যমান আছে। যাহারা অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া কেবল উক্ত রূপ গায়ত্রী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন তাহারই পরম হংস। তাহারা জাতি বিচার অবলম্বন করিয়া চলে না, সকলের অন্নই ভোজন করেন। পরম হংস সাহেব জাতিও তাহাদের লৌকিক

পল্টু দাসী, আপাপন্থি, সৎনামী এই তিনের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল তদ্দারা এই তিনের ব্যবহার ও ধর্মানুষ্ঠান পরস্পর সৌসাদৃশ্য ও সুসম্বদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই তিন সম্প্রদায় ব্যবহৃত, ফকির, বন্দেগী, সাহেব প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ইহাদের মোছলমান সংশ্রব বা মোছলমান সম্প্রদায়ের আদর্শ গ্রহণের পরিচয় দান করিতেছে। দরিয়া দাসীরাতো আধা হিন্দু আধা মোছল-মান বলিয়া প্রবাদ আছে।

## বীজ মার্গী।

ইহারা শুক্রকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, কেননা শুক্র হইতে সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। শুক্রের নাম বীজ এই নিমিত্ত ইহাদিগের নাম বীজ মার্গী। ইহাদের ভজন সভার নাম সমাজ ও ভজনালয়ের নাম সমাজগৃহ।* প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ঐ স্থলে ভজনা হইয়া থাকে। গোরক্ষনাথ প্রভৃতির বিরচিত ভজন সমুদয় গান করাই ইহাদের ভজনার প্রধান অঙ্গ।

শৈব শাক্তাদির ন্যায় ইহাদেরও একরূপ চক্র হয় ও তাহাতে অতীব গুহ্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। শুক্র পক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে ঐ চক্রের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন বীজমার্গী নিজ বাটির স্ত্রীলোক বিশেষকে কোন সাধুর অর্থাৎ উদাসীন বিশেষের সহিত সহবাস করাইয়া তাহা হইতে শুক্র নির্গত করিয়া

শিশিতে পুরিয়া রাখে ও চক্রের দিবস ঐ শুক্র সমাজগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক একটি বেদীর উপর পুষ্পশয্যার মধ্য-স্থলে একটী পাত্রে স্থাপন করে এবং তাহাতেই দুগ্ধ, মধু, ঘৃত ও দধি মিশ্রিত করিয়া পঞ্চামৃত প্রস্তুত করে। সেই পঞ্চামৃত ঐ পাত্রে সংস্থাপন করিয়া পুষ্প ও মিষ্টান্ন দিয়া ভোগ দেয়! এবং তদ্দ্বারা সমাজস্থ সকলকে পরিবেশন করিয়া থাকে। ইহারা চক্রস্থলে জাতি বিচার পালন করে না, সকলের অন্ন সকলেই ভক্ষণ করে।

গির্ণার অঞ্চলে কাটিবার দেশে ইহাদের বসতি আছে। ইহারা আপনাদিগের মত প্রণালীকে বিজমার্গ বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের মহন্ত গৃহস্থ। শুনিতে পাই পরমার্থ সাধনার উদ্দেশ্যে এক বীজমার্গী অন্য এক বীজমার্গীর ভার্য্যার সহিত সহবাস করে। কাহারও বিবাহ হইলে, তাহার ভার্য্যাকে মহন্তের সহিত তিন দিবস একত্র অবস্থান করিতে হয়, মহন্ত সেই স্ত্রীলোককে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিয়া তাহার সহিত সম্ভোগ করে।

পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ কলুষিত বিষয়ের দ্বারা এই প্রবন্ধ কলুষিত করা কোন রূপেই প্রীতিকর নয়। কিন্তু কি করি, ধর্ম্ম প্রধান ভারত মণ্ডলে বীভৎস অধর্ম্ম ধর্ম্ম রূপ ধারণ করিয়া গুপ্ত ভাবে কিরূপ ক্রীড়া করিতেছে, তাহা জন সমাজের গোচর না করিয়াই বা কি প্রকারে নিরস্ত [illegible] মল-গর্ত্ত আচ্ছাদন করিয়া না দেখিলেই বা

কুড়াপন্থি।

রাত্রি যোগে গুরু এবং স্ব সম্প্রদায়ী অনেক স্ত্রী পুরুষ একত্র সমাজ বদ্ধ হইয়া ইষ্টদেবের উপাসনা করে।

এইরূপ এক স্থানে অনেক স্ত্রী-পুরুষ একত্র মিলিত হওয়াতে, ব্যভিচার দোষ ও ঘটিয়া থাকে। স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ তাহাতে দোষার্পণ করে না। এমন কি শুনা গিয়াছে ঐ ব্যভিচারাক্রান্ত স্ত্রী-পুরুষের স্বামী ও ভার্য্যা ও তাহাদের উপর বিরক্ত হয় না।

**বিশ্বকোষ**—ভারত বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থ হইতে বাউল ন্যাড়াদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে এই বহিতে যাহা নকল করা হইয়াছে, তাহাই বিখ্যাত বিশ্বকোষ গ্রন্থে লিখিত আছে বলিয়া এস্থানে সমুদয় পুনঃ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধে দুই একটী উদ্ধৃত করা হইল।

ইহারা (বাউলগণ) এক একটী প্রকৃতি (স্ত্রীলোক) লইয়া বাস করে এবং প্রকৃতির সাধনাতেই আজীবন প্রবৃত্ত থাকে। ঐ সাধন পদ্ধতি অতীব গূঢ় ব্যাপার অন্যের জানিবার উপায় নাই। জানিলেও তাহা লেখনীয় নহে। কাম রিপু উপভোগের প্রকরণ বিশেষের দ্বারা কামের শান্তি সাধন পূর্ব্বক চরমে পরম পবিত্র প্রেম মাত্র অবলম্বন করা এ সাধনার উদ্দেশ্য।

ঐ প্রকৃতি সাধনের অন্তর্গত "চারিচন্দ্র ভেদ" নামে

একটী ক্রিয়া আছে। লোকে ঐ ক্রিয়াকে অতিমাত্র বীভৎস ব্যাপার মনে করিতে পারেন। কিন্তু বাউল সম্প্রদায়ীরা উহা পরম পবিত্র পুরুষার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন লোকে ঐ চারিচন্দ্র ভেদকে অর্থাৎ দেহ হইতে শোণিত, শুক্র, মল ও মূত্র এই পদার্থ চতুষ্টয়, পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ঐ পদার্থ চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ না করিয়া বরং পুনরায় শরীর মধ্যে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ঘৃণা প্রভৃতি পরাভাবের জন্য ইহাদের মধ্যে অন্যান্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নরবধ করে না সত্য কিন্তু নর-দেহ পাইলে তাহার মাংস ভোজন করিয়া থাকে। এবং শবের বস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক পরিধান প্রথা ও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

যদি ইহারা অনেক বিষয় সংগোপনে লোক বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তথাপি লোক সমাজে ভয়ে ভয়ে কিছু লোকাচার অবলম্বন করিয়া চলে।

"লোক মধ্যে লোকাচার
সংগুরু মধ্যে একাচার"

বাউল বাম্বাড়াদের আচার ব্যবহার সমন্ধে বঙ্গের অধিকাংশ লোকেই অবগত আছেন; তাহাদের দ্বারা মোছলমান সমাজের যে ভীষণ ক্ষতি হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দীর্ঘকাল হইতে বাউল ন্যাড়াগণ মোছল-

মানের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহাদের ঘৃণিত আচার ব্যবহার- গুপ্তভাবে করিয়া মোছলমান সমাজের মেরুদণ্ডকে ক্ষয় করিয়া আসিতেছে। এই অতীব ধ্রুব সত্য বিষয়টী প্রকাশ্য উদ্ধার করতঃ জগতকে দেখাইয়া তাহা হইতে মোছলমান সমাজকে বাঁচাইবার উপায় অবলম্বনের সুযোগ কয়েকটী কারণে পাওয়া কঠিন। প্রথম বাউল বা ন্যাড়া- গণের ক্রিয়া কলাপগুলি তাহাদের ছিনার এলেম মারফতী ভেদের কথা, তাহা সর্ব্বসাধারণের জানিবার যো নাই। দ্বিতীয় তাহাদের অকথ্য ঘৃণিত আচার, ব্যবহার সকল যে মানুষে করিতে পারে এ বিশ্বাস শিক্ষিত সভ্য সমাজ করিতে নারাজ। তৃতীয় ইংরেজ আইনের বিধান, যাহার যা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, তাহাতে কিছু বলিলে কহিলে ফৌজদারী কার্য্যবিধি ও দণ্ড বিধি ধারাগুলিতে অভিযুক্ত হইতে হয়। এই কঠিন সমস্যার ভিতর দিয়া বাউল ন্যাড়া- গণের আক্রমণ হইতে সমাজকে মুক্ত করা সহজ ব্যাপার নহে। জগতে এছলামের যত প্রকার শত্রুই থাক না কেন সকলেই ইহাদের নিকট পরাস্ত কারণ ইহারা ভিতরে অমোছলমান, বাহিরে মোছলমানী নামে নাম, মোছলমান মহল্যায় বাস, মোছলমান কন্যাগণের সহিত বিবাহ সাদী ও মোছলমানের সকল প্রকার সামাজিকতায় ভুক্ত। এই অপরিচিত অপ্রকাশ্য ভাবে ইহাদের মোছলমানের সহিত

ধোকা বাজী বুঝিতে না পারিয়া সনাতন এছলাম ধর্ম্মকে ও পবিত্র কোরাণকে ত্যাগ করতঃ কাফের মোরতেদ হইয়া যাইতেছে। অনেক অনেক ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি এই ভীষণ ব্যাপার অনুভব করিয়াও উপরোল্লিখিত কারণগুলির জন্য তাহার প্রতিকারের সুযোগ পাইতেছেন না। তাই নানা প্রকারের আপদ বিপদ মাথায় লইয়া বাউল বা ন্যাড়া ফকির মত হইতে মোছলমান সমাজকে মুক্ত করিবার মানসে কোরয়াণ, হাদিছ, তফছির, ফেকাহ সম্বলিত অনুমোদিত বাউল ধ্বংস নামক ফতওয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা অশান্তি জনক কোন ঘটনা ঘটাইবার জন্য বাউল বা ন্যাড়া ফকিরগণের প্রতি ব্যক্তিগত বা কোন অপর জাতির প্রতি ইর্ষা পরবশ হইয়া কাউকে অপদস্থ বা অসম্মান করিবার জন্য লিখিত নহে। মোছলমান জন সাধারণ মোছলমান নাম ধারী এক শ্রেণীর বাউলের ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা জানাইয়া এছলাম ধর্ম্মে সে প্রকার আচরণকারীর প্রতি কি ব্যবস্থা দেয় ও শরীয়তের আদেশ কি জানিবার জন্য ফৎওয়া তলব করেন। আমি শরইয়তের পাবন্দ এছলামের খাদেম। কোরআন ও হাদিছ এসব বিষয়ে যে সমুদয় ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা প্রচার করিতে বা কেহ প্রশ্ন করিলে তদোত্তর প্রদান করিতে আমি ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এই ফৎওয়ার অন্য উদ্দেশ্য হইতেছে, মোছল-

মানগণকে সৎপথে চালিত করা ও পথ ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণকে ধর্ম্ম পথ প্রদর্শন করা। কিন্তু বাউলগণ তাহাদের গুঢ় তত্ত্ব সমূহ প্রকাশ হইয়া মিথ্যার বাঁধ ছিড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। মিথ্যার আবরণ সরিয়া যাওয়াতে তাহারা একেবারে অগ্নি শর্ম্মা হইয়া ফৎওয়া দানকারীর প্রতি যতবিধ প্রকারে সম্ভব আক্রমেণ কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না। কাহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া কোরআন হাদিছ প্রচার করিতে যাইয়া কত প্রকার ফৌজদারী মোকদ্দমায় লিপ্ত হইতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ন্যায় ও ধর্ম্ম খোদার ফজলে জয়ী হইবেই। সাধারণ মোছলমান নিশ্চয়ই এই ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে দোওয়ায়ে খায়র করিবেন।

## ভ্রাতৃবৃন্দ !

পবিত্র এছলাম আরবের মরুভূমি হইতে মহাপ্রাণ আরব বাসীগণের অশেষ পরিশ্রমের ফলে জগতে ছাইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে যে ইউরোপ জ্ঞান বিজ্ঞানে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, যে ইউরোপে মোছলমানের নাম মাত্র ছিল না সেই ইউরোপবাসী আজ পবিত্র এছলামের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া মহা কোরয়ানের বাণী শীরে তুলিয়া দলে দলে পবিত্র এছলামের ছায়া তলে আসিতেছে। সেই ইউরোপের বক্ষোপরি ... উচ্চ মিনারায় আজানের আল্লাহো আকবর

ধ্বনি মুখরিত করিতেছে। আর আজ তোমারই শিথীলতা গুণে পাঞ্জাবের "মলেকানা" সহস্র সহস্র মোছলমান গলে পৈতা ধারণ পূর্ব্বক শুদ্ধি জাত ভুক্ত হইতেছে। আজ তোমারই দেশ, তোমারই মহল্যা, তোমারই গ্রাম, তোমারই আত্মীয় স্বজন ও তোমারই অধিনস্থ ব্যক্তিগণ যাহারা যাহাদের পুরুষ পুরুষানুক্রমে পবিত্র এছলামের ও কোরআনের সুশীতল বাতাসে প্রতিপালিত, তাহারাই আজ তোমারই চক্ষুর সামনে মহা কোরআন ও পবিত্র এছলামকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতঃ বাউল বা ন্যাড়া ফকীর মত গ্রহণ করিয়া মোরতেদ্ কাফের হইয়া যাইতেছে। আর তুমি তাহাদিগকে এখনও মোছলমান জানিয়া মোছলমান কন্যাগণের সহিত বিবাহ ও সকল প্রকার সামাজিকতায় স্থান দিতেছ। তুমি অসার সংসারের ঘুমের ঘোরে নিজ পবিত্র এছলাম শাস্ত্রের ও মোছলমান ধর্ম্মের ও সমাজের খোজে হতভাগ্য বলিয়া বাউল ন্যাড়া ফকীরদিগকে মোছলমান মনে করিয়া "মরা ছেলে" কোলে ধরিয়া থাকার ন্যায় নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে।

তুমি যদ্যপি তোমার ভুল বুঝিতে চাও তাহা হইলে তুমি একবার নিদ্রা ছাড়, চক্ষু মেলিয়া তোমার প্রতিবাসী অপর জাতির দিকে তাকাও! বাউল বা ন্যাড়াদিগকে তাহারা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বনকারী বলিয়া

সাহায্য করিতে প্রস্তত? ইহা দেখিয়াও কি তোমার এ মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিবেনা, জ্ঞান চক্ষু খুলিবে না, এখনও কি তুমি বাউল ফকীরদিগকে মোছলমান বলিয়া জানিবে? এই কি তোমার এছলামী ঈমান ও মোছলমানী প্রাণের টান? তোমার বেখবরী ও বেহুশ্‌কারী হেতু তোমার অধিনস্থ কোন মোছলমান যদ্যপি বাউল মত গ্রহণ করিয়া পবিত্র এছলাম হইতে খারিজ হয় সে জন্য কি তুমি খোদা ও রছুলের নিকট দায়ী নহ?

এই বাউল বা ন্যাড়া মত মোছলমান সমাজ হইতে দূরীভূত করার জন্য বঙ্গের প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক গ্রাম, মহল্যা, জুমা ও জমাতে এক একটী কমিটি স্থির করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গের কোন স্থানেও একটী বাউল বা ন্যাড়া মোছলমান নামে পরিচয় দিয়া মোছলমানের দরবেশ ফকীর বলিয়া দাবী করিতে থাকিবে ততদিন ঐ কমিটী অতি তেজ ও তীব্রভাবে পরিচালনা করিতে হইবে। মোট কথা মোছলমানগণের কর্ত্তব্য এই যে মোছলমান সমাজকে বাউল ন্যাড়া মত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত না করা পর্য্যন্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে।

মোছলমানগণ বাউল ন্যাড়ার মতকে মোছলমান সমাজ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য যদি উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে না পারেন তাহা হইলে অদূর ভবি-

যাতে মোছলমান সমাজ আর্য্য সমাজভুক্ত হইয়া মোছলমান সমাজের যে সর্ব্বনাশ ঘটিবে ইহা ধ্রুব সত্য।

মোছলমান সমাজে বাউল ন্যাড়া ফকির মতের উৎপত্তি।

বাউল ন্যাড়া ফকিরগণ তাহাদের দরবেশী মারুফতি কোথা হইতে পাইয়াছে এবং ইহার কোথা হইতে উৎপত্তি ও তাহারা কোন্ মতের অনুসরণকারী মোটামুটি ভাবে তাহার সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাউল ন্যাড়ার বচন।

আউলে ফকির আল্লাহ্ বাউলে মহাম্মদ,
দরবেশ্ আদম ছফি এই তক চদ।
তিন মত এক সাত করিয়া যে আলি,
প্রকাশ করিয়া দিল সাই মত বলি। (উচিত কথা)

এই বচনটীতে বাউল ন্যাড়া ফকিরগণের মারুফতি সংগ্রহের সার অংশ আছে। এই বচনে দুই সম্প্রদায় লোকের নাম আছে। একটী মোছলমান অপরটী হিন্দু। মোছলমান যথা—আদম্, মহাম্মদ (আঃ) ও আলি (রাঃ)। হিন্দু যথা—আউলে, বাউল, দরবেশ ও সাই। মোছলমানের দোরবেশ ফকীর হইতে হইলে হজরত মহাম্মদ (আঃ) পদানুসরণ করতঃ কোরয়াণ, হাদিছ ও শরিয়তের যাবতীয় হুকুম আমলে আনিয়া মারুফতি, ফকীরি সাধন করিতে হয়। শরিয়াতের এক চুল পরিমাণ খেলাফ করিলে হজরত রছুল (আঃ) মতের ফকীরি মারুফতি হয় না।

আউলে, বাউল, দরবেশ ও সাই ইহাদের মতানুসারে হিন্দুগণ চলিতে পারে, মোছলমান পারে না। বাউল ন্যাড়ার ফকিরগণ যে হজরত রছুল (আঃ) এর পদানুসরণ না করিয়া পবিত্র শরিয়তকে ত্যাগ করতঃ মোছলমানের সাহ্ ফকীরের দাবী করায় তাহারা মোছলমান ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে কতদূর ঘৃণিত তাহা অত্র ফতওয়াতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, বাউল ফকীরগণ পবিত্র কোরয়াণ হাদিছ পরিত্যাগ করতঃ যে মারুফতি ফকীরির পরিচয় দিতেছে তাহা হিন্দু চৈতন্য সম্প্রদায় ভুক্ত। অতএব ইহারা মোছলমানের দোরবেশ ফকীর নহে। কতেক অশিক্ষিত মোছলমান উল্লেখিত চৈতন্য সম্প্রদায় ভুক্ত উদাসীনগণের মত গ্রহণ পূর্ব্বক মোছলমানের সাহ্ ফকীর নামে পরিচয় দিয়া মোছলমান সমাজকে কলুষিত করিয়াছে। ইহারা মোছলমান সমাজ মধ্যে থাকিয়া কতকগুলি মোছলমানি কথা ও চাল ও হিন্দু বৈষ্ণব উদাসীনগণের নিকট হইতে কতক কথা ও ভাব লাভ সংগ্রহ করিয়া অর্দ্ধেক হিন্দু সাজিয়া সরল প্রাণ হিন্দুগণকে ধোকা দেয় ও অর্দ্ধেক মোছলমান সাজিয়া মোছলমান সমাজে ডিগবাজী করিয়া বেড়ায়। তাহারা কথায় বার্ত্তায় মহাম্মদ (আঃ) ও আলি (রাঃ) প্রভৃতি মোছলমান মহাজন গণের নাম যাহা মুখে উচ্চারণ করে ইহা মূর্খ মোছলমানকে ধোকা দিবার একটি বড় ফাঁদ। ইহারা এমন ধারাত্মক ও

সংক্রামক যে ইহাদের স্থান না শিক্ষিত মোছলমান সমাজে আছে না শিক্ষিত হিন্দু সমাজে। এই প্রবঞ্চক প্রতারক দলকে মোছলমান ও হিন্দু দুই সমাজ হইতে শৃগালের ন্যায় বিতাড়িত করা উচিত।

**ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়** গ্রন্থ হইতে সংগৃহিত যথা—আউলে —আউলে চাঁদ; ইনি এক জন হিন্দু উদসীন কর্ত্তা ভজা মত প্রচার করেন। আউলে চাঁদের অনেক নাম আছে, আউলে চাঁদ, আউলে ব্রহ্মচারী, ফকীর, সাই, গোসাঁই প্রভৃতি। মোছলমানেরা ইহার উপদেশ গ্রহণ করে। মোছলমানেরা বোধ হয় তাহাকে আউলিয়া মনে করিয়া "আউলে" নাম দিয়াছিল। মোছলমানেরাও তাহার প্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন।

বাউল।

বাউল শব্দ বাতুলের প্রকৃত বই আর কিছুই নহে; ইহারা কেহ কেহ ক্ষেপা উপাধি পাইয়া থাকে।

দরবেশ।

সনাতন গোস্বামী এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে তিনি দরবেশ অর্থাৎ ফকির বেশ ধারণ করিয়া গৌড় বাদশাহের নিকট হইতে পলায়ন করেন এবং কাশীধামে গৌরাঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মতাবলম্বী হন। তিনি

দরবেশ বেশ্ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কতকগুলি বৈষ্ণব তাহার দৃষ্টান্তানুসারে ঐ বেশ ধারণ পূর্ব্বক একটী পৃথক সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছে। ইহারা নামে দরবেশ অর্থাৎ উদাসীন হইলেও প্রকৃতি সহবাসে নিবৃত্ত নহে। প্রত্যেকে এক একটী করিয়া প্রকৃতি (স্ত্রীলোক) রাখে। এবং বাউল ন্যাড়াদের মতানুরূপ প্রণালী বিশেষ অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়া থাকে।

### সাই।

ইহাদের ধর্ম্ম ও হিন্দু মোছলমান উভয় ধর্ম্ম মিশ্রিত। ইহারা থাক শাফার মালা জপ করে। ঐ মালা মক্কা হইতে আইসে। ঐ মালার মধ্যে একটী বড় মালা আছে, তাহাকে ছোলেমানি মালা বলে।

### আউল।

ইহারাও চৈতন্য সম্প্রদায়ের একটী শাখা।

### ন্যাড়া।

প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া জনশ্রুতি আছে। বাউলদের ন্যায় এ সম্প্রদায়ের ও প্রকৃতি (স্ত্রীলোক) সাধনই প্রধান ভজন এবং ঐ সাধন বাউলদিগেরই অনুরূপ।

পাঠক! এই সকল সমালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে বাউল ন্যাড়া ফকির দল চৈতন্য সম্প্রদায়ের উল্লিখিত মত হইতেই ইহাদের মতের

উৎপত্তি। কেননা মোছলমান জাতি মধ্যে বাউল ন্যাড়া ফকির সম্প্রদায় বলিয়া কোন সম্প্রদায়ই নাই।

পাঠক উপরে দেখিয়াছেন যে দরবেশ ও ফকির শব্দদ্বয় হিন্দুদের মধ্যে ব্যবহার হইয়াছে। এবং মোছলমান কামেল অলিগণকেও দোরবেশ বলা হয় এবং ফকির বলা যায়। সুতরাং যে ধর্ম্মেরই বা যে মতেরই লোক দরবেশ ফকির বলিয়া দাবী করে, কতেক মূর্খ মোছলমান তাহা পার্থক্য করিতে না পারিয়া ধোকা খাইয়া তাহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। এই ভাবে এই পথ দিয়া অমোছলমান সম্প্রদায়ের মত মোছলমান সমাজের মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করিয়া আজ তাহা ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে। অতএব বাউল ন্যাড়া ফকিরগণ মোছলমানের শাহ ফকির বলিয়া যে দাবী করিয়া থাকে তাহা তাহাদের পথ ভ্রষ্টেরই পরিচয় মাত্র।

এই যে এখন পাঞ্জাবে শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে ও সহস্র সহস্র মোছলমান শুদ্ধি জাত ভুক্ত হিন্দু জাতি মধ্যে পরিগণিত হইতেছে ইহা নূতন নহে। ইহা অমোছলমানগণের দীর্ঘকালের চেষ্টার ফল!

পাঠক! একটু বিশেষ প্রণিধান ও মনোনিবেশ পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখিলে দেখিবেন যে যেদিন হইতে বঙ্গদেশে বাউল ন্যাড়া ফকিরের মতের সৃষ্টি হইয়াছে সেই সময় হইতেই শুদ্ধিমত মোছলমান সমাজে কার্য্য

করিতেছে। কিন্তু অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে মোছলমান সমাজ আজ পর্য্যন্ত এতত্ত্ব টকু বুঝিয়াও তাহার প্রতিকার কর্ম্মে অগ্রসর হন নাই। পরন্তু হিন্দু সমাজের কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—ভারতভূমি একমাত্র হিন্দুজাতির জন্য যেহেতু ইহারাই ভারতের আদিম অধিবাসী। মোছলমান আরব প্রভৃতি দূর দেশ হইতে আগমনে ভারতের নূতন অধিবাসী। ইহাদের সংখ্যা প্রথমতঃ ছিল অতি অল্প এবং চেষ্টার ফলে আজ ভারতে দাড়াইয়াছে সাত কোটি মোছলমান। এতাধিক মোছলমান সংখ্যার কারণ হিন্দু মতাবলম্বীগণ ক্রমান্বয়ে এছলাম গ্রহণ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আরব প্রভৃতি দূর দেশ হইতে যে সকল মোছলমান ভারতে বাস করিয়াছিলেন তাহাদের বংশধরগণকে উচিত যে তাহারা আপনাপন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবং হিন্দু জাতির মধ্য হইতে যাহারা এছলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহারাও তাহাদের বংশ ধরগণ এছলাম পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় হিন্দুজাতির মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই সকল হিন্দু এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে হিন্দুজাতির জন্য যে ইহারা অশুদ্ধ হইয়াছিল তাহা, শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে শুদ্ধ হইয়া হিন্দুজাতির মধ্যে ভুক্ত হউক। ইহারই নাম শুদ্ধি আন্দোলন। মোছলমান! তুমি শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে

তোমার এছলাম ও কোরআনকে লইয়া স্পেনবাসী মোছলমানদের ন্যায় ভারত ভূমি হিন্দুদের জন্য ছাড়িয়া দিয়া যে স্থানে ইচ্ছা কর তথায় গিয়া বাস কর অথবা আপন সমাজের খোজ খবর লইয়া বাউল ন্যাড়া ফকির ও শুদ্ধি আন্দোলনের পথে বাধা দিয়া ভারত ভূমিতে যে তোমার অধিকার আছে তাহার পরিচয় দেও।

## অশিক্ষিত মোছলমান বাউল ন্যাড়া ফকিরের মত গ্রহণের কারণ।

মানুষ সাধারণতঃ সহজ ও বিনা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে ও আমোদ প্রমোদ সুখ ভোগ করিতে সদাই অভিলাষী। এবং যেহেতু মোছলমানকে মোছলমানি করিতে গেলে পবিত্র কোরআন হাদিছের মতে বাধ্য বাধকতায় থাকিতে হয়। ওজু গোছলদ্বারা পাক ছাফ ও রোজার ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট, নামাজের পরিশ্রম, হজ্জ জাকাতে শারীরিক কষ্ট ও আর্থিক ব্যয়, হালাল হারাম চিনিয়া চলাও কম কথা নহে। রং, তামাসা, গান বাজনা, আমোদ প্রমোদ হইতে পরহেজ করিতে হয়। নেকাহ, বিবাহ, অর্থ ব্যতীত হয় না। নূতন নূতন অবৈধ আমোদ প্রমোদেও বাধা বিঘ্ন আছে। শরীয়তের নির্দ্দিষ্ট সীমায় থাকিয়া শরিয়াত, তরিকত, মারুফত ও হকিকতের কাজ সমাধা করিতে হয়। রোজি রোজ-গার করিতে গেলেও মাথার ঘাম পায়ে পড়ে। হৃষ্ট পুষ্ট

শরীরে ভিখ শিকও কেহ দিতে চাহে না, মনে যখন যাহা উদয় হয় তখন করিতে পারা যায় না এবং অন্য কোন সহজ উপায় দ্বারাও মান সম্মান লাভের উপায় নাই প্রভৃতি কারণে মোছলমান ধর্ম্ম শাস্ত্র কোরআন হাদিছের সীমা লঙ্ঘন করতঃ বাউল ন্যাড়া ফকীরের মত গ্রহণ করা ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় পরিলক্ষিত হয় না। কাজেই অশিক্ষিত মোছলমান এছলাম ত্যাগ করতঃ পার্থিব অস্থায়ী সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া দলে দলে বাউল ন্যাড়া ফকিরগণের "বাতুল মত" ভুক্ত হইয়া যাইতেছে।

মোছলমান জাতির মধ্য হইতে অশিক্ষিত মোছলমানগণ বুঝিতে না পারিয়া বাউল ন্যাড়া মত গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া তাহা হইতে মোছলমান সমাজকে রক্ষা করিবার ও বাউল ন্যাড়াগণকে সুপথে আনিবার উদ্দেশে বাউল ধ্বংস ফতওয়া প্রকাশ করায় অন্যায় ফৌজদারী মোকদ্দমার দায়ে পতিত হইয়াছি। তাহাদের কতিপয় হিন্দু মহোদয়গণকে বাউল পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইয়াছি। মোছলমান, মোছলমান জাতিকে রক্ষা করিবার পথ অবলম্বন করিতে গিয়া অপর কোন জাতির কোপানলে পতিত হওয়া অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া বোধ হয়। শুনিতে পাই বাউল ফকিরগণ হিন্দু মহোদয়গণের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে "আমরা হিন্দু হইয়া গিয়াছি, গো-জাতিকে মাতা বলিয়া পূজা করি কিন্তু মোছলমানগণ কোরবানি ক

জবেহ করিয়া তাহার মাংস খাইতে বলে। হে হিন্দু জাতি তোমরা আমাদিগকে রক্ষা কর! আবার মোছলমান পল্লিতে মোছলমান সাহ ফকিরের পরিচয় দিয়া থাকে দুঃখের বিষয় কতিপয় হিন্দু মহোদয় ইহাদের প্রবঞ্চনা ভেদ করিতে না পারিয়া ইহাদিগকে এক কালে শুদ্ধিজাতভুক্ত করা যাইবে ও ইহাদের দ্বারা গো হত্যা বন্ধের সহায়তা হইতে পারে ইত্যাদি আশায় মোছলমানের সহিত মনো বাদের কারণ করিয়া তুলিতেছেন। শিক্ষিত মোছলমান ও হিন্দু সমাজ ধীর ও স্থির ভাবে বাউল ন্যাড়া ফকির না-হিন্দু-না-মোছলমানগণের ভিতরের কথা তলাইয়া দেখিয়া কার্য্য না করিলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম মনোবাদের সৃষ্টি হইতে পারে।

হে খোদাতায়ালা! তোমার প্রিয় নবি আলায়হেচ্ছালামের তোফায়লে মোছলমান সমাজকে রক্ষা কর আমিন ইয়া রব্বিল আলামিন।

---